বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৫-২০১৬

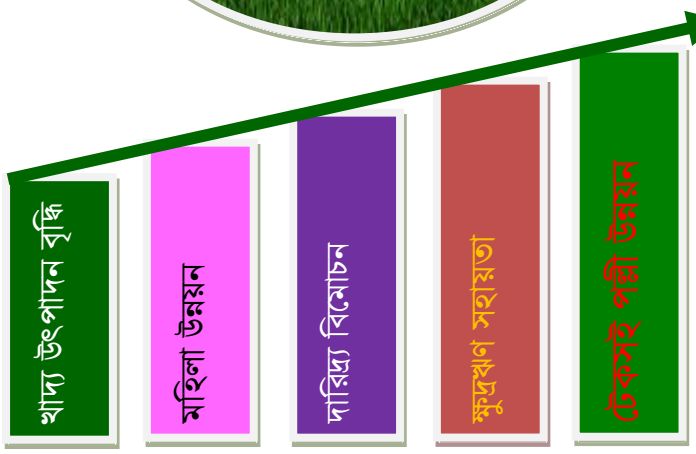

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৫-২০১৬

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

পল্লী ভবন

৫ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫

বাংলাদেশ

প্রকাশক

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
৫ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
টেলিফোন- +৮৮০-২-৮১৮০০০২

প্রকাশকাল

ডিসেম্বর, ২০১৬ খ্রিঃ

কম্পিউটার কম্পোজ

মোঃ শরিফুল ইসলাম, গবেষণা অনুসন্ধানকারী, গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা
লতিফা খাতুন, স্টেনোটাইপিস্ট কাম-কম্পিউটার অপারেটর, গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

মোঃ কামরুজ্জামান
উপপরিচালক (গবেষণা ও মূল্যায়ন)

মুদ্রণ

গ্রন্থস্বত্ব

প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

৩ জুন ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে জাতির পিতা **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান** প্রদত্ত ভাষণের উল্লেখযোগ্য অংশ

আমার দেশের প্রতি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে - এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ-সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ। সমবায়ের মাধ্যমে গরীব কৃষকরা যৌথভাবে উৎপাদন-যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে। অন্যদিকে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুষম বণ্টন ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষুদ্রচাষী গণতান্ত্রিক অংশ ও অধিকার পাবে। জোতদার ধনী চাষীর শোষণ থেকে তারা মুক্তি লাভ করবে সমবায়ের সংহত শক্তির দ্বারা। একইভাবে কৃষক, শ্রমিক, তাঁতী, জেলে, ক্ষুদ্রব্যবসায়ীরা যদি একজোট হয়ে পুঁজি এবং অন্যান্য উৎপাদনের মাধ্যমে একত্র করতে পারেন তবে আর মধ্যবর্তী ধনিক ব্যবসায়ী-শিল্পপতির গোষ্ঠী তাঁদের শ্রমের ফসলকে লুট করে খেতে পারবে না। সমবায়ের মাধ্যমে গ্রাম-বাংলায় গড়ে উঠবে ক্ষুদ্র শিল্প যার মালিক হবে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এবং ভূমিহীন নির্যাতিত দুঃখী মানুষ। সমাজতন্ত্র স্থাপনের জন্য আমরা ইতিমধ্যেই সমস্ত বড় শিল্প, ব্যাংক, পাটকল, চিনিকল, সূতাকল ইত্যাদি জাতীয়করণ করেছি। জমির সর্বোচ্চ মালিকানার সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছি। আজ সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামে গ্রামে, থানায়, বন্দরে গড়ে তুলতে হবে মেহনতী মানুষের যৌথ মালিকানা। কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে পাবে ন্যায্যমূল্য, শ্রমিকরা পাবে শ্রমের ফলভোগের ন্যায্য অধিকার।

কিন্তু এই লক্ষ্যে যদি আমাদের পৌঁছাতে হয় তবে অতীতের ঘুনে ধরা সমবায় ব্যবস্থাকে আমুল পরিবর্তন করে এক সত্যিকারের গণমুখী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। অতীতের সমবায় ছিল শোষক- গোষ্ঠীর ক্রীড়নক। তাই সেখানে ছিল কোটারী স্বার্থের ব্যাপক ভূমিকা। আমাদের এই স্বাধীন বাংলাদেশে ঐ ধরণের ভূঁয়া সমবায় কোন মতেই সহ্য করা হবে না। আমাদের সমবায় আন্দোলন হবে সাধারণ মানুষের যৌথ আন্দোলন। কৃষক, শ্রমিক, মেহনতী জনতার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান।

আপনারা জানেন সমবায় সংস্থাগুলিকে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে আমি ঘোষণা করেছি যে সংস্থার পরিচালনা দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর, কোন আমলা বা মনোনীত ব্যক্তির উপরে নয়। আমার সমবায়ী ভাইয়েরা এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে অভিনন্দিত করেছেন। এই গণতন্ত্রীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই তাঁদের দায়িত্ব। তাঁদের দেখতে হবে যে সমবায় সংস্থাগুলি যেন সত্যিকারের জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠে। জেলে সমিতি, তাঁতী সমিতি, গ্রামীণ কৃষক সমিতি যেন সত্যিকারের জেলে, তাঁতী, কৃষকের সংস্থা হয়, মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী বা ধনী কৃষক যেন আবার এই সমিতিগুলিকে দখল করে অতীত দুর্নীতির পুনরাবৃত্তি না করে। যদি আবার সেই কোটারী স্বার্থ সমবায়ের পবিত্রতা নষ্ট করে, তবে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন যে আমরা সমস্ত পুরাতন ব্যবস্থা বাতিল করে দেবো। আমার প্রিয় কৃষক মজুর জেলে তাঁতী ভাইদের সাহায্যে এমন একটি নুতন ও সুষম ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যা শোষণ ও প্রতিক্রিয়াশীল কোটারী স্বার্থকে চিরদিনের জন্য নস্যাৎ করে দেবে।

বাংলাদেশ সমবায় সংস্থার বিভিন্ন স্তরে বহুবিধ অব্যবস্থা, অযোগ্যতা ও দুর্নীতি দীর্ঘদিন ধরে জমে জমে দুর্নীতির পাহাড় তৈরি হয়েছে। সমবায় সংস্থা অবাধ বিকাশ ও সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে দুর্নীতির জগদ্দল পাথরকে সরাতেই হবে। জনগণের কষ্টার্জিত অর্থে পরিচালিত প্রশাসন ব্যবস্থাকে দুর্নীতির নাগপাশ থেকে মুক্ত করে জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত করতে আমরা বদ্ধপরিকর।

বাংলাদেশ আমার স্বপ্ন, ধ্যান, ধারণা ও আরাধনার ধন। আর সে সোনার বাংলা ঘুমিয়ে আছে চির অবহেলিত গ্রামের আনাচে কানাচে, চির উপেক্ষিত পল্লীর কন্দরে কন্দরে, বিস্তীর্ণ জলাভূমির আশেপাশে আর সুবিশাল অরণ্যের গভীরে। ভাইয়েরা আমার- আসুন সমবায়ের যাদুস্পর্শে সুপ্ত গ্রামবাংলাকে জাগিয়ে তুলি। নব- সৃষ্টির উন্মাদনায় আর জীবনের জয়গানে তাকে মুখরিত করি।

আমাদের সংঘবদ্ধ জনশক্তির সমবেত প্রচেষ্টায় গড়ে তুলতে হবে 'সোনার বাংলা'। এ দায়িত্ব সমগ্র জাতির, প্রত্যেক সাধারণ মানুষের এবং তাঁদের প্রতিনিধিদের। তবেই আমার স্বপ্ন সার্থক হবে, সার্থক হবে শহীদের আত্মত্যাগ, সার্থক হবে মাতার অশ্রু। রাজনৈতিক স্বাধীনতা তার সত্যিকারের অর্থ খুঁজে পাবে অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাদে, আপামর জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়নে। তবেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে রূপায়িত হবে সমাজতান্ত্রিক নীতির এবং সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাবো সমবায়ের মাধ্যমে। জয় বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন। জয় বাংলা।

পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ উক্তি

- সমবায়ের পথ হলো সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের পথ - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

- সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামে গ্রামে, থানায়, বন্দরে গড়ে তুলতে হবে মেহনতী মানুষের যৌথ মালিকানা
-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

- বাংলাদেশ আমার স্বপ্ন, ধ্যান, ধারণা ও আরাধনার ধন। আর সে সোনার বাংলা ঘুমিয়ে আছে চির অবহেলিত গ্রামের আনাচে কানাচে, চির উপেক্ষিত পল্লীর কন্দরে কন্দরে, বিস্তীর্ণ জলাভূমির আশে পাশে আর সুবিশাল অরণ্যের গভীরে
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

- আমাদের সংঘবদ্ধ জনশক্তির সমবেত প্রচেষ্টায় গড়ে তুলতে হবে 'সোনার বাংলা'- -বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

- আমি চাই প্রতিটি গ্রামে সমবায় গড়ে উঠুক, সমবায় ছাড়া গতি নাই - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

- সমবায় এ দেশের শোষিত, অবহেলিত, পিছিয়ে পড়া গ্রামীণ মানুষের উন্নয়নের অন্যতম মাধ্যম - -শেখ হাসিনা

- সমবায় নামটি গরীবদের রক্ষা করবে, তাঁদের বাঁচিয়ে দিবে, তাঁদের অবস্থা ভাল করে দেবে - - ড. আখতার হামিদ খান

- অর্থ নয় মানুষই দেশের প্রকৃত সম্পদ, মানুষের হাত দিয়ে টাকা তৈরি হয়। তাই দেশ গঠনের জন্য সকলের আগে চাই উপযুক্ত মানুষ - ড. আখতার হামিদ খান

- গরীব মানুষের উন্নতি হবে গরীব মানুষের চেষ্টায়, অপরের সাহায্য বা সরকারের দান খয়রাতে নয়, ভিক্ষা নিয়ে বেঁচে থাকা ভিখারীদের নিয়ম, ওটা ধ্বংসের নীতি, পতনের নীতি -ড. আখতার হামিদ খান

- গরীব কৃষক ও শ্রমিকের বাঁচার উপায় সঞ্চয়, বহু গরীব মিলিত হলে নিজেদের সঞ্চিত টাকায় গ্রামে গ্রামে ব্যাংক গড়ে তুলতে হবে -ড. আখতার হামিদ খান

- কোন দেশের উন্নতি সরকারি খয়রাতে হয় না, ভিক্ষাতে হয় না, যখন দেশের লোক নিজেরা চেষ্টা করে তখন সেখানে উন্নতি হয়- ড. আখতার হামিদ খান

- নিয়ম ও শৃঙ্খলা মেনে কাজ করাই শান্তির পথ, উন্নতির পথ - ড. আখতার হামিদ খান

- তোমরা যদি তোমাদের শহরগুলোকে ধ্বংস করে খামারগুলো রক্ষা কর, তাহলে শহরগুলো আবার জেগে উঠবে; কিন্তু যদি তোমাদের খামারগুলো ধ্বংস করে শহরগুলো রক্ষা করা ,তাহলে সব শহরের রাস্তার উপরে ঘাস গঁজাবে
  - ডব্লিউ. জে. ব্রায়ান

- নগরগুলি দেশের শক্তির ক্ষেত্র, গ্রামগুলি প্রাণের ক্ষেত্র। - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে ৪৫ তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট থেকে জাতীয় সমবায় পুরষ্কার ২০১৪ গ্রহণ করছেন বিআরডিবিভূক্ত 'কাশিমনগর বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ' এর সভাপতি জনাব মোঃ ইউনুস আলী

‘দ্বি-স্তর’ সমবায় পদ্ধতির প্রবর্তক ড. আখতার হামিদ খান

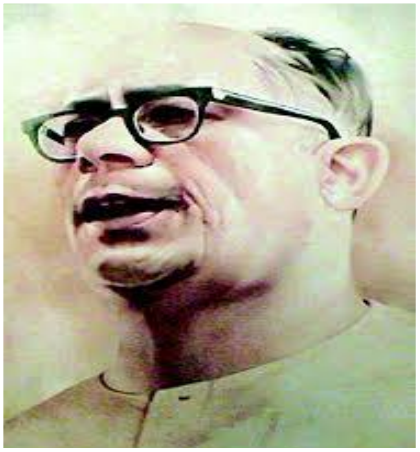

ড. আখতার হামিদ খান

ড. আখতার হামিদ খান একজন উন্নয়ন কর্মী এবং সমাজ বিজ্ঞানী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়নের পথিকৃত হিসেবে তিনি এশিয়া ও বিশ্বের বৃহৎ অংশের পরিচিত। ড. আখতার হামিদ খান পন্ডিত, শিক্ষাবিদ, প্রশাসক এবং পল্লী উন্নয়ন গবেষক হিসেবে বিবেচিত। তিনি বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক উন্নয়নশীল দেশে অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন পদ্ধতির বিস্তার ঘটিয়েছেন। তাঁর বিশেষ অবদান হলো বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নে ১৯৫৯ সালে সমন্বিত প্রকল্প প্রতিষ্ঠা যা ‘কুমিল্লা মডেল’ হিসেবে বিশ্বখ্যাত। কুমিল্লা মডেলের একটি অন্যতম অঙ্গ ছিল ‘দ্বি-স্তর’ সমবায় পদ্ধতি যা বর্তমানে বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে।

জনাব ড. আখতার হামিদ খান ১৫ জুলাই ১৯১৪ সালে ভারতের আগ্রায় জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি ভারতের আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে এমএ পাশ করার পর ১৯৩৬ সালে তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিস (আইসিএস) এ যোগদান করেন। আইসিএস শিক্ষানবিশ হিসেবে ১৯৩৬ সাল হতে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের Magdelene কলেজে অধ্যয়ন করেন। চাকরিকালীন আইসিএস অফিসার হিসেবে তৎকালীন পূর্ব বাংলায় রাজস্ব আহরণ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় তিনি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসে তাঁদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে অবহিত হন।

১৯৪৩ সালে বাংলার দুর্ভিক্ষের সময় ব্রিটিশ সরকারের নীতির সাথে মতদ্বৈধতার কারণে ১৯৪৪ সালে আইসিএস এর চাকরি হতে ইস্তফা দেন। চাকরি হতে ইস্তফা দেওয়ার সময় তিনি বলেন, "*I realised that if I did not escape while I was young and vigorous, I will forever remain in the trap, and terminate as a bureaucratic big wig*"। চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পর গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সমস্যা বাস্তবে অনুধাবনের জন্য তিনি আলীগড়ে তালামিস্ত্রী ও দিনমজুর হিসেবে জীবযাপন শুরু করেন। দুই বছর পর তিনি এ কাজ ছেড়ে দেন। ১৯৪৭ সালে দিল্লীর নিকট Jamia Millia তে শিক্ষকতার চাকরি গ্রহণ করেন এবং ৩ বছর যাবৎ শিক্ষকতা করেন। ১৯৫০ সালে তিনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। মাঝে কিছুদিন বিরতি দিয়ে তিনি ১৯৫৪-১৯৫৫ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের ‘ভি-এইড’ কর্মসূচির পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৫৮ সালে তিনি পল্লী উন্নয়নে বিশেষায়িত জ্ঞান অর্জনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের Michigan State University তে গমন করেন। সেখান থেকে ফিরে তিনি ১৯৫৯ সালের ২৭ মে কুমিল্লা জেলায় পাকিস্তান একাডেমি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (পার্ড) প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জনাব খান ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পার্ডে নিয়োজিত ছিলেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পার্ডকে বাংলাদেশ একাডেমি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (বার্ড) নামকরণ করা হয়। বার্ডের মাধ্যমেই তিনি পল্লী উন্নয়নের জন্য বিখ্যাত ‘কুমিল্লা মডেল’ উদ্ভাবন করেন। বার্ড ছাড়াও তিনি পল্লীর জনগোষ্ঠী ও শহরের বস্তিবাসীদের উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনার মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ, আত্মকর্মসংস্থান, বাসস্থান, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ইত্যাদি কর্মকান্ডের সমন্বয় ঘটিয়েছিল।

ড. আখতার হামিদ খানের নেতৃত্বের দক্ষতা শুধু তাঁর কর্মকালীন সময়ে প্রেরণার উৎস ছিলনা। তিনি বর্তমানেও বিভিন্ন পর্যায়ের অংশীদারিত্বমূলক উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রেরণার উৎস। পল্লী উন্নয়নে তাঁর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি র‍্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কার, জিন্নাহ এওয়ার্ড, নিশান-ই-ইমতিয়াজ পুরস্কার, সিতারা-ই-ইমতিয়াজ পুরস্কারসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হন। ড. আখতার হামিদ খান ০৯ অক্টোবর ১৯৯৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যুবরণ করেন।

উপদেষ্টা কমিটি

প্রধান উপদেষ্টা

মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম
মহাপরিচালক

উপদেষ্টাবৃন্দ

রবীন্দ্র নাথ শর্ম্মা
পরিচালক (প্রশাসন)

মোঃ মশিউর রহমান
পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)

এ.কে.এম শহীদুল হক
পরিচালক (পরিকল্পনা)

স্বপন কুমার নাথ
পরিচালক (সরেজমিন)

নওশাবা নাসরীন
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)

সম্পাদনা ও প্রকাশনা কমিটি

আহবায়ক

কামরুন নাহার
যুগ্মপরিচালক (আরইএম)

সমন্বয়কারী

মোঃ কামরুজ্জামান
উপপরিচালক (গবেষণা ও মূল্যায়ন)

সদস্যবৃন্দ

মোঃ সাজেদুল ইসলাম, উপপরিচালক (প্রশাসন-২)

মোঃ আলমগীর হোসেন আল নেওয়াজ, উপপরিচালক (প্রোগ্রামিং)

ফারুক আহমেদ জোয়ার্দ্দার, উপপরিচালক (জনসংযোগ ও সমন্বয়)

মোঃ রফিকুল ইসলাম, উপপরিচালক (ঋণ)

মোঃ জিয়াউল হাসান, উপপরিচালক (পরিকল্পনা)

এ এস এম সোলায়মান, উপপরিচালক (হিসাব, অঃ দাঃ)

সৈয়দ শাহ মোহাম্মদ আরিফ আসদাক, উপপরিচালক (পরিবীক্ষণ)

মোঃ ছরোয়ারুল আলম, সহকারী পরিচালক (মূল্যায়ন)

সূচিপত্র

Contents

১. বিআরডিবির পরিচিতি 2
১.১ কালের পরিক্রমায় বিআরডিবি 2
১.২ রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলি 4
১.২ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো 6
১.৩ সাংগঠনিক কাঠামো 7
১.৪ জনবল কাঠামো *টাঙ্গাইল জেলাধীন পাঁচকাহনিয়া কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ এ অনুষ্ঠিত উঠান বৈঠক* 8
১.৫ বিআরডিবির নাগরিক সেবা 10
২. বিআরডিবির বিভাগীয় কার্যক্রম 16
২.১ মহাপরিচালকের দপ্তর 16
২.২ সরেজমিন বিভাগ 17
২.৩ প্রশাসন বিভাগ 19
২.৪ অর্থ ও হিসাব বিভাগ 20
২.৫ পরিকল্পনা বিভাগ 21
২.৬ প্রশিক্ষণ বিভাগ 24
২.৬.১ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ 25
৩. দৃষ্টিপাত ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর 29
৩.১ ২০১৫ - ২০১৬ অর্থবছরে প্রধান অর্জনসমূহ 29
৩.২ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি 30
৩.৩ মানব সংগঠন সৃষ্টি 31
৩.৪ মূলধন গঠন 35
৩.৫ ঋণ সহায়তা 37
৩.৬ মানব সম্পদ উন্নয়ন 41
৩.৭ কৃষি প্রযুক্তি উন্নয়নে সেচ ব্যবস্থাপনা 44
৩.৮ বিপণন সংযোগ সৃষ্টি 45
৩.৯ গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কার 47
৩.১০ সম্প্রসারণ কার্যক্রম 48
৩.১১ নারী ক্ষমতায়নে বিআরডিবি 49
৩.১২ বিআরডিবি ও আইসিটি 51
৪. বিআরডিবির সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহ 55
৪.১ ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়) 55
৪.২ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত চলমান কর্মসূচিসমূহ 62
৪.৩ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/কর্মসূচি 64
৫. সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ 64
৬. বিআরডিবির কার্যক্রম মূল্যায়ন 67
৭. বিআরডিবির স্থাবর সম্পদ 69
৮. বিআরডিবির গুরুত্বপূর্ণ টেলিফোন নম্বর 70
৯. জাতীয় দিবস উদযাপন 73

শব্দ সংক্ষেপ

আইআরডিপি		ইন্ট্রিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি)
আইএমইডি		ইমপ্লিমেনটেশন, মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন ডিভিশন (বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ)
আরএলএফ		রিভলবিং লোন ফান্ড (ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল)
আরডিপিপি		রিভাইজড্ ডেভেলপম্যান্ট প্রোজেক্ট প্রোপোজাল (সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা)
আরটিপিপি		রিভাইজড্ টেকনিক্যাল প্রোজেক্ট প্রোপোজাল (সংশোধিত কারিগরী প্রকল্প প্রস্তাবনা)
আরএডিপি		রিভাইজড্ এনুয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা)
আরডিসিডি		রুরাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড কোঅপারেটিভস ডিভিশন (পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ)
আরএলপি		রুরাল লাইভলীহুড প্রোজেক্ট (পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প)
ইউসিসিএম		ইউনিয়ন কোঅর্ডিনেশন কমিটি মিটিং (ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভা)
ইউসিসিএ		উপজেলা সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভস এসোসিয়েশন (উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি)
ইউবিসিসিএ		উপজেলা বিত্তহীন সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভস এসোসিয়েশন (উপজেলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি)
ইউএনডিপি		ইউনাইটেড নেশসন্স ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি)
এডিপি		এনুয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি)
এলজিআরডিএন্ডসি		লোকাল গভর্ণমেন্ট, রুরাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড কোঅপারেটিভস (স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়)
এমআইএস		ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি)
এমডিজি		মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা)
এনজিও		নন গভর্ণমেন্ট অর্গানাইজেশন (বেসরকারি প্রতিষ্ঠান)
এনআরডিপি		নোয়াখালী রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট (নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প)
এফএও		ফুড এন্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন (জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা)
এটুআই		একসেস টু ইনফরমেশন
এজিএম		এনুয়াল জেনারেল মিটিং (বার্ষিক সাধারণ সভা)
এমটিবিএফ		মিড টার্ম বাজেটারি ফ্রেমওয়ার্ক (মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো)
কেএসএস		কৃষক সমবায় সমিতি
জিওবি		গভর্ণমেন্ট অব বাংলাদেশ (বাংলাদেশ সরকার)
জাইকা		জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি (জাপান আন্তর্জাতিক সহায়তা সংস্থা)
জেওসিভি		জাপান ওভারসীজ কোঅপারেশন ভলানটিয়ারস্ (জাপান আন্তর্জাতিক সহায়তা স্বেচ্ছাসেবী)
জেডিসিএফ		জাপান ডেবট্ ক্যানসেলেশন ফান্ড (জাপান ঋণ মওকুফ তহবিল)
জিপিএফ		জেনারেল প্রোভিডেন্ট ফান্ড (সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল)
জিসি		ভিলেজ কমিটি (গ্রাম কমিটি)
টিপিপি		টেকনিক্যাল প্রোজেক্ট প্রোপোজাল (কারিগরী প্রকল্প প্রস্তাবনা)
টিটিডিসি		থানা ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র)
ডিপিপি		ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট প্রোপোজাল (উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা)
ডব্লিউএইচও		ওয়াল্ড হেলথ্ অর্গানাইজেশন (বিশব স্বাস্থ্য সংস্থা)
পদাবিক		পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি
পিআরডিপি		পার্টিসিপেটরি রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট (অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প)
বিআইডিএস		বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বাংলাদেশ গবেষণা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান)
বিআরডিবি		বাংলাদেশ রুরাল ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড)
বার্ড		বাংলাদেশ একাডেমী ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী)
বিআরডিটিআই		বাংলাদেশ রুরাল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (বাংলাদেশ পল্লী উন্নযন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট)
মবিকেউস		মহিলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় উন্নয়ন সমিতি
সিডিএফ		ক্রেডিট এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম
সিডা		সুইডিস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সুইডিস আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা)
সদাবিক		সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি।
এএআরডিও		
পজীপ		
ইরেসপো		
বিএডিসি		
আরডিএ		
বিএইউ		

টিকিউএম		
এমটিবিএস		
সিভিডিপি		
এমএফএস		
পিইপি		
বিসিএস		
বিপিএটিসি		
নায়েম		
পিডিএস		
এমআইএস		
এসপিএস		
এনএআরআর		
এফডব্লিওইপি		
আরপিসিপি		
NW		
RPPB		
PFPP		

বিআরডিবির কার্যক্রমের বিস্তৃতি

১. বিআরডিবির পরিচিতি

১.১ কালের পরিক্রমায় বিআরডিবি

ষাটের দশকের শেষ ভাগে গ্রামীণ জনশক্তিকে সংগঠিত করে উন্নত কৃষি ব্যবস্থাপনা ও আধুনিক কৃষি পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ড. আখতার হামিদ খান বিশ্ব নন্দিত 'কুমিল্লা মডেল' প্রবর্তণ করেন। কুমিল্লা মডেলের অন্যতম প্রধান অঙ্গ 'দ্বি-স্তর সমবায়' পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে ১৯৭০-১৯৭১ সনে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) জাতীয়ভাবে চালু করা হয়। জাতির জনক **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান** এর নির্দেশে কৃষকের মুখে হাসি ফোটানোর লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে 'আইআরডিপি' সম্প্রসারিত করা হয়। সদ্য স্বাধীন দেশে আইআরডিপি গৃহীত কার্যক্রম খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। ১৯৭১ সনে যাত্রা শুরুর পর এর সফলতা লক্ষ্য করে পল্লী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে আরো গতিশীল করার জন্য ১৯৭৩ সনে আইআরডিপিকে 'বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা' নামে সরকারের একটি উন্নয়ন সংস্থায় রূপান্তর করা হয়। কিন্তু কুমিল্লা মডেলের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে এবং আরোও অধিকতর পাইলটিং না করে কর্মসূচিটিকে সংস্থায় রূপান্তর করা সমীচীন হবেনা মর্মে দাতাদের পরামর্শের ভিত্তিতে দশ মাস পর বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন সংস্থার বিলুপ্তি ঘটিয়ে আইআরডিপি পুনর্বহাল করা

জনসংখ্যা পরিকল্পনা ও গ্রামীণ মহিলা সমবায় প্রকল্পের কার্যক্রম

সত্তর দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত কৃষি ও পল্লী উন্নয়নে আইআরডিপি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের **'দ্বি-স্তর'** সমবায় পদ্ধতিতে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ, পুঁজি গঠন, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, ঋণ সহায়তা, কৃষি প্রযুক্তি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের দিকে অগ্রসর করে। কৃষি উন্নয়নের পাশাপাশি আইআরডিপি উন্নয়নের স্রোতধারায় মহিলাদের সম্পৃক্তকরণের জন্য ১৯৭৫ সালে 'মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি' ও বেকার যুবকদের সৃজনশীল সামাজিক শক্তিতে রূপান্তরের জন্য ১৯৭৮ সালে 'যুব উন্নয়ন কর্মসূচি' চালু করে। আইআরডিপির সফলতা মূল্যায়ন করে পল্লী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে আরও গতিশীল করার জন্য ১৯৮২ সালে আইআরডিপিকে একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে বোর্ডে রুপান্তর করা হয় যা বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) নামে পরিচিত।

উত্তর পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম

আশি ও নব্বই দশকে সর্বাধুনিক কৃষি প্রযুক্তি হিসেবে সেচযন্ত্র বিতরণ এবং সমবায়ের আওতায় সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনে বিপ্লব ঘটায়। পাশাপাশি আশির দশকে বিআরডিবি তার কার্যক্রমে বৈচিত্র্য আনয়ন করে দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির পাশাপাশি 'অনানুষ্ঠানিক দল' এর মাধ্যমে পল্লীর জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দারিদ্র্য হ্রাস, মহিলা উন্নয়ন, যুব উন্নয়ন, গ্রামীণ নেতৃত্বের বিকাশসাধনসহ বিভিন্ন সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে। এসময় বিআরডিবি সিডা, ডানিডা, ইউকে, এডিবি, ইউনিসেফ, ইফাদ, ফাও, বিশ্বব্যাংক, নোরাড, ইউএনডিপি, জাইকাসহ বিভিন্ন দাতা সংস্থা বিআরডিবির সাথে উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে কাজ করে।

নব্বই দশকে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু করে যা পরবর্তীতে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়ে। ১৯৯১ সালে তৎকালীন সরকার ৫০০০ টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ মওকুফ করলেও দেশের সকল কৃষিঋণ গ্রহিতার মতো বিআরডিবির সমবায়ী সদস্যবৃন্দ ঘোষণা অনুযায়ী কৃষিঋণ মওকুফ সুবিধা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে কৃষকগণ সমবায়ী কার্যক্রমে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে ইতঃপূর্বে গৃহীত ঋণ পরিশোধের উপর। এর প্রভাবে অধিকাংশ ইউসিসিএ ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় সার্বিকভাবে সমবায় কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। অন্যদিকে সরকার প্রাইভেট সেক্টরকে গতিশীল করার লক্ষ্য সেচযন্ত্র বাজারজাতকরণ বেসরকারি খাতের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। ফলে বিআরডিবি-বিএডিসি-ব্যাংক এর সম্মিলিত উদ্যোগ সেচযন্ত্র বিতরণ কার্যক্রম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়।

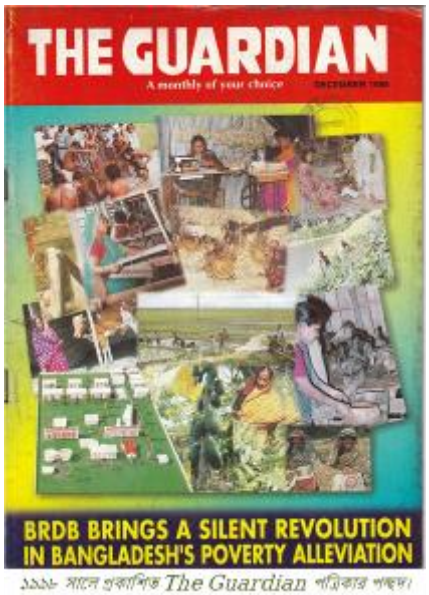

১৯৯৮ সালে প্রকাশিত The Guardian পত্রিকার পাতা।

উল্লেখ্য দ্বিস্তর সমবায়ের আওতায় তদারকি ঋণের পাশাপাশি ১৯৭৫ সালে বিআরডিবি মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি চালুর মাধ্যমে নারী উন্নয়নে ঋণ সেবা চালু করে। পরবর্তীতে নব্বই দশকে বিআরডিবি বিভিন্ন প্রকার দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম গ্রহণ করে। ২০০৩-০৪ অর্থবছর হতে সরকার কর্তৃক আবর্তক (কৃষি) ঋণ খাতে মঞ্জুরী প্রদত্ত ৩২০.০০ কোটি টাকায় বিআরডিবি ব্যাপকভাবে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করে। তৎপরবর্তী কাল থেকে বিআরডিবি সরকারি পর্যায়ে বিতরণকৃত ক্ষুদ্রঋণের সিংহভাগ বিতরণ করে আসছে। এছাড়াও ক্ষুদ ঋণ সেবা প্রদানকারী সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিআরডিবি অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান।

দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মহিলা উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিআরডিবি সরকারি ও দাতা সংস্থার অর্থায়নে এ পর্যন্ত ১১৪ টি প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। বর্তমান সরকারের ‘রূপকল্প-২০২১’ অর্জনের লক্ষ্যে বিআরডিবির নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ০৭টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত বিআরডিবি প্রায় ৫৩ লক্ষ গ্রামীণ পুরুষ-মহিলাকে ১.৭৩ লক্ষ সমিতি/দলের মাধ্যমে সংগঠিত করে। একই সময়ে সংগঠিত সমিতি/দলসমূহে বিআরডিবি ৫৯৫.৪৪ কোটি টাকা মূলধন গঠন, ১৩০৩৬.৩১ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান, ১৮৩৬০টি গভীর নলকূপসহ ৩.৫৫ লক্ষ বিভিন্ন প্রকার সেচযন্ত্র সরবরাহ, ২৬.৯৪ লক্ষ উপকারভোগীকে দক্ষতা ও মানবিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

১৯৮৬-১৯৯৫ মেয়াদে বিআরডিবি, বার্ড, আরডিএ, বিএইউ, জাইকা ও জাপানের কিয়োটা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে পল্লী উন্নয়নে ‘লিংক মডেল’ নামে একটি টেকসই উন্নয়ন মডেল উদ্ভাবন করে বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া সরকারের অগ্রধিকার প্রকল্প ‘একটি বাড়ি একটি খামার’ বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে বিআরডিবি ‘লিড এজেন্সি’ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে।

বিআরডিবির চলমান কার্যক্রম আরো সুসংহতভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের মানব সম্পদ উন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি, পল্লীর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখার লক্ষ্যে সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে পল্লী মানব সংগঠন সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ প্রদান, পুঁজি গঠন, ঋণ বিতরণ, ঋণ আদায়সহ পল্লী পণ্যের প্রসারের লক্ষ্যে বিপণন সংযোগ স্থাপনে বিআরডিবি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এছাড়া বিদ্যমান সমস্যাসমূহ নিরসনে প্রযুক্তি নির্ভর কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন, ইউনিয়ন পর্যায়ে পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম সমন্বয়সাধনসহ কার্যক্রমের মনিটরিং এর পরিকল্পনা বিআরডিবির রয়েছে। আশাকরা যায় গৃহীত পদক্ষেপের মাধ্যমে অতীতের মত ভবিষ্যতেও বিআরডিবি পল্লী উন্নয়নে নেতৃত্বস্থানীয় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

১.২ রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলি

১.২.১ রূপকল্প (Vision):

মানব সংগঠন ভিত্তিক উন্নত পল্লী ।

১.২.২ অভিলক্ষ্য (Mission):

স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ, মূলধন সৃজন, আধুনিক প্রযুক্তি,বিদ্যমান সুযোগ ও সম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল পল্লী।

১.২.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

- সদস্যদের আর্থিক সেবাভুক্তি;
- মানব সম্পদ উন্নয়ন;
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ;
- পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা উন্নয়ন;
- পল্লীর জনগনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

১.২.৪ কার্যাবলি (Functions):

- আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক মানব সংগঠন সৃষ্টি;
- মানবিক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ;
- উপকারভোগীদের মূলধন সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা;
- কৃষি ঋণ, ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও ব্যবস্থাপনা;
- বিভিন্ন অংশীজনদের (Stakeholder) মাঝে পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন;
- পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- গ্রামীণ নেতৃত্বের বিকাশ ও নারীর ক্ষমতায়ন;
- কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচযন্ত্রসহ ও অন্যান্য আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সম্প্রসারণ এবং অপ্রধান শস্য উৎপাদনে সহায়তা;
- সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের বিপণন সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে পল্লী উৎপাদন বৃদ্ধি ও পল্লী পণ্যের প্রসার;
- স্থানীয় উন্নয়নে জনগনের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং জাতিগঠনমূলক বিভিন্ন দপ্তরের সাথে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সংযোগ স্থাপন ও প্রদত্ত সেবার সমন্বয়।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও বিআরডিবি পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি জনাব খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিআরডিবির ৪৬ তম বোর্ড সভা

১.২ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

১৯৮২ সালের ৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারিকৃত বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড অধ্যাদেশ (অধ্যাদেশ নং-৫৩, ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ) মূলে বিআরডিবি একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গঠিত হয়। একটি পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বোর্ড গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য রয়েছে সদরদপ্তর, জেলাদপ্তর ও উপজেলা দপ্তর। এ দপ্তরগুলির মাধ্যমে বিআরডিবির কার্যক্রম বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করা হয়ে থাকে।

১.২.১ পরিচালনা পর্ষদ

বিআরডিবির পরিচালনা পর্ষদের মোট সদস্য ২১ (একুশ) জন। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও সমবায় প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে বিআরডিবির পরিচালনা পর্ষদ গঠিত। বোর্ড মূলতঃ নীতি, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, চলমান কার্যক্রমের সমন্বয় ও অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যত কর্মপন্থার দিক নির্দেশনা প্রদান করে। বিআরডিবির মহাপরিচালক বোর্ডের সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালনসহ বোর্ডের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের দায়িত্ব পালন করেন।

পরিচালনা পর্ষদ

ক্রঃ নং	পর্ষদ বিবরণ	পদবী	সংখ্যা
০১	মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়-মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান	০১
০২	সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ অথবা একই বিভাগের অতিরিক্ত সচিব বা যুগ্ম-সচিব, যিনি সচিবের দায়িত্বপ্রাপ্ত	ভাইস-চেয়ারম্যান	০১
০৩	কৃষি বিভাগ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগ, অর্থ বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, সেচ বিভাগ এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নয় এমন একজন কর্মকর্তা	সদস্য	০৬
০৪	সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন (পল্লী প্রতিষ্ঠান) অথবা বিভাগীয় প্রধানের নিম্নে নয় এমন একজন কর্মকর্তা	সদস্য	০১
০৫	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন	সদস্য	০১
০৬	মহাপরিচালক, বার্ড, কুমিল্লা ও মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া (পর্যায়ক্রমে এক বৎসর অন্তর অন্তর)	সদস্য	০১
০৭	নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর	সদস্য	০১
০৮	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন	সদস্য	০১
০৯	উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিসমূহের জাতীয় ফেডারেশন কর্তৃক নির্বাচিত পাঁচজন সদস্য	সদস্য	০৫
১০	উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিসমূহকে আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী প্রধান প্রতিষ্ঠাসমূহ হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য	সদস্য	০২
১১	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (পদাধিকারবলে)	সদস্য-সচিব	০১

১.৩ সাংগঠনিক কাঠামো

বিআরডিবির সকল কার্যক্রম মহাপরিচালকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। প্রধান কার্যালয় ও মাঠ কার্যালয় সম্বলিত **'দ্বি-স্তর'** বিশিষ্ট প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। সরেজমিন বিভাগের তত্ত্বাবধানে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের মধ্যে রয়েছে জেলাদপ্তর ও উপজেলা দপ্তর। উপজেলা দপ্তর মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সরাসরি জনগণের সেবা প্রদান করে। সদরদপ্তর ও উপজেলা দপ্তরের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে জেলাদপ্তর। বিভাগীয় পর্যায়ে বিআরডিবির কোন দপ্তর নেই।

সদরদপ্তর

বিআরডিবির সদরদপ্তর ঢাকায় অবস্থিত। সদরদপ্তরে সরেজমিন বিভাগ, প্রশাসন বিভাগ, অর্থ ও হিসাব বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ এবং প্রশিক্ষণ বিভাগসহ মোট ৫টি বিভাগ রয়েছে। প্রতিটি বিভাগ একজন পরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। যুগ্মপরিচালক, উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ পরিচালকদের বিভাগ পরিচালনায় সহায়তা করেন। এছাড়াও সদরদপ্তরে বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মূচিসমূহের আলাদা দপ্তর রয়েছে।

জেলাদপ্তর

দেশের ৬৪টি প্রশাসনিক জেলায় বিআরডিবির জেলাদপ্তরসমূহ অবস্থিত। জেলাদপ্তরের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন একজন উপপরিচালক। তাঁকে সহযোগিতা করেন একজন উপপ্রকল্প পরিচালক (৩৬ টি জেলায়), একজন হিসাবরক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ। জেলাদপ্তরসমূহের প্রধান কার্যক্রম হলো জেলা প্রশাসন ও জেলা পর্যায়ে অন্যান্য জাতি গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়সাধন, জেলার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত, উপজেলাদপ্তরের কার্যক্রম সমন্বয়, তদারকি ও পরিবীক্ষণসহ অন্যান্য কাজ এবং সদরদপ্তর ও উপজেলাদপ্তরের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করা ।

উপজেলা দপ্তর

দেশের প্রশাসনিক বিন্যাসের সর্বনিম্ন স্তর উপজেলাতে বিআরডিবির উপজেলা দপ্তর অবস্থিত। বর্তমানে বিআরডিবির উপজেলা দপ্তরের সংখ্যা ৪৭৯টি। উপজেলা দপ্তরের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (ইউআরডিও)। ইউআরডিওকে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য রয়েছে সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (এআরডিও), হিসাবরক্ষক ও বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসুচির কর্মচারিবৃন্দ। উপজেলা দপ্তরের প্রধান কাজ হলো স্থানীয় পর্যায়ে জন অংশীদারিত্বমূলক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, সদরদপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক বিভিন্ন প্রকার প্রকল্প/কর্মসুচি মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়ন, স্থানীয় প্রশাসন, জাতিগঠনমূলক বিভিন্ন বিভাগ/সংস্থা, স্থানীয় সরকার ও বিআরডিবির মধ্যে সমন্বয়সাধন।

১.৪ জনবল কাঠামো

বিআরডিবি'র অর্গানোগ্রাম

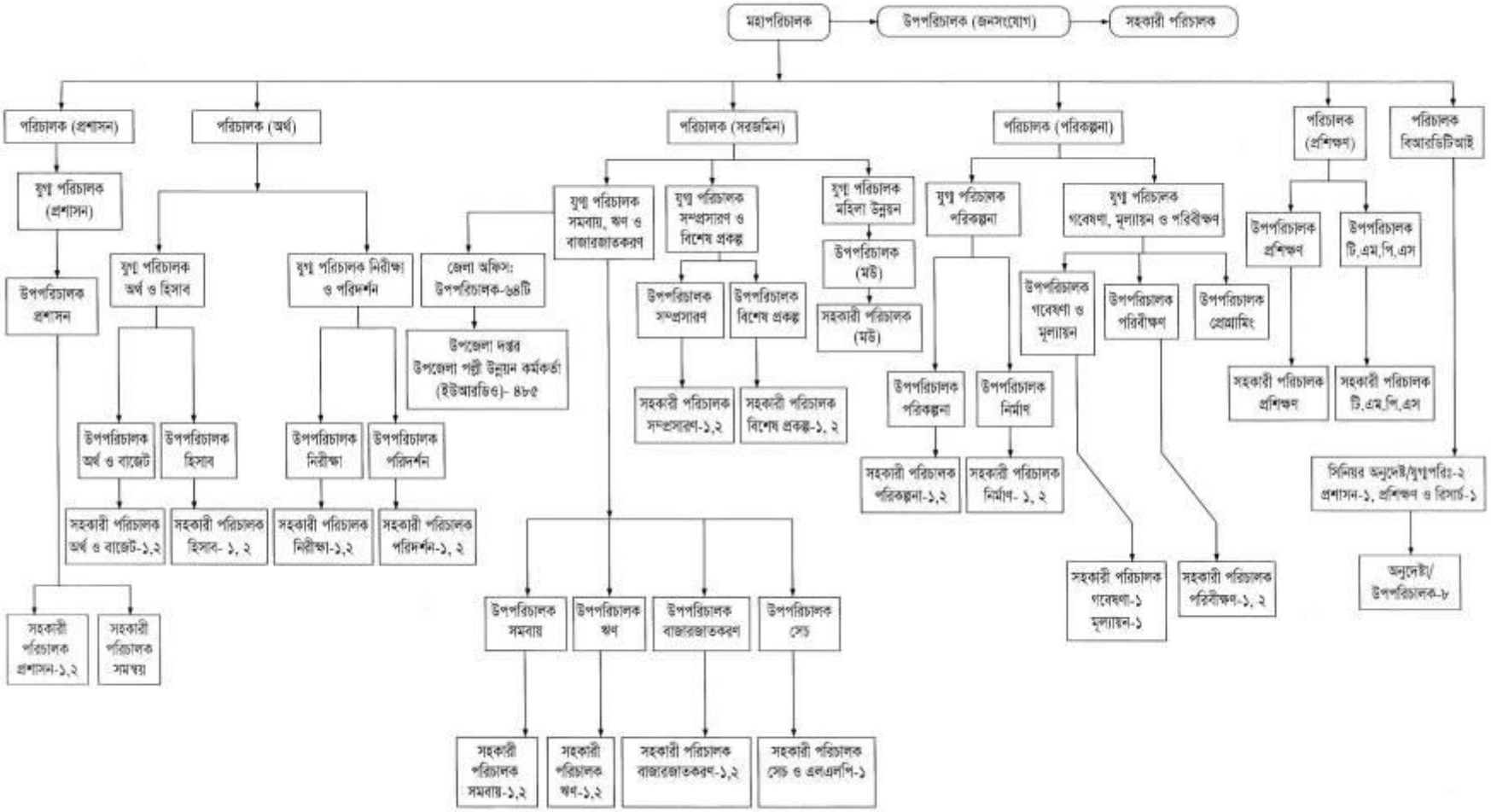

টাঙ্গাইল জেলাধীন পাঁচকাহনিয়া কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ এ অনুষ্ঠিত উঠান বৈঠক

১.৫ বিআরডিবির নাগরিক সেবা

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবী, ফোন ও ইমেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	পল্লী অঞ্চলে কৃষক, বিত্তহীন ও মহিলা জনগোষ্ঠী নিয়ে প্রাথমিক সমবায় সমিতি গঠন	• স্থানীয় ও সমমনা কৃষক/বিত্তহীন/মহিলাদের উদ্বুদ্ধকরণ; • আগ্রহীদের নিয়ে উঠোন বৈঠক; • সদস্য নির্বাচন; • ইউআরডিও কর্তৃক সমিতি গঠনের আবেদন গ্রহণ।	• সভার রেজুলিউশনের কপি; • পূরণকৃত আবেদনপত্র; • সভ্য রেজিস্টার ও অন্যান্য বহি; প্রাপ্তিস্থান: উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়।	সদস্যভর্তি ফি ১০/- টাকা (নির্ধারিত ব্যাংকে জমাদান ও রশিদ আবেদনের সঙ্গে সংযুক্তকরণ)	৮ সপ্তাহ	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পল্লী ভবন, উপজেলা পরিষদ।
২	প্রাথমিক সমবায় সমিতি নিবন্ধন	• সদস্যগণ কর্তৃক সমিতির শেয়ার ক্রয় এবং পুঁজি গঠনের লক্ষ্যে সঞ্চয় জমা; • প্রাথমিক সমিতি কর্তৃক নিবন্ধন ফি বাবদ ৩০০/- এবং ভ্যাট বাবদ ৪৫/- টাকার ট্রেজারি চালান। জমাদান (বিত্তহীন, ভূমিহীন ও আশ্রয়হীনদের দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে গঠিত সমিতির ক্ষেত্রে মোট ৫০/- টাকা); • নিবন্ধনের সুপারিশসহ উপজেলা সমবায় কার্যালয়ে প্রেরণ।	• আবেদনপত্র *(ফরম-৩)*, পাসপোর্ট আকারের এককপি ছবি ও জাতীয় পরিচয় পত্রের কপি; • সমিতির উপআইন, প্রয়োজনীয় রেজিস্টার; শেয়ার-সঞ্চয়ের ব্যাংক বিবরণী এবং সমিতির অফিসের ঠিকানার প্রত্যয়নপত্র; প্রাপ্তিস্থান: উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়।	প্রত্যেক সদস্যের ভর্তি ফি বাবদ ২০/- টাকার রশিদ, ব্যাংকে জমা।	১০দিন	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পল্লীভবন, উপজেলা পরিষদ।
৩	পল্লী উন্নয়ন দল গঠন	• স্থানীয় ও সমমনা দরিদ্র নারী/পুরুষদের উদ্বুদ্ধকরণ; • আগ্রহীদের নিয়ে উঠোন বৈঠক; • সদস্য নির্বাচন; • সঞ্চয় জমা; • ইউআরডিও কর্তৃক দল গঠনের আবেদন গ্রহণ ও স্বীকৃতি প্রদান।	• আবেদনপত্র, প্রত্যেকের পাসপোর্ট আকারের এককপি ছবি ও জাতীয় পরিচয় পত্রের কপি; • পাশবহি ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক রেজিস্টার। প্রাপ্তিস্থান: উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়।	প্রত্যেক সদস্যের ভর্তি ফি বাবদ ১০/- টাকা (ব্যাংকে জমা)।	৮ সপ্তাহ	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পল্লীভবন, উপজেলা পরিষদ।
৪ (ক)	সুফলভোগী সদস্যদের জন্য মানবিক উন্নয়ন/ সমবায়-সাংগঠনিক/ আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ	• প্রশিক্ষণের জন্য প্রাথমিক সমিতি/পল্লী উন্নয়ন দলের সদস্য মনোনয়ন; • মনোনীত সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অবহিতকরণ; • উপজেলা পল্লীভবনে স্থানীয়ভাবে/বিভিন্ন প্রশিক্ষণকেন্দ্রে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান।	সদস্য মনোনয়নে প্রাথমিক সমিতি/পল্লী উন্নয়ন দলের সাপ্তাহিক সভার সিদ্ধান্ত সম্বলিত রেজুলিউশনের কপি।	-	বাছাইয়ের জন্য ৭দিন; প্রশিক্ষণের মেয়াদ ১-৫ কর্মদিবস।	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পল্লীভবন, উপজেলা পরিষদ।
৪ (খ)	সুফলভোগী সদস্যদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দক্ষতা বৃদ্ধি/ট্রেড ভিত্তিক স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ	• প্রশিক্ষণের জন্য প্রাথমিক সমিতি/পল্লী উন্নয়ন দলের সদস্য মনোনয়ন; • মনোনীত সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অবহিতকরণ; • উপজেলা পল্লীভবনে স্থানীয়ভাবে/বিভিন্ন প্রশিক্ষণকেন্দ্রে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান।	সদস্য মনোনয়নে প্রাথমিক সমিতি/পল্লী উন্নয়ন দলের সাপ্তাহিক সভার সিদ্ধান্ত সম্বলিত রেজুলিউশনের কপি।	-	বাছাইয়ের জন্য ৭ দিন; প্রশিক্ষণের মেয়াদ৩-৬০ কর্মদিবস	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পল্লীভবন, উপজেলা পরিষদ।
৪ (গ)	অপ্রধান শস্য চাষের কলা কৌশল বিষয়ে নিবিড় প্রশিক্ষণ (প্রকল্পভুক্ত কৃষকদের ক্ষেত্রে)	• অপ্রধান শস্য চাষিদলের সদস্য বৃন্দের মধ্যে থেকে সদস্য বাছাই করণ; • প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত কৃষকদেরকে অবহিতকরণ; • উপজেলা/প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন।	-	-	বাছাইয়ের জন্য ৭ দিন; প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৫ কর্মদিবস	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পল্লীভবন, উপজেলা পরিষদ।

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবী, ফোন ও ইমেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪(ঘ)	গভীর নলকূপ মেইনটেন্যান্স বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও সরঞ্জাম হস্তান্তর (প্রকল্পভুক্ত কৃষক সমবায়ীদের ক্ষেত্রে)	• সদস্য মনোনয়ের লক্ষ্যে সমিতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং উপজেলা দপ্তরকে অবহিতকরণ • উপজেলা দপ্তর কর্তৃক চূড়ান্ত প্রশিক্ষণার্থী তালিকা প্রস্তুত এবং মনোনীত সমবায়ী কৃষকদেরকে অবহিতকরণ • উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান এবং গভীর নলকূপ মেইনটেন্যান্স সংক্রান্ত সরঞ্জাম (টুলকীট বক্স) হস্তান্তর	-	-	বাছাইয়ের জন্য ৭ দিন; প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৫ কর্মদিবস (সরঞ্জাম হস্তান্তর তাৎক্ষণিকভাব)	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পল্লীভবন, উপজেলা পরিষদ
৫	উপকার ভোগীদের প্রশিক্ষণোত্তর সম্পদ সহায়তা	• প্রশিক্ষণ কোর্সে সাফল্যের সঙ্গে অংশগ্রহণ • প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীর মাঝে আইজিএ শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল/সম্পদ/ সরঞ্জাম হস্তান্তর	-	-	তাৎক্ষণিক	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পল্লীভবন, উপজেলা পরিষদ
৬	উপকারভোগীদের নিজস্ব মূলধন সৃষ্টি	• মাঠকর্মী কর্তৃক সদস্যদের নিকট হতে শেয়ার ক্রয়/সঞ্চয় জমার অর্থ সংগ্রহ • মাঠকর্মী কর্তৃক পাশবহি ও ডাব্লিউসিএস-এ এন্ট্রি এবং জমার রশিদ প্রদান • ব্যাংকে জমাপূর্বক রশিদ সমিতিকে প্রদান	• পাশবহি, রশিদবহি ও ডব্লিউসিএস • ব্যাংক-জমার তিন- পার্ট রশিদ প্রাপ্তিস্থান: উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়	-	১দিন	সংশ্লিষ্ট ব্লকের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাঠকর্মী পল্লীভবন, উপজেলাপরিষদ
৭(ক)	কৃষি ও অকৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মূলধন (ঋণ তহবিল) যোগান ও তদারকি	• প্রাথমিক সমিতি/পল্লী উন্নয়ন দল পর্যায়ে ঋণ গ্রহণের আবেদন জমা • প্রাথমিক সমিতি/পল্লী উন্নয়ন দলের সাপ্তাহিক সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ • উপজেলা পর্যায়ে ঋণ প্রক্রিয়াকরণ/অনুমোদন • ব্যাংক হতে ঋণের টাকা উত্তোলন, সদস্য পাশ বহিতে এন্ট্রি প্রদান এবং ইউআরডিও'র দপ্তরে সদস্যদের মাঝে বিতরণ • বিতরণকৃত ঋণ যথাযথভাবে ব্যবহারে সহায়তাদানের লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে সদস্যের আইজিএ পরিদর্শন এবং পরামর্শ প্রদান	• প্রাথমিক সমিতি/পল্লী উন্নয়ন দলের সাপ্তাহিক সভার রেজুলিউশনের কপি; প্রত্যেক সদস্যের পাসপোর্ট আকারের এক কপি ছবি ও জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি • ঋণের আবেদনপত্র, তমসুক, ডিপিনোট আমোক্তারনামা, মর্টগেজ (কৃষক/মহিলা সমিতির ক্ষেত্রে) এবং উৎপাদন পরিকল্পনা (কৃষক সমিতির ক্ষেত্রে) প্রাপ্তিস্থান: উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয় ও বিআরডিবির ওয়েবসাইট (www.brdb.gov.bd)	সদস্য পাশবহি বাবদ ১৫/- টাকা (ব্যাংকে জমা)	৭-১৫দিন	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পল্লীভবন, উপজেলা পরিষদ
৭(খ)	পাবর্ত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র জাতি সত্তার জনগোষ্ঠী এবং আশ্রয়ন-আদর্শ গ্রাম-গুচ্ছগ্রামে বসবাসরত নারী-পুরুষের কর্মসংস্থানের জন্য ঋণ সহায়তা	• পল্লী উন্নয়ন দল পর্যায়ে ঋণ গ্রহণের আবেদন জমা • দলের সাপ্তাহিক সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ • উপজেলা পর্যায়ে ঋণ প্রক্রিয়াকরণ/অনুমোদন • ব্যাংক হতে ঋণের টাকা উত্তোলন, সদস্য পাশবহিতে এন্ট্রিপ্রদান এবং ইউআরডিও'র দপ্তরে সদস্যদের মাঝে বিতরণ	• সদস্যের পাসপোর্ট আকারের এক কপি ছবি ও জাতীয়পরিচয় পত্রের কপি • ঋণের আবেদনপত্র, তমসুক, ডিপিনোট • দলের সাপ্তাহিক সভার রেজুলিউশনের কপি প্রাপ্তিস্থান: উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয় ও বিআরডিবির ওয়েবসাইট	সদস্য পাশবহি বাবদ ১৫/- টাকা (ব্যাংকে জমা)	৭-১৫দিন	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পল্লীভবন, উপজেলা পরিষদ

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবী, ফোন ও ইমেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭(গ)	অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের কর্মসংস্থানের জন্য নামমাত্র সেবা মূল্যে ঋণ সহায়তা	• ঋণের আবেদন গ্রহণ, যাচাই-বাছাই • উপজেলা কমিটির সভায় অনুমোদন • একাউন্ট-পেয়ী চেক বিতরণ	• মুক্তিযোদ্ধা সনদের কপি, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণ সনদের কপি, ইউনিয়ন পরিষদের প্রত্যয়ন, তিনশ' টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তিনামা • ঋণের আবেদনপত্র, এক কপি ছবি, দায়বন্ধকরণপত্র ও অঙ্গীকারনামা প্রাপ্তিস্থান: উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয় ও বিআরডিবির ওয়েবসাইট (www.brdb.gov.bd)	সদস্য পাশবহি বাবদ ১৫/- টাকা (ব্যাংকে জমা)	৭-১৫দিন	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পল্লীভবন, উপজেলা পরিষদ
৭(ঘ)	অপ্রধান শস্য উৎপাদন উৎসাহিতকরণে দলের সদস্যদের কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে ৪% সুদে ঋণের যোগান (প্রকল্প এলাকার জন্য)	• ঋণের আবেদন গ্রহণ, যাচাই-বাছাই • উপজেলা কমিটির সভায় অনুমোদন • ঋণ প্রক্রিয়াকরণের জন্য কৃষিব্যাংক শাখায় অগ্রায়ন	কৃষি ব্যাংকের প্রচলিত ব্যবস্থা মোতাবেক আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র প্রাপ্তিস্থান: উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়	-	৭-১৫দিন	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পল্লীভবন, উপজেলা পরিষদ
৮	কারুপল্লী, কারুগৃহ, পল্লী রং ও পল্লী বাজারের মাধ্যমে সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের মার্কেটিং লিংকেজ	• সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্য উপজেলা পর্যায়ে সংগ্রহ • সদস্য কর্তৃক তার পণ্যের মূল্য নির্ধারণ • বিআরডিবির প্রদর্শনী/বিক্রয় কেন্দ্রে প্রেরণ • বিক্রয়কৃত মালামালের চেক সংগ্রহ ও সদস্যদের হাতে বিতরণ	-	-	১-১৫ দিন	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পল্লীভবন, উপজেলা পরিষদ।
৯	সুফলভোগীদের জন্য কৃষি ও অকৃষি পণ্য গুদামজাত করণ সেবা	• প্রাথমিক সমিতির সিদ্ধান্ত মোতাবেক সদস্যের মালামাল/পণ্য উপজেলা পর্যায়ে গুদামজাতকরণের জন্য গ্রহণ ও গুদামজাতকরণ • সদস্যের চাহিদামাফিক মালামাল/পণ্য সরবরাহ	• প্রাথমিক সমিতির সিদ্ধান্তের রেজুলিউশনের কপি • আবেদনপত্র (প্রাপ্তিস্থান: উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়) • মালামালের কোয়ালিটি সনদপত্র (সংশ্লিষ্ট দপ্তর কর্তৃক)।	ইউসিসিএ কর্তৃ কনির্ধারিত।	১-২দিন	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পল্লীভবন, উপজেলা পরিষদ।
১০	সুফলভোগী সদস্যদের কৃষি ও অকৃষিপণ্যের উৎপাদন কৌশল, উপযুক্ত প্রযুক্তি ও বিপণন বিষয়ে তথ্য ও পরামর্শ প্রদান	• সদস্যের সরাসরি উপজেলা দপ্তরে উপস্থিতি অথবা টেলিফোন/ইমেইল মারফত অথবা লিখিতভাবে সমস্যা প্রাপ্তি • উপজেলা দপ্তর থেকে সরাসরি অথবা টেলিফোন/ইমেইল মারফত অথবা লিখিতভাবে তথ্য ও পরামর্শ প্রদান	-	-	তাৎক্ষণিকঅথবা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ১-২দিন	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পল্লীভবন, উপজেলা পরিষদ
১১	অপ্রধান শস্য উৎপাদন উৎসাহিতকরণ সংক্রান্ত প্রদর্শনী প্লট/খামার স্থাপন	• প্রদর্শনী খামার স্থাপনের জন্য উপযুক্ত কৃষক বাছাই, উপযুক্ত জমি নির্বাচন; • কৃষি বিভাগের সহায়তায় ফসল নির্বাচন • খামার স্থাপন বাবদ বীজ, সার, সাইনবোর্ড প্রভৃতি প্রদান; • ফসল কর্তনের জন্য অর্থ/মজুরি প্রদান	-	-	১৫দিন	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পল্লীভবন, উপজেলা পরিষদ

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবী, ফোন ও ইমেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১২ (ক)	অচল গভীর নলকূপ মেরামতের মাধ্যমে সচলকরণ (প্রকল্পভুক্ত সমিতির স্কিমের ক্ষেত্রে)	• সমিতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ, মেরামত প্রাক্কলন প্রস্তুত এবং তা অনুমোদনের জন্য সদরদপ্তরে প্রেরণ ও অনুমোদন • মেরামত ব্যয়ের সমিতির অংশ বাবদ ১০% অর্থ ইউসিসিএ-তে জমা প্রদান • কার্যাদেশ প্রদান এবং ঠিকাদার কর্তৃক গভীর নলকূপ মেরামত • বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	• সমিতির রেজুলিউশনের কপি • মেরামত ব্যয়ের ১০% অর্থের চেক/জমার রশিদ (ব্যাংকে জমা)	-	৪সপ্তাহ	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পল্লীভবন, উপজেলা পরিষদ
১২ (খ)	সেচ সম্প্রসারণের আওতায় বিআরডিবি কর্তৃক স্থাপিত গভীর নলকূপের ব্যবস্থাপনা সহায়তা	• গভীর নলকূপ এলাকাভুক্ত কৃষক সমবায় সমিতির সেচব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের লক্ষ্যে সমিতি পর্যায়ে সভা আয়োজন • সেচ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন • কমিটিকে তথ্য, পরামর্শ ও সাংগঠনিক সহায়তাদান এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট টেকনিক্যাল সংস্থার সহায়তা গ্রহণ	-	-	তাৎক্ষণিক অথবা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ১-২ দিন।	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পল্লীভবন, উপজেলা পরিষদ
১৩	কৃষি ও অকৃষি খাতে সুফলভোগীদের মাঝে বিতরণকৃত ঋণ কিস্তি ভিত্তিতে আদায়	• মাঠকর্মী কর্তৃক সদস্যের পাশবহি ও সমিতির খতিয়ানে কিস্তির অর্থ এন্ট্রি প্রদান • ডাব্লিউসিএস-এ এন্ট্রি প্রদান এবং সমিতির সভাপতি/ম্যানেজারের স্বাক্ষর গ্রহণ • সমিতির সদস্যদের জমাকৃত কিস্তির অর্থ ব্যাংকে জমা • ব্যাংক রশিদের কপি সংশ্লিষ্ট সমিতির ম্যানেজার/সভাপতির নিকট হস্তান্তর	-	-	তাৎক্ষণিক/ একদিন	সংশ্লিষ্ট মাঠকর্মী পল্লীভবন, উপজেলা পরিষদ
১৪	বনায়ন ও বৃক্ষরোপণ	• বনবিভাগের নিকট চাহিদাপত্র প্রেরণ ও চারাসংগ্রহ • ঋণ বিতরণ ও বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠানের সময়সমবায়ী/উপকারভোগীদের হাতে চারা বিতরণ • রোপণ কৌশল ও পরিচর্যা বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন/পরামর্শ প্রদান	-	প্রতিটি চারাগাছ বিনামূল্যে/নামমাত্র মূল্যে (স্থানীয়ভাবে নির্ধারিত)	তাৎক্ষণিক	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পল্লীভবন, উপজেলা পরিষদ।
১৫	বিবিধ সামাজিক সমস্যা, স্যানিটেশন প্রভৃতি বিষয়ে এ্যাডভোকেসি সেবা	• সরাসরি উপজেলাদপ্তরে উপস্থিতি অথবা টেলিফোন/ইমেইল মারফত অথবা লিখিতভাবে সমস্যা গ্রহণ • সরাসরি অথবা টেলিফোন/ইমেইল মারফত অথবা লিখিতভাবে পরামর্শ প্রদান • বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে অধিবেশনের মাধ্যমে সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা	-	-	তাৎক্ষণিক	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পল্লীভবন, উপজেলা পরিষদ
১৬ (ক)	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (পিআরডিপি-৩) এর আওতায় গ্রাম কমিটির সভা (জিসিএম) আয়োজন	• মাসের নির্ধারিত দিনে সভা অনুষ্ঠানের বিষয়ে গ্রাম কমিটির সভাপতির সঙ্গে আলোচনা ও সে মতাবেক নোটিশ প্রদানে সহায়তা প্রদান • সদস্যদের উপস্থিতিতে গ্রাম পর্যায়ে নির্ধারিত স্থানে সভা আয়োজন	-	-	৩দিন	ইউনিয়ন ডেভেলপমেন্ট অফিসার সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবী, ফোন ও ইমেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৬ (খ)	পল্লী অঞ্চলে উন্নয়নমূলক বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্রস্কিম বাস্তবায়ন (পিআরডিপি-৩ প্রকল্পভুক্ত এলাকায়)।	• গ্রাম কমিটির সভায় স্কিম প্রণয়ন ও অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত। • ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় অনুমোদন ও ইউআরডিও'র নিকট প্রেরণ; • চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রকল্প সদরদপ্তরে প্রেরণ।	• ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রস্তুত; • প্রাক্কলিতব্যয়ের গ্রামবাসীর অংশবাবদ ১০% অর্থের চেক এবং ইউনিয়ন পরিষদের অংশের ২০% অর্থের চেক/ব্যাংক জমার রশিদ।	-	১৫দিন	ইউনিয়ন ডেভেলপমেন্ট অফিসার সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ
১৭	নাগরিক সেবা সম্পর্কিত তথ্য অলাইনে উন্মুক্তকরণ।	• বিআরডিবির ওয়েবসাইটের (www.brdb.gov.bd) মাধ্যমে নাগরিক সেবা সম্পর্কিত সকল ধরনের তথ্য ও পরিসংখ্যান, ফরম, চিঠিপত্র ও অন্যান্য ডকুমেন্ট প্রকাশ। • ওয়েবসাইট থেকে তথ্য ডাউনলোডের সুবিধা নিশ্চিতকরণ ।	-	-	সার্বক্ষণিক	উপপরিচালক (প্রোগ্রামিং) বিআরডিবি, ঢাকা
১৮	তথ্য অধিকার আইনের আওতায় বিআরডিবি সংক্রান্ত চাহিত/যাচিত তথ্য প্রদান।	• তথ্য অধিকার আইনের আওতায় চাহিত/যাচিত তথ্যের জন্য আবেদন গ্রহণ। • তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ।	নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র (প্রাপ্তিস্থান: অনলাইন)।	পৃষ্ঠা সংখ্যা অনুপাতে ফটোকপির মূল্য ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা (প্রতিপৃষ্ঠা২/- টাকা)	২০ কার্যদিবস/তথ্য অধিকার আইন মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে	উপপরিচালক (জনসংযোগ ও সমন্বয়) বিআরডিবি, ঢাকা

মে ২০১৬ মাসে বিআরডিবির সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পর্যালোচনা সভা

২. বিআরডিবির বিভাগীয় কার্যক্রম

বিআরডিবির সামগ্রিক কার্যক্রম পাঁচটি বিভাগের সমন্বয়ে পরিচালিত হয়ে থাকে। এছাড়াও মহাপরিচালকের নিজস্ব দপ্তর রয়েছে। বিভাগগুলো হলো- সরেজমিন বিভাগ, প্রশাসন বিভাগ, অর্থ ও হিসাব বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ ও প্রশিক্ষণ বিভাগ।

২.১ মহাপরিচালকের দপ্তর

বিআরডিবির সদরদপ্তর পল্লী ভবনের দ্বিতীয় তলায় মহাপরিচালকের দপ্তর অবস্থিত। এ দপ্তরে মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, একজন একান্ত সহকারী, একজন কম্পিউটার অপারেটর ও তিনজন অফিস সহায়ক মহাপরিচালকের সকল কাজে সহযোগিতা করে থাকেন। এছাড়া জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখাটি সরাসরি মহাপরিচালকের নিয়ন্ত্রণে কার্য সম্পাদন করে থাকে।

২.১.১ জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা

জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা মহাপরিচালকের নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশনা অনুসারে একজন উপপরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এ শাখা বোর্ডের পক্ষে বর্হিমুখী জনসংযোগ এবং বিআরডিবির বিভিন্ন বিভাগ/শাখার সাথে আন্তঃযোগাযোগ রেখে সার্বিক সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করে। জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা নিম্নবর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে-

- বিআরডিবির পরিচালনা পর্ষদের সভা আহবানে মহাপরিচালক মহোদয়কে সহায়তা, কার্যবিবরণী প্রণয়ন ও প্রেরণ;
- সদর দপ্তরের মাসিক সমন্বয় সভা, জেলার উপপরিচালকগণের সম্মেলন এবং জাতীয় ও অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সকল প্রকার সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়;
- সংবাদ মাধ্যমের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয় এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিআরডিবি সংক্রান্ত সকল প্রকার সংবাদ/তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;
- জাতীয় সংসদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব তৈরি ও প্রেরণ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন তৈরি ও প্রেরণ;
- মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যপত্র তৈরি, কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ ও তথ্য সংগ্রহ;
- তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য সরবরাহের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- বিআরডিবির অনলাইন নিউজলেটার 'বিআরডিবি ই-বুলেটিন' সম্পাদনা ও প্রকাশ।

৭ জুলাই ২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সদরদপ্তরে মাসিক সমন্বয় সভা

২.২ সরেজমিন বিভাগ

সরেজমিন বিভাগ বিআরডিবির মাঠ কার্যক্রম তদারকি, নীতিগত সহায়তা প্রদান ও মাঠ প্রশাসন তত্ত্বাবধান করে। এছাড়া বিআরডিবির মাঠ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার সাথে সমন্বয়সাধন করে থাকে। মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এ বিভাগের অন্যতম কাজ। দ্বি-স্তর সমবায় কার্যক্রম, মানব সংগঠন সৃষ্টি, মূলধন গঠন, ঋণ ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন সমাপ্ত প্রকল্প/কর্মসূচি সরেজমিন বিভাগের আওতায় পরিচালিত হয়।

৩টি অনুবিভাগ ও ৬টি শাখার মাধ্যমে সরেজমিন বিভাগের দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদিত হয়ে থাকে। অনুবিভাগ ৩টি হলোঃ (১) ঋণ, সমবায় ও বাজারজাতকরণ অনুবিভাগ, (২) সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প অনুবিভাগ এবং (৩) মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ। সমবায়, ঋণ ও বাজারজাতকরণ অনুবিভাগের আওতায় রয়েছে ঋণ শাখা, সমবায় শাখা, বাজারজাতকরণ শাখা ও সেচ শাখাসহ মোট ৪টি শাখা। সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প অনুবিভাগের আওতায় রয়েছে যথাক্রমে সম্প্রসারণ শাখা ও বিশেষ প্রকল্প শাখা। পরিচালক (সরেজমিন) সরেজমিন বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ৩টি অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ৩জন যুগ্মপরিচালক এবং ৬টি শাখার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ৬জন উপপরিচালক। এছাড়া মহিলা উন্নায়ন অনুবিভাগের অধীন আলাদা শাখা নাথাকলেও দুইজন উপপরিচালক দায়িত্ব পালন করেন। উপপরিচালকদের সহায়তা করার জন্য শাখাসমূহে রয়েছে সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ। সরেজমিন বিভাগের শাখা ভিত্তিক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

২.২.১ ঋণ, সমবায় ও বাজারজাতকরণ অনুবিভাগ

২.২.১.১ সমবায় শাখা

- সরেজমিন বিভাগের প্রশাসনিক ও সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- সমবায় আইন ও নীতিমালা মোতাবেক দ্বি-স্তর সমবায়ের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম তদারকি ও পরিবীক্ষণ;
- ইউসিসিএর কর্মচারি নিয়োগ, বেতন-ভাতা ও স্যালারী সার্পোট সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন;
- পল্লী উন্নয়ন পদকের মনোনীত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়নসহ জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন পদকের জন্য মনোনয়ন প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ;
- জেলা ও উপজেলার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা।

২.২.১.২ ঋণ শাখা

- সারাদেশে দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির আওতায় পরিচালিত ব্যাংক মাধ্যম, আবর্তক (কৃষি) ও ইউসিসিএর নিজস্ব তহবিল দ্বারা পরিচালিত ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা;
- বিআরডিবির বার্ষিক ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা প্রণয়ন;
- বিআরডিবির অভ্যন্তরীণ ঋণ সমন্বয় সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- প্রাথমিক সমবায় সমিতি ও উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সিমিতির মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সংযোগ সৃষ্টি;
- সুষ্ঠুভাবে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যাংক, বিআরডিবি, জেলা ও উপজেলা দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়সাধন;
- মাঠ পর্যায়ের সাথে বিআরডিবির বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়।

২.২.১.৩ বাজারজাতকরণ শাখা

- অবলুপ্ত প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৬৮টি গুদামঘরের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং ইউসিসিএর বিনিয়োগ কার্যক্রম সমন্বয় ও তদারকি করা;
- সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য সুষ্ঠুভাবে বাজারজাতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- সমাপ্ত কিন্তু কার্যক্রম চলমান ৩টি কর্মসূচির (সার বিতরণ ও ঋণ কার্যক্রম/এফএও, সরিষাবাড়ি পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প এবং অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি) কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

২.২.১.৪ সেচ শাখা

- কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত সেচ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকি ও সমন্বয়;
- সেচ কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনা, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রেরণ;
- সেচযন্ত্রের বিপরীতে সোনালী ব্যাংকের পাওনা বকেয়া ঋণ আদায় ও পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মাঠ পর্যায়ের গভীর নলকূপ পরিচালনা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত সেচ কার্যক্রম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প এবং টাঙ্গাইল জেলায় সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি ও সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ প্রকল্প (সমাপ্ত কিন্তু কার্যক্রম চলমান) বাস্তবায়ন;
- উপজেলাসমূহে নির্মিত জোড়াবাড়ির কার্যক্রম তদারকি।

২.২.২ সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প অনুবিভাগ

২.২.২.১ সম্প্রসারণ শাখা

- বিআরডিবিভূক্ত সমবায়ীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন- বৃক্ষরোপণ, মৎস্য চাষ, উন্নত চুল্লী স্থাপন, জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপন, পশুপাখির টিকাদান ও বিভিন্ন সামাজিক সচেতনামূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন;
- রাজস্ব বাজেটের আওতায় পরিচালিত বিআরডিবির সবচেয়ে বড় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক) ও গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সদরদপ্তর, জেলা ও উপজেলার মধ্যে সমন্বয়সাধনসহ অন্যান্য কার্যক্রম।

২.২.২.২ বিশেষ প্রকল্প শাখা

- সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের জন্য 'কন্টাক্ট সেল' হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের যাবতীয় নথিপত্র, মালামালের হিসাব ও দলিলপত্র সংরক্ষণ;
- অবলুপ্ত/সমাপ্ত প্রকল্পের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ;
- মবিকেউস, দুপউস, দুএদাবি, গ্রামউক ও গ্রামউকসকসহ ৫টি সমাপ্ত অথচ কার্যক্রম চলমান কর্মসূচি বাস্তবায়ন;
- সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সদরদপ্তর, জেলা ও উপজেলার মধ্যে সমন্বয়সাধন।

২.২.৩ মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ

নারী ক্ষমতায়ন তথা উৎপাদন ও উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারীদের যুক্ত করার লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালে গ্রামীণ মহিলাদের উন্নয়নের জন্য CIDA ও বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বিআরডিবির অধীনে 'গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা পরিকল্পনা জোরদারকরণ' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত ৪ টি পর্যায়ের সফল বাস্তবায়নের পর ১ জানুয়ারী ১৯৯৭ সাল থেকে রাজস্ব বাজেটের থোক বরাদ্দের মাধ্যমে কর্মসূচি আকারে মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। ২০০৪ সাল থেকে বিআরডিবির মূল কাঠামোর আওতায় ১৩০ টি উপজেলায় মহিলা উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কার্যক্রমঃ

- মহিলা সমবায় সমিতি গঠনপূর্বক সদস্যদের নিজস্ব পুঁজি গঠনে সহায়তা করা;
- মহিলাদের আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের জন্য ঋণ সহয়তা তদারকি;
- প্রসূতি মায়ের সেবা ও শিশু পরিচর্যা এবং প্রাথমিক চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সহায়তা করা;
- সামাজিক স্তর বিন্যাসে বিশেষ করে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নারীর অংশ গ্রহণ ও নেতৃত্ব সৃষ্টি;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা।

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সরেজমিন বিভাগের কার্যক্রম

বাস্তবায়িত প্রকল্প/ কর্মসূচির সংখ্যা	মানব সংগঠন সৃষ্টি			সদস্য অন্তর্ভূক্তি			মূলধন গঠন (লক্ষ টাকায়)			ঋণ কার্যক্রম (কোটি টাকায়)				ঋণ গ্রহিতা সদস্য			সম্প্রসারণ কার্যক্রম				
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	শেয়ার	সঞ্চয়	মোট	বছরে বিতরণ	বছরে আদায়	ক্রমঃ বিতরণ	ক্রমঃ আদায়	পুরুষ	মহিলা	মোট	বৃক্ষরোপণ	মৎস্য চাষ	উন্নত চুল্লী স্থাপন	জলাঃ পায়ঃ স্থাপন	পশু-পাখির টিকা দান
১৯ টি	২৮১ টি	১৭১ টি	৪৫২ টি	৯৩১৯ জন	১১১১২ জন	২০৪৩১ জন	৬৬১.৫৪	১৮৩২.৮৩	২৪৯৪.৩৭	৪৫৯.০৮	৪৩৭.৬৬	৫৬৪১.৪৯	৪৯৫৭.০১	১৮৩৬০	৪৪৫২৩	১৯৪০৫	৫০.৩৮ লক্ষ	১৯.৪০ লক্ষ	৮৯৮টি	৩৮,০৯০ টি	২.৯৮ লক্ষ

২.৩ প্রশাসন বিভাগ

প্রশাসন বিভাগের অন্যতম কাজ হলো বিআরডিবির সাংগাঠনিক কাঠামোর আওতায় মানবসম্পদ পরিকল্পনা (Human Resource Planning) প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা। পদ সৃজন, নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, সিলেকশন গ্রেড/টাইমস্কেল প্রদান, চাকরি স্থায়ীকরণ, মন্ত্রণালয়ে প্রশাসনিক বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রেরণ ইত্যাদি কার্য সম্পাদন ইত্যাদি প্রশাসন বিভাগের আওতায় সম্পাদিত হয়ে থাকে। এ বিভাগে একটি অনুবিভাগের আওতায় পার্সোনেল শাখা ও সাধারণ পরিচর্যা শাখা নামে ২টি শাখা রয়েছে। পরিচালক (প্রশাসন) বিভাগের প্রধান এবং একজন যুগ্মপরিচালকের অধীনে দুইজন উপপরিচালক দুইটি শাখার দায়িত্ব পালন করেন। উপপরিচালকদের সহায়তা করার জন্য শাখাসমূহে রয়েছে সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ। প্রশাসন বিভাগের শাখা ভিত্তিক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

২.৩.১ পার্সোনেল শাখা

- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি, চাকুরি স্থায়ীকরণ ও গ্রেডেশন তালিকা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের টাইমস্কেল, সিলেকশন গ্রেড ও উচ্চতর গ্রেড প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- আইন, চাকুরি প্রবিধানমালা সংক্রান্ত খসড়া প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- প্রশাসনিক বিন্যাস, পদ সৃজন প্রভৃতি মন্ত্রণালয়ের সাথে পত্রযোগাযোগ;
- জনবল সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রণয়ন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থায় প্রেরণ;
- বিভাগীয় মামলা দায়ের ও নিষ্পত্তিকরণ এবং আদালতে বিআরডিবির পক্ষে মামলা ও আপীল কার্যক্রম পরিচালনা;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের শিক্ষা, বিদেশ ভ্রমণ, ছুটি, পেনশন সংক্রান্ত আদেশ জারি;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন ও চাকুরিকালীন তথ্য সংগ্রহ;
- কল্যাণ তহবিল, পরিবার নিরাপত্তা তহবিল, গোষ্ঠীবীমা সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন।

২.৩.২ সাধারণ পরিচর্যা শাখা

- সকল মুদ্রণ কাজ ও সরবরাহ, মনিহারী দ্রব্য, আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি মেরামত ও সংরক্ষণ;
- কর্মচারিবৃন্দের বাৎসরিক লিভারিজ সরবরাহ, বিভিন্ন ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত টেন্ডার কমিটির সভা আয়োজন;
- বিআরডিবির কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের গৃহনির্মাণ ও মোটরসাইকেল ক্রয় ঋণ প্রক্রিয়াকরণ;
- কর্মকর্তাবৃন্দের দাপ্তরিক টেলিফোন সংযোগ, অফিস কক্ষ বরাদ্দ, পানি ও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ;
- পল্লীভবনের কক্ষ ভাড়া প্রদানসহ পল্লীকানন আবাসিক কমপ্লেক্সের বাসা বরাদ্দ/বাতিল ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- সদর দপ্তরের ক্রয় বিক্রয় ও জেলা দপ্তরের বাড়িভাড়া সংক্রান্ত প্রশাসনিক অনুমোদন;
- বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের যানবাহন ক্রয়, মেরামত, জ্বালানী সরবরাহ ও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের মধ্যে যানবাহন বরাদ্দ প্রদান।

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে প্রশাসন বিভাগের কার্যক্রম

পদ সৃজন	নিয়োগ	পদোন্নতি	সিলেকশন গ্রেড প্রদান	চাকুরি স্থায়ীকরণ	বিভাগীয় মামলা দায়ের	বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি	পিআরএল আদেশ জারী	পেনশন নিষ্পত্তি	গৃহ নির্মাণ ঋণ বরাদ্দ	মোটর সাইকেল ক্রয় ঋণ বরাদ্দ	যানবাহন ক্রয়
৫১১ টি	জন	১৪২ জন	১৩২ জন	১৮ জন	২টি	৩টি	১৪৬ জন	২টি	৪৪ জন	৪ জন	২ টি জীপ গাড়ী

২.৪ অর্থ ও হিসাব বিভাগ

অর্থ ও হিসাব বিভাগের মাধ্যমে বিআরডিবির আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি পরিচালিত হয়। বিভাগের অধীন (১) অর্থ ও হিসাব অনুবিভাগ ও (২) নিরীক্ষা ও পরিদর্শন নামে ২টি অনুবিভাগ রয়েছে। অর্থ ও হিসাব অনুবিভাগের অধীন রয়েছে (ক) অর্থ ও বাজেট শাখা এবং (খ) হিসাব শাখা। নিরীক্ষা ও পরিদর্শন অনুবিভাগের অধীন (ক) নিরীক্ষা শাখা ও (খ) পরিদর্শন শাখা। বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন পরিচালক (অর্থ) এবং ২টি অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন দুইজন যুগ্মপরিচালক। চারটি শাখার প্রধান চারজন উপপরিচালক। উপপরিচালকদের সহায়তা করেন সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ। এ বিভাগের শাখা ভিত্তিক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

২.৪.১ অর্থ ও হিসাব অনুবিভাগ

২.৪.১.১ অর্থ ও বাজেট শাখা

- বিআরডিবির রাজস্ব খাতের বার্ষিক ও সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন, অর্থ ছাড় ও বাজেট নিয়ন্ত্রণ;
- বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের অর্থ ছাড় করা;
- বিআরডিবির অপারেশনাল ইউনিটসমূহের বার্ষিক/সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন ও অর্থ ছাড়;
- জেলা দপ্তরসমূহের আবর্তক (কৃষি) ও সদাবিকের পরিচালন ব্যয়ের অংশ হতে ব্যয়ের বাজেট প্রক্রিয়াকরণ;
- বাজেট বরাদ্দের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয়।

২.৪.১.২ হিসাব শাখা

- বিআরডিবির বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী রাজস্ব খাত এবং মূলধনী খাতের সকল ধরনের আর্থিক লেনদেন সম্পাদন;
- সদরদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের (পিআরএলগামীসহ) নিয়মিত বেতন ভাতা প্রদান;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের জিপিএফ, কর্মচারি কল্যাণ তহবিল, কর্মচারি পরিবার নিরাপত্তা তহবিল ও গোষ্ঠী বীমা সংক্রান্ত সকল লেনদেন সম্পাদন ও হিসাব সংরক্ষণ;
- ছুটি নগদায়ন, ভবিষ্য তহবিলের পাওনা, অবসরভোগীদের পেনশন দাবী, এককালীন আনুতোষিক পরিশোধ;
- বিআরডিবির স্থায়ী আমানতসমূহ পরিচালনা।

২.৪.২. নিরীক্ষা ও পরিদর্শন অনুবিভাগ

২.৪.২.১ নিরীক্ষা শাখা

- বিআরডিবির অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাসূচি প্রণয়ন, নিরীক্ষা সম্পাদন, প্রতিবেদন প্রকাশ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ;
- স্থানীয় ও রাজস্ব অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ব্রডশিট জবাব প্রেরণ;
- অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বিপক্ষীয়/ত্রিপক্ষীয় সভার আয়োজন;
- অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের বেতন নির্ধারণ (জাতীয় বেতন স্কেল, সিলেকশন গ্রেড, টাইম স্কেল, পদোন্নতি প্রভৃতি)।

২.৪.২.২ পরিদর্শন শাখা

- পরিদর্শন কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে নীতিমালা ও ছক প্রণয়ন;
- সদরদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান ও সংরক্ষণ;
- জেলা উপপরিচালকদের ভ্রমণ বিবরণী পর্যালোচনা, অনুমোদন ও অনুমোদিত বিল প্রেরণ;
- জেলা ও উপজেলা দপ্তর পরিদর্শন।

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে অর্থ ও হিসাব বিভাগের কার্যক্রম (লক্ষ টাকায়)

২০১৫-২০১৬ বছরে অনুদান প্রাপ্তি			জিপিএফ				পরিবার নিরাপত্তা তহবিল		কল্যাণ তহবিল		অবসর ভাতা		অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি		পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা	জেলার ডিডিদের ভ্রমণ বিবরণী অনুমোদন
রাজস্ব	মূলধনী	মোট	জমা	পরিশোধ	ঋণ বিতরণ	ঋণ আদায়	জমা	পরিশোধ	জমা	পরিশোধ	জমা	পরিশোধ	অভ্যন্তরীণ	স্থানীয় ও রাজস্ব		
১৭৫৬৩.২৭	২১০.০০০	১৭৭৭৩.২৭	৮৮৭.৪২	৪২৭.৮৭	৪০৪.৯৫	৩৫৮.৫৯	৩০.৪৬	২৯.৩৩	৫৭.৫৪	৪২.০৩	৫২০৯.০৬	৫২৩৩.১৮	১৫৭টি	৭৬টি	১৯টি	৭৮০টি

২.৫ পরিকল্পনা বিভাগ

পরিকল্পনা বিভাগের মাধ্যমে বিআরডিবির ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ও প্রকল্প/কর্মসূচির প্রস্তাবনা তৈরি, চলমান প্রকল্পসমূহের যথাযথ মনিটরিং, গবেষণা ও মূল্যায়ন করা, আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সকল প্রকার ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ/মেরামত/সংস্কার সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়। বিভাগের অধীন ২টি অনুবিভাগ ও ৫টি শাখা রয়েছে। অনুবিভাগ ২টি হলোঃ (১) গবেষণা, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগ ও (২) পরিকল্পনা অনুবিভাগ। বিভাগের আওতায় শাখা ৫টি হলো (ক) পরিকল্পনা শাখা (খ) গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা (গ) পরিবীক্ষণ শাখা (ঘ) প্রোগ্রামিং শাখা ও (ঙ) নির্মাণ শাখা। বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন পরিচালক (পরিকল্পনা) এবং ২টি অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন দুইজন যুগ্মপরিচালক। শাখাসমূহের প্রধান হিসেবে উপপরিচালকগন দায়িত্ব পালন করেন। উপপরিচালকদের সহায়তা করার জন্য প্রতিটি শাখায় রয়েছে সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ। পরিকল্পনা বিভাগের শাখা ভিত্তিক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

২.৫.১ পরিকল্পনা শাখা

রূপকল্প ও সমসাময়িক উন্নয়ন নীতি ও কৌশলের সাথে সংগতি রেখে বিআরডিবির প্রাতিষ্ঠানিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এ শাখার প্রধান কাজ। এ কর্মধারার প্রধান অংশ হচ্ছে-

- উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি, টিপিটি, আরডিপিপি, আরটিপিপি, পিডিপিপি ও প্রকল্প সারসংক্ষেপ প্রণয়ন ও প্রণীত প্রস্তাবসমূহ প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ বা কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয়সাধন;
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি), সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) ও মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) প্রণয়ণ করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ও সমন্বয়;
- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাথে বিআরডিবির বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির খসড়া প্রণয়ন ও চুড়ান্তকরণ;
- মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, ইআরডি, উন্নয়ন সংস্থা ও সহযোগী দেশের প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়;
- সরকারের চাহিদা অনুযায়ী জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে (যেমন- আইন, বিধি, নীতিমালা ইত্যাদি) মতামত প্রদান।

২.৫.২ গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা

- বিআরডিবির বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির কার্যক্রম মূল্যায়ন;
- বিআরডিবির কর্মকান্ড ভিত্তিক ছোট পরিসরে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
- বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত, সম্পাদনা ও প্রকাশ;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক সময়ে সময়ে যাচিত তথ্য প্রেরণ;
- বিআরডিবির সদরদপ্তরে TQM সেল এর Focal point হিসেবে কাজ করা;
- KOICA - বিআরডিবির সহযোগিতামূলক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়নে সহায়তা।

২.৫.২.১ লাইব্রেরি

বিআরডিবির লাইব্রেরি গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। লাইব্রেরির কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- পল্লী উন্নয়নসহ বিভিন্ন প্রকার বই-পুস্তক, জার্নাল, প্রতিবেদন ও অন্যান্য পাঠোপকরণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ;
- বিভাগীয় পাঠকসহ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকদের গ্রন্থাগার সেবা প্রদান;
- বিআরডিবির বার্ষিক প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রকাশনা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থাসমূহে প্রেরণ।

২.৫.৩ পরিবীক্ষণ শাখা

- বিআরডিবির সার্বিক কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;
- বিআরডিবির কার্যক্রমের তথ্য সম্বলিত নিয়মিত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সংরক্ষণ;
- বিআরডিবির কার্যক্রমের কাংখিত লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিতকরণে কর্তৃপক্ষকে তথ্য সহায়তা প্রদান;
- নির্ধারিত ফরম্যাট ও সময়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক যাচিত প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করা;
- এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমুহের সার্বিক অগ্রগতি মনিটরিং, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও পর্যালোচনা সভা আয়োজন।

মনিটরিং নেটওয়ার্ক

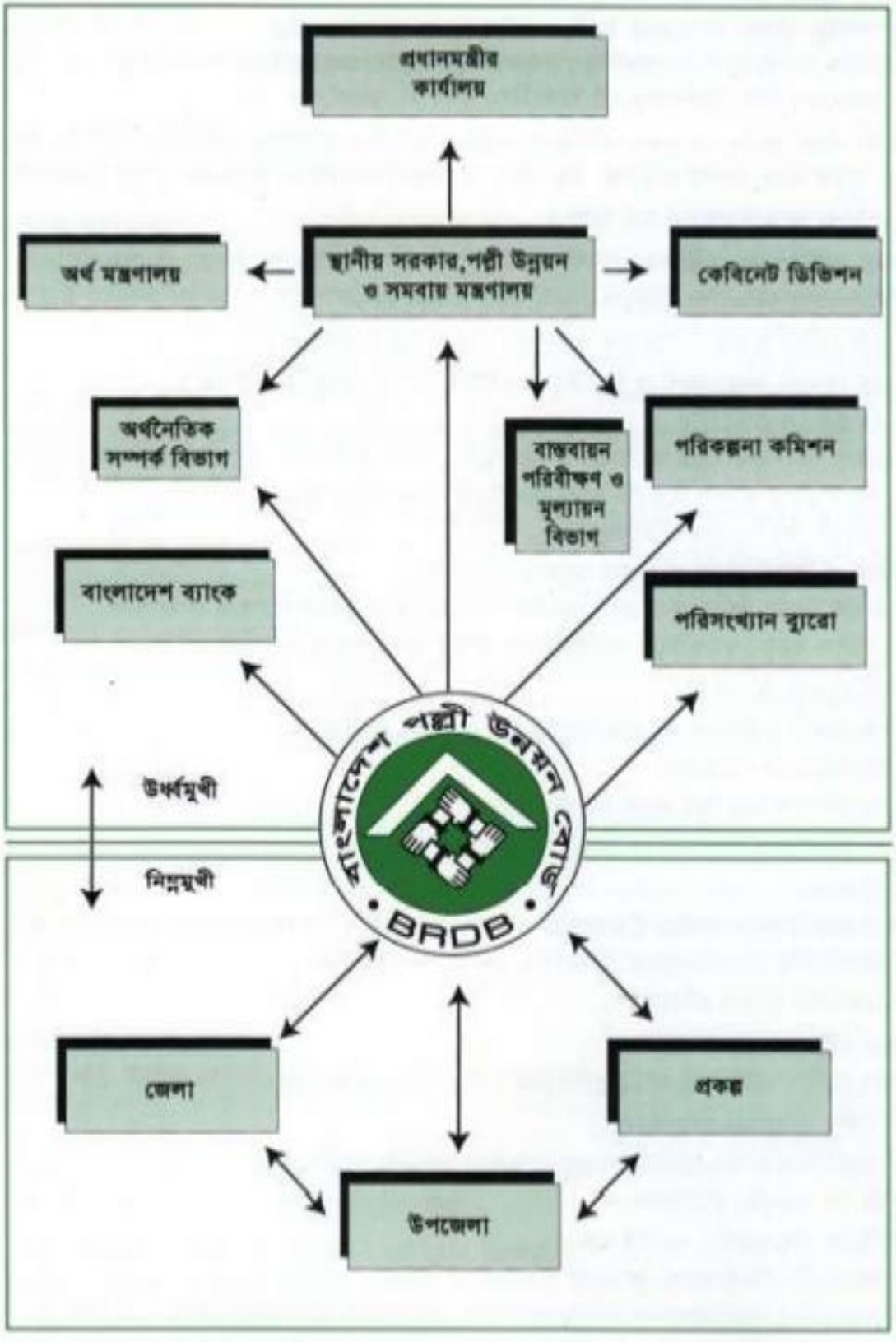
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
অর্থ মন্ত্রণালয়
কেবিনেট ডিভিশন
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন
বাংলাদেশ ব্যাংক
পরিসংখ্যান ব্যুরো
উর্ধ্বমুখী
নিম্নমুখী
BRDB
জেলা
প্রকল্প
উপজেলা

২.৫.৪ প্রোগ্রামিং শাখা

- তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা (হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, মানব সম্পদ) ;
- বিআরডিবির ওয়েবসাইট (Interactive) ব্যবস্থাপনা;
- সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ঘোষণার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিআরডিবির তথ্য প্রযুক্তি কার্যক্রম পরিচালনা;
- এমআইএস ব্যাবস্থাপনার মাধ্যমে বিআরডিবির কার্যক্রমের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য পরিবীক্ষণ শাখাকে সরবরাহ করা;
- সার্ভিস ইনোভেশনের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- বিআরডিবির তথ্য প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন।

২.৫.৫ নির্মাণ শাখা

- বিআরডিবির রাজস্ব বাজেট ও উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে সকল ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন;
- ভবিষ্যত প্রকল্পসমূহের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত নক্সা প্রস্তুত ও ব্যয় প্রাক্কলন।

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগের কার্যক্রম

প্রকল্প প্রণয়ন			প্রকল্প অনুমোদন	বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ	লাইব্রেরি সেবা প্রদান	কম্পিউটার সরবরাহ	কম্পিউটার যন্ত্রাংশ সরবরাহ	পল্লীভবন মেরামত	ই-নথি পদ্ধতি চালু	উদ্ভাবনী আইডিয়া গ্রহণ	গভীর নলকূপ মেরামত
ডিপিপি	আরডিপিপি	ধারণাপত্র									
৫টি	-	-	১টি	২০১৪-১৫ সনের বাংলা ও ইংরেজী	১২৪৮ জন	৪২টি	৩৮৩ টি	১১টি	সদরদপ্তরের ২৫টি শাখা	১২ টি	৪৫টি

আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত সদস্যবৃন্দ

২.৬ প্রশিক্ষণ বিভাগ

প্রশিক্ষণ বিভাগ যুগোপযুগী মানব সম্পদ তৈরির জন্য বিআরডিবির সকল কর্মকর্তা/কর্মচারিসহ মাঠ পর্যায়ের উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ আয়োজনের লক্ষ্যে বাজেট প্রণয়নসহ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা/নির্দেশনা দিয়ে থাকে। এছাড়া বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত কর্মকতা মনোনয়ন ও এ সম্পর্কিত দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদন এবং বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক সেমিনার ও কর্মশালা এ বিভাগ কর্তৃক আয়োজন করা হয়। পরিচালক (প্রশিক্ষণ) এর নেতৃত্বে এ বিভাগ পরিচালিত হয়। পরিচালককে সহায়তা করার জন্য রয়েছে একজন উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ। বিআরডিবির আওতায় বর্তমানে তিনটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ বিভাগের অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কর্মকর্তা/কর্মচারি									উপকারভোগী (জন)			বিদেশ প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা/কর্মচারি	**বছরে মোট**	সেমিনার সংখ্যা	কর্মশালার সংখ্যা
বুনিয়াদি	দক্ষতা উন্নয়ন	কম্পিউটার	ই-ফাইলিং	রিফ্রেসার্স	প্রশিক্ষণ কর্মশালা	শেয়ারিং সেশন	অন্যান্য	মোট	দক্ষতা উন্নয়ন	মানবিক উন্নয়ন	মোট				
২০৯	২৩	১২০	৪০	৬০	৪৯৫	১০০	০৩	১০৫০	১২২০৪৬	৯৮০১৭	২২০০৬৩	১৪ জন	**২২১১৩**	-	-

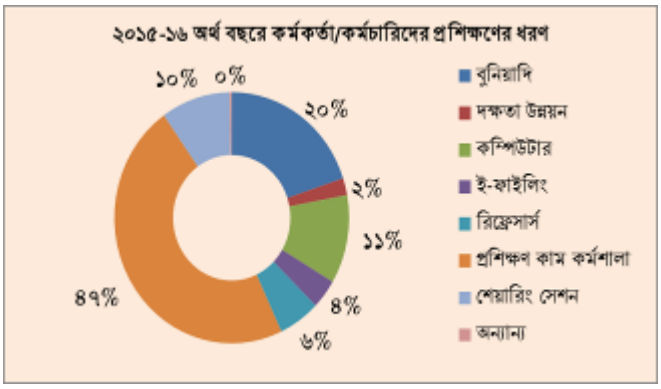

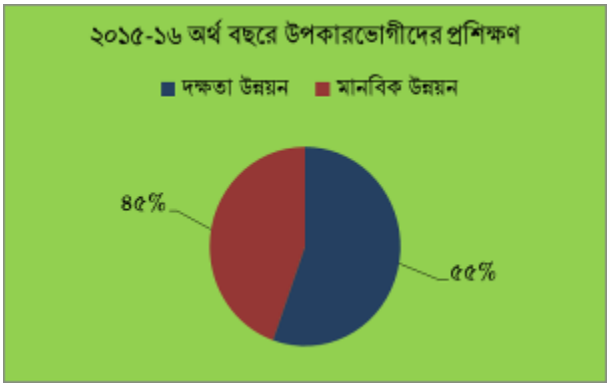

রংপুরে হস্তশিল্প সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে ব্যস্ত বিআরডিবির সদস্যবৃন্দ

২.৬.১ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ

২.৬.১.১ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই), সিলেট

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই) পল্লী উন্নয়ন সেক্টরে দেশের প্রাচীনতম প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি ও গবেষণামূলক কাজে ভূমিকা পালন করে চলেছে। স্বাধীনতাপূর্বকালে গ্রাম উন্নয়নের জন্য প্রণীত ভি-এইড কর্মসূচির কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠানটির জন্ম। স্বাধীনতার পর পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের গুরুত্ব বৃদ্ধি ও সম্প্রসারিত হওয়ায় স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ১৯৭৪ সালের মে মাসে ইনস্টিটিউটকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের পূর্বসূরি সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির (আইআরডিপি) নিকট হস্তান্তর করে। পরবর্তীতে ১৯৯২ সনে এটিকে বিআরডিবির অধীনে জাতীয় পর্যায়ের ইনস্টিটিউটের মর্যাদা দিয়ে নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই)'।

বিআরডিটিআই একাডেমিক ভবন

বিআরডিটিআই'র অবস্থান

সিলেট জেলা সদর হতে ৮ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণে খাদিমনগরে সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের উত্তর পার্শ্বে ১০.৬২ একর জমির উপর নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক পরিবেশে বিআরডিটিআই অবস্থিত। ইনস্টিটিউটের আশপাশে রয়েছে কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই), বিসিক শিল্পনগরী, মৎস্য খামার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খাদিম টি এস্টেট, সিলেট সদর উপজেলা পরিষদ এবং প্রখ্যাত সুফি সাধক হযরত শাহ্ পরানের (রঃ) মাজার শরীফ।

বিআরডিটিআই'র বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা

একাডেমিক ভবন: বিআরডিটিআই'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের কেন্দ্রস্থল দ্বি-তলবিশিষ্ট আধুনিক প্রশাসনিক-কাম-একাডেমিক ভবন। এর নিচতলায় কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দের ৩৫টি *অফিসক্ষ* ও ০১টি অনুষদ সভাকক্ষ অবস্থিত। দ্বিতীয় তলায় রয়েছে ৪টি শ্রেণীকক্ষ, যার প্রতিটির সঙ্গে একটি করে সিন্ডিকেট কক্ষ আছে। এছাড়া রয়েছে আধুনিক প্রশিক্ষণ সামগ্রী সংরক্ষণাগার এবং পিএ সিস্টেম সম্বলিত ১০০ আসনবিশিষ্ট একটি সম্মেলন কক্ষ। এগুলো সম্পূর্ণভাবে মাল্টিমিডিয়া, সাউন্ড সিস্টেম ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ সুবিধার আওতায় রয়েছে। বিআরডিটিআই একাডেমিক ভবন একসঙ্গে পাঁচটি ব্যাচে ২৪০ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদানে সক্ষম।

বিআরডিটিআই লাইব্রেরি *বিআরডিটিআই অডিটোরিয়াম*

প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট বিআরডিটিআই'র অন্যান্য সুবিধা: প্রায় ১০ হাজার পাঠ্যসামগ্রী সম্বলিত বিআরডিটিআই লাইব্রেরি এবং আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব একাডেমিক ভবনের দোতলায় অবস্থিত। ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য চারটি হোস্টেলে ১৬২ জনের থাকার ব্যবস্থা আছে। দ্বিতল বিশিষ্ট মডার্ন ক্যাফেটারিয়ার দুটি হলে একসঙ্গে ৩৫০ জনকে খাবার পরিবেশন করা যায়। বিনোদনের জন্য রয়েছে টেলিভিশন ও খেলাধুলার উপকরণ সমৃদ্ধ তিনটি কমনরুম। জুলাই, ২০০৭ সনে ৬০০ আসনবিশিষ্ট একটি অত্যাধুনিক অডিটোরিয়াম বিআরডিটিআই-এর সুবিধাদিকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। অডিটোরিয়ামের সুবিধাদির মধ্যে রয়েছে সার্বক্ষণিক জেনারেটর, আধুনিক শব্দ ও আলোক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রীয়ভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। এছাড়া বিআরডিটিআই জামে মসজিদে প্রায় ১৫০ জন মুসল্লী একসঙ্গে নামাজ আদায় করতে পারেন। ইনস্টিটিউটের কেন্দ্রস্থলে প্রায় দুই একর আয়তনের পুকুর রয়েছে। কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দের আবাসিক ভবনগুলোও ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে অবস্থিত।

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে বিআরডিটিআই'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলোর কয়েকটি মুহূর্ত

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে বিআরডিটিআই'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

বিআরডিটিআই মূলতঃ বিআরডিবির বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারি ও সুফলভোগীদের পল্লী উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও আইজিএ-নির্ভর বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। এখানে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, রিফ্রেসার্স কোর্স, পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত 'বিআরডিটিআই-সংযুক্তি কোর্স এবং অন্যান্য সংক্ষিপ্ত কোর্স উপলক্ষ্যে বিআরডিবির কর্মকর্তা-কর্মচারি ও সুফলভোগী এবং জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম), বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), বিসিএস প্রশাসন একাডেমী, বিয়াম ফাউন্ডেশন, বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয় হতে বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসের কর্মকর্তা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সরকারি কর্মকর্তাগণ নিয়মিত আগমন করে থাকেন।

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে বিআরডিটিআই মোট ৩,১৭৮ জন প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে, তন্মধ্যে বিআরডিবির বিভাগীয় প্রশিক্ষণার্থী ছিল ৭৭৬ জন (২৪%)। বিআরডিবির বিভাগীয় প্রশিক্ষণগুলোর মধ্যে ০৬টি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে মোট ২৫৪ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া 'পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ' বিষয়ক ইনস্টিটিউটের নিজস্ব মডিউলের অধীনে বিপিএটিসি ও বিসিএস প্রশাসন একাডেমী হতে আগত বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তা এবং অন্যান্য সংস্থার ক্যাডার ও নন-ক্যাডার কর্মকর্তাসহ সর্বমোট ৯৮২ জন (৩১%) কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৪২০ জন প্রশিক্ষণার্থী (৪৫%) ছিল এনজিও এবং অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারি/সুফলভোগী।

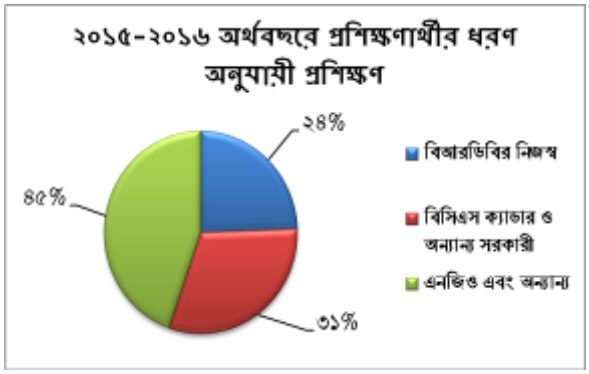

বিআরডিটিআই সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুনঃ http://www.brdti.brdb.gov.bd/

২.৬.১.২ নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

পরিচিতিঃ নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি (এনআরডিটিসি) ডানিডার অর্থায়নে নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ এর আওতায় ১৯৮৭ সালে নোয়াখালী জেলা শহরের প্রাণকেন্দ্র মাইজদীতে ০.৮৭ একর জামির উপর নির্মিত হয়। ১৯৯২ সালে নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প -২ সমাপ্ত হলে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ১৯৯৫ সাল থেকে বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লী দারিদ্র্য সমবায় সহায়তা প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ২০০১ সাল হতে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক) এর নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এনআরডিটিসি প্রতিষ্ঠাকালীন থেকে গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে চলেছে। এছাড়াও এখানে বুক কিপিং, প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ, নারী ক্ষমতায়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি, ওরিয়েনটেশন কোর্স, রিফ্রেসার্স কোর্সসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধাঃ দ্বি-তল বিশিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিতে ৪০ আসনবিশিষ্ট ২টি শ্রেণী কক্ষ, ১০০ আসনবিশিষ্ট অডিটোরিয়াম, ৫০ আসন বিশিষ্ট ডাইনিং হল, ২টি ফেসিলিটেটর কক্ষ ও ৮০ জন প্রশিক্ষণার্থীর আবাসিক ব্যবস্থা রয়েছে।

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ ৫টি ব্যাচে ১৯০ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ কাম কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

২.৬.১.৩ টাঙ্গাইল মহিলা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ডব্লিউটিআই)

টাঙ্গাইল মহিলা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ১৯৮৪ সালে জার্মান কারিগরী সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৭ সালে মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটি বিআরডিবির মহিলা কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত হয়। জুলাই ২০০৫ সালে প্রকল্প মেয়াদকালের জন্য এটি বিআরডিবি-জাইকার যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত পিআরডিপি প্রকল্পের নিকট ন্যস্ত করা হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানটি লিংক মডেল ট্রেনিং সেন্টার (এলএমটিসি) হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। লিংক মডেল ট্রেনিং সেন্টারটি রাজধানী ঢাকা হতে ১০০ কিলোমিটার দূরে টাঙ্গাইল জেলা শহরের নতুন বাস টার্মিনাল হতে ২০০ মিটার উত্তরে দেওলাতে টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ মূল সড়কের পাশে বৃক্ষরাজি পরিবেষ্টিত ৩.১৬৮ একর জমির উপর স্থাপিত।

এখানে পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের প্রশিক্ষণ ছাড়াও প্রকল্পভূক্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং বিআরডিবির সুবিধাভোগীদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠানটিতে সুফলভোগীদের যে সকল বিষয়ের উপর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সেগুলি হলোঃ দর্জিবিদ্যা, ব্লক, বাটিক, এমব্রয়ডারী, হাঁস-মুরগী ও পশু পালন, সবজি চাষ, নার্সারী ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে টাঙ্গাইল মহিলা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে একটি প্রশিক্ষণ সেশন

প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানটি একটি দ্বি-তল ভবন বিশিষ্টি একটি আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ভবনে মোট ২৩টি কক্ষ আছে। এখানে ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণের সুবিধা সম্বলিত একটি কক্ষ ও সমমাপের অফিস কক্ষ রয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের থাকার জন্য ১০টি আবাসিক কক্ষ রয়েছে যেখানে মোট ২০জন প্রশিক্ষণার্থী অবস্থান করতে পারে। এছাড়া এখানকার ডাইনিং এ একসঙ্গে ৩০ জন খাওয়ার সুব্যবস্থা রয়েছে।

২০০৫-০৬ সাল থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানটিতে বিভিন্ন বিষয়ে সর্বমোট ৫৫৬২ জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

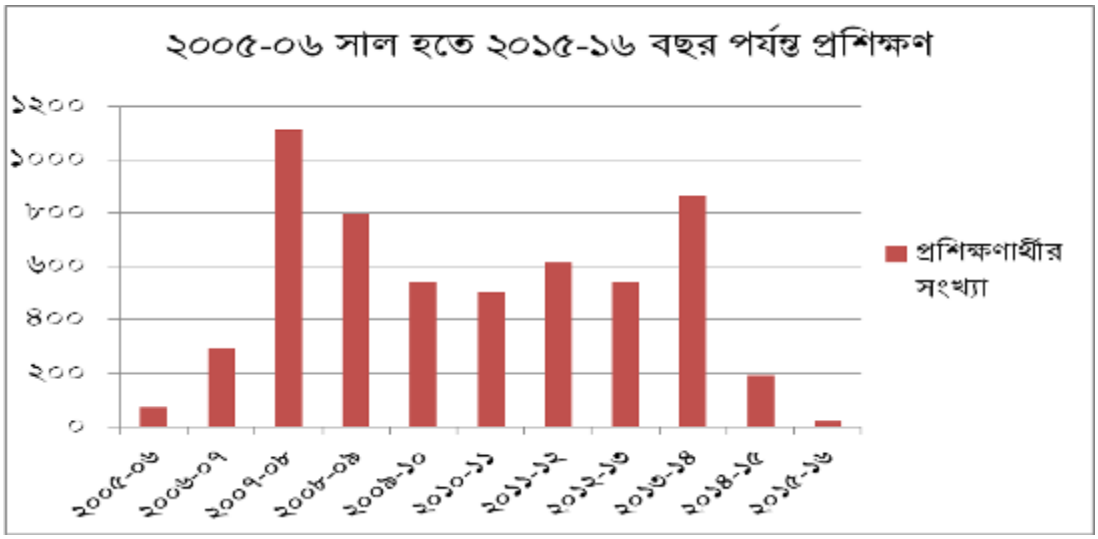

৩. দৃষ্টিপাত ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর

৩.১ ২০১৫ - ২০১৬ অর্থবছরে প্রধান অর্জনসমূহ

২০১৫-২০১৬ : অর্জন

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মূল্যায়ন
অসাধারণ

মানব সংগঠন সৃষ্টি
৪২৯১ টি

সদস্য অন্তর্ভুক্তি
১৬৫০০৭ জন

শেয়ার মূলধন
৭৭০.৫৮ লক্ষ টাকা

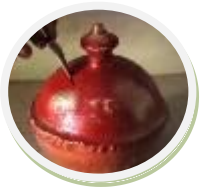

সঞ্চয় জমা
৪৭৯১.৪৬ লক্ষ টাকা

ঋণ বিতরণ
১০৬৫.১৪ কোটি টাকা

ঋণ আদায়
৯৯৭.৪৮ কোটি টাকা

ঋণ গ্রহিতা
৪৮৮২২১ জন

উপকারভোগী প্রশিক্ষণ
২২০০৬৩ জন

বৃক্ষরোপণ
৫০.৩৮ লক্ষ টি

গভীর নলকূপ মেরামত
১০৫ টি

৩.২ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

'রূপকল্প ২০২১' এর যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য একটি কার্যকর, দক্ষ এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য হিসেবে গণ্য হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিন বছরের প্রধান অর্জন, সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনাপূর্বক ২০১৩-২০১৪ সালকে ভিত্তি বছর বিবেচনাপূর্বক ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে মহাপরিচালক বিআরডিবি এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মধ্যে সর্ব প্রথম বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে বিআরডিবির বার্ষিক সম্পাদন চুক্তির অর্জন 'অসাধারণ' মর্মে মন্ত্রাণালয় কর্তৃক মন্তব্য করা হয়েছে। বিগত ২৮/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক ও পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিবের মধ্যে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়াও বিআরডিবির ৬৪টি জেলার উপপরিচালক ও বিআরডিবির মহাপরিচালকের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বার্ষিক সম্পাদন চুক্তির প্রধান লক্ষ্যমাত্রাসমূহ নিম্নরূপঃ

কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	২০১৬-১৭ বছরে লক্ষ্যমাত্রা
সদস্যদের নিজস্ব মূলধন (শেয়ার ও সঞ্চয়) বৃদ্ধি।	জমাকৃত সঞ্চয়	টাকা (কোটি)	২৮.০০
	ক্রয়কৃত শেয়ার	টাকা (কোটি)	৪.৩০
সদস্যদের মাঝে সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ।	ঋণ গ্রহিতা সদস্য	জন (লক্ষ)	৪.২৫
	বিতরণকৃত ঋণ	টাকা (কোটি)	১০০০.০০
	আদায়কৃত ঋণ	টাকা(কোটি)	৯৫৫.০০
	আদায়কৃত ঋণের হার	%	৭৪%
	খেলাপী ঋণের পরিমাণ	টাকা (কোটি)	৩৭০.০০
আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ।	আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত মহিলা।	জন (লক্ষ)	২.৪২
	আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত পুরুষ।	জন (লক্ষ)	১.৮৩
সমবায় সমিতি ও অনানুষ্ঠানিক দলের সদস্যদের মধ্যে উদ্বুদ্ধকরণ ও আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।	আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণগ্রহণকারী উপকারভোগীর সংখ্যা।	জন (লক্ষ)	০.৮৫
	উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	জন (লক্ষ)	১.২৭
পল্লী উন্নয়নে নিয়োজিত কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি এবং এনজিও কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ।	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি এবং এনজিও কর্মী।	একক	৫৫০
পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত অবহিতকরণ এবং বিদেশ প্রশিক্ষণ।	বিদেশ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা।	একক	৫০
সেমিনার, কর্মশালা।	আয়োজিত সেমিনার, কর্মশালার সংখ্যা।	একক	২৭
সেচ ব্যবস্থা সচল রাখা।	সেচযন্ত্র মেরামত	একক	৪২
	সেচ ব্যবস্থাপনা কমিটি পূর্নগঠন	একক	৩৮০
	সেচ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ	একক	১৪০০
	পরিদর্শনকৃত সেচ স্কিমের সংখা	একক	৭০০
	সেচ এলাকা বৃদ্ধি	একক	৭৩৬০
সমবায় সমিতি এবং অনানুষ্ঠানিক দলের মাধ্যমে জনগণকে সংগঠিত করা	সমবায় সমিতি সংগঠন	একক	৭০০
	গঠিত অনানুষ্ঠানিক দল	একক	১৪০০

৩.৩ মানব সংগঠন সৃষ্টি

বিআরডিবির সূচানালগ্ন থেকে মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের **'দ্বি-স্তর'** সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সরবরাহ, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, গ্রামীণ নেতৃত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষক শ্রেণির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মতামত প্রকাশের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সচেতনতা বৃদ্ধি। সর্বোপরি পল্লীর জনগোষ্ঠীকে সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতিকে পল্লীর সার্বিক উন্নয়নের প্লাট ফরম হিসেবে ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি সকল সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া। কিন্তু পরবর্তীতে একদিকে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের স্বীয় পদ্ধতি অনুযায়ী সেবাদান শুরু এবং অন্যদিকে গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের বাইরে বিপুল বিত্তহীন/দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিআরডিবির কার্যক্রমের বাইরে থাকায় নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ে বিআরডিবি সমবায় পদ্ধতির পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক দল (সমবায় নিবন্ধন ছাড়া) গঠনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম শুরু করে। বিআরডিবির কার্যক্রমের শুরু থেকে সকল প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মানব সংগঠন সৃষ্টির সংখ্যা ১.৭৩ লক্ষ টি এবং সদস্য অন্তর্ভুক্তি সংখ্যা ৫২.৭৩ লক্ষ জন। এছাড়াও সিভিডিপির আওতায় মানব সংগঠন সৃষ্টির সংখ্যা ১১১০ টি এবং সদস্য অন্তর্ভুক্তি ১.৯৬ লক্ষ জন।

৩.৩.১ মানব সংগঠন সৃষ্টি

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে মানব সংগঠন সৃষ্টি

- মানব সংগঠন সৃষ্টি - ৪২৯১ টি
- আনুষ্ঠানিক সমিতি - ১৫০৩টি
- অনানুষ্ঠানিক দল - ২৭৮৮টি
- পুরুষ মানব সংগঠন - ১৫২৫টি (৩৬%)
- মহিলা মানব সংগঠন - ২৭৬৬টি (৬৪%)

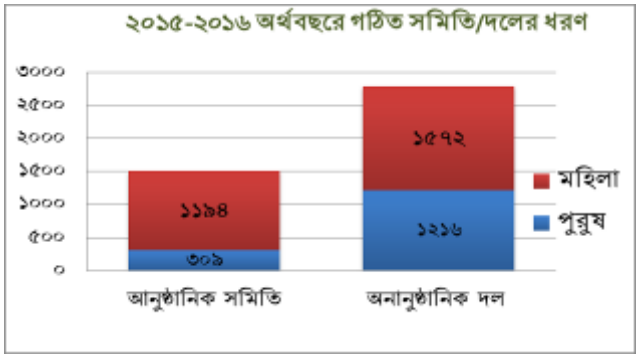

জুন ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মানব সংগঠন সৃষ্টি

- ক্রমপুঞ্জিত মানব সংগঠন সৃষ্টি - ১৭৩৪৬১টি
- আনুষ্ঠানিক সমিতি - ১০০৪৫৩টি
- অনানুষ্ঠানিক দল -৭৩০০৮টি
- পুরুষ মানব সংগঠন - ৯২৭০১টি (৫৩%)
- মহিলা মানব সংগঠন - ৮০৭৬০টি (৪৭%)

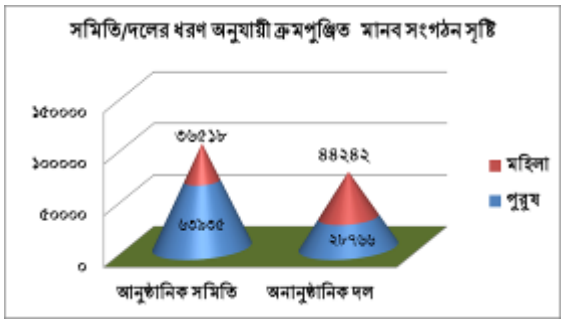

বিগত ৫ বছরে মানব সংগঠন সৃষ্টির প্রবণতা

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের তুলনায় প্রবৃদ্ধি ১০%
২০১১-২০১২ অর্থবছরের তুলনায় প্রবৃদ্ধি ১৩৬%

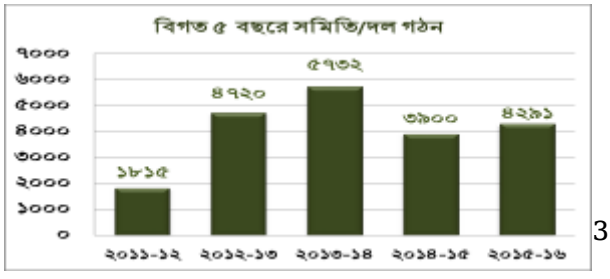

৩.৩.২ সদস্য অন্তর্ভুক্তি

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সদস্য অন্তর্ভুক্তি

- **বছরে নতুন সদস্য - ১৬৫০০৭ জন**
- আনুষ্ঠানিক সমিতি - ৫২৩৯২ জন
- অনানুষ্ঠানিক দল -১১২৬১৫ জন
- পুরুষ - ৭৭৪৭০ জন (৪৭%)
- মহিলা - ৮৭৫৩৭ (৫৩%)

জুন ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত সদস্য অন্তর্ভুক্তি

- **ক্রমপুঞ্জিত সদস্য অন্তর্ভুক্তি - ৫২৭৩৪৫০ জন**
- আনুষ্ঠানিক সমিতির সদস্য - ৩২১৮৬৩৯ জন
- অনানুষ্ঠানিক দলের সদস্য - ২০৫৪৮১১ জন
- মোট পুরুষ সদস্য - ২৮৪৭০২৩ জন (৫৪%)
- মহিলা সদস্য - ২৪২৬৪২৭ জন (৪৬%)

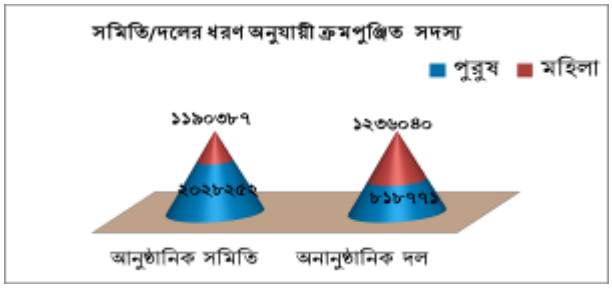

বিগত ৫ বছরে সদস্য অন্তর্ভুক্তি

- ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সদস্য অন্তর্ভুক্তি প্রবৃদ্ধি ৮%
- ২০১১-২০১২ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ১৮১%

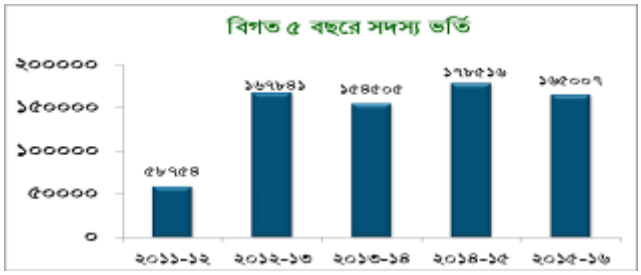

শুরু হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত মানব সংগঠন সৃষ্টি

কার্যক্রমের ধরণ	২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে									ক্রমপুঞ্জিত								
	আনুষ্ঠানিক সমিতি			অনানুষ্ঠানিক দল			সর্বমোট সমিতি/দল			আনুষ্ঠানিক সমিতি			অনানুষ্ঠানিক দল			সর্বমোট সমিতি/দল		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
সমিতি	৩০৬	১১৯৪	**১৫০৩**	১২১৬	১৫৭২	**২৭৮৮**	১৫২৫	২৭৬৬	**৪২৯১**	৬৩৯৩৫	৩৬৫১৮	**১০০৪৫৩**	২৮৭৬৬	৪৪২৪২	**৭৩০০৮**	৯২৭০১	৮০৭৬০	**১৭৩৪৬১**
সদস্য	১১৯০১	৪০৪৯১	**৫২৩৯২**	৬৫৫৬৯	৪৭০৪৬	**১১২৬১৫**	৭৭৪৭০	৮৭৫৩৭	**১৬৫০০৭**	২০২৮২৫২	১১৯০৩৮৭	**৩২১৮৬৩৯**	৮১৮৭৭১	১২৩৬০৪০	**২০৫৪৮১১**	২৮৪৭০২৩	২৪২৬৪২৭	**৫২৭৩৪৫০**

৩.৩.৩ সফলতার কাহিনীঃ সমবেত প্রচেষ্টায় গ্রমোন্নয়ন

সমিতি পরিচিতি

সমিতির নাম	রেজিঃ নং ও তারিখ	কর্মসূচির নাম	উপজেলা	জেলা
মহারাজপুর কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ	রেজিঃ নং ৩৭৩ তাং ০৯/১০/১৯৮৩	মূলকর্মসূচি	ঝিনাইদহ সদর	ঝিনাইদহ

- নিজস্ব অফিস ভবন
- ১৭ জন বেতনভূক্ত কর্মচারি
- শেয়ার মূলধন ৯৯৪৩০ টাকা
- ১৫৭টি বাড়িতে পাইপ লাইনে পানি সরবরাহ
- ৪টি গভীর নলকূপ, ৩টি পাওয়ার টিলার
- ১টি গুটি ইউরিয়া কারখানা
- সর্বশেষ গৃহিত ঋণ ৮.১৩ লক্ষ টাকা

বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার গ্রামীণ জনপদের মত ঝিনাইদহ সদর উপজেলার একটি সাধারণ একটি গ্রাম মহারাজপুর। আশির দশকের শুরুতে গ্রামের অধিকংশ অধিবাসীদের দিন আনতে পানতা ফুরায় অবস্থা। গ্রামে কোন সেচ ব্যবস্থা না থাকায় কৃষকগন আউশ, আমন এবং অন্যান্য রবি ফসলের চাষ করত। কিছু সনাতনী প্রথার মাধ্যমে তারা সঞ্চয় ও পরস্পর সহযোগিতা করলেও প্রশিক্ষণ, আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার, ঋণ সুবিধার কথা চিন্তাও করতনা। এ সময়ে ঝিনাইদহ জেলায় বিআরডিবির আওতায় শুরু হয় কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে মূলধন গঠনে সহায়তা, প্রশিক্ষণ, কৃষি ঋণ সহায়তা ও আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ। ১৯৮৩ সালে বিআরডিবির সহায়তায় মাহারাজপুর গ্রামের কিছু কৃষক মিলে গঠন করেন 'মহারাজপুর কৃষক সমবায় সমিতি লিমিটেড'। সমিতির নিবন্ধন নম্বর ৩৭৩ তারিখ ০৯/১০/১৯৮৩ খ্রিঃ।

সমিতির নিজস্ব অফিস ভবন

সমিতি গঠনের পর সদস্যবৃন্দ উদ্যোমী সৎ ও সভাপতি/ম্যানেজার নির্বাচিত করার পাশাপাশি নিয়মিত সাপ্তাহিক সভা ও সঞ্চয় করতে থাকে এবং ঝিনাইদহ সদর উপজেলা কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যপদ গ্রহণ করে। ১৯৮৫ সালে কৃষকগন ঝিনাইদহ সদর ইউসিসিএ হতে সর্বপ্রথম ফসল উৎপাদনের জন্য ৩৫,০০০ টাকা ব্যাংক মাধ্যম কৃষিঋণ গ্রহণ করে এবং যথাসময়ে পরিশোধ করে। ১৯৮৬-১৯৮৭ অর্থবছরে সমিতির সদস্যবৃন্দ বিআরডিবি হতে ১.৬২ লক্ষ টাকা মেয়াদী ঋণের মাধ্যমে একটি গভীর নলকূপ স্থাপন করে গ্রামে বরো (ইরি) ধানের আবাদ শুরু করে। এতে গ্রামের বিপুল পরিমাণ জমি নতুন করে চাষের আওতায় আসে। ফলে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং সদস্যবৃন্দ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে। সেচযন্ত্রের ঋণ পরিশোধের পর সমিতির সদস্যবৃন্দ সেচযন্ত্রের মুনাফার টাকায় আরো সেচযন্ত্রসহ অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতে ক্রয়ে বিনিয়োগ করে। ফলে ক্রমান্বয়ে সমিতির মুনাফা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইতোমধ্যে সদস্যবৃন্দ মুনাফার টাকায় গ্রামে ৫ (পাঁচ) শতক জমির উপর সমিতির অফিসভবন নির্মাণ করে। অতঃপর সমিতির সদস্যবৃন্দ কৃষি উন্নয়নের পাশাপাশি সমিতির পক্ষ থেকে গ্রামের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। আর্থ-সামজিক উন্নয়ন কাজের অন্যতম হলো গ্রামের ১৫৭টি বাড়িতে পাইপলাইনের মাধ্যমে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ, ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠানো, যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগলের টিকা দেয়া, গ্রামের অসহায় মানুষের সহায়তার জন্য তহবিল গঠন। সমিতির সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিআরডিবির পাশাপাশি আরডিএ, বিএডিসি, কৃষি বিভাগসহ অন্যান্য দপ্তর সংস্থার সহায়তা গ্রহণ করেছে।

সমিতির গুটি ইউরিয়া সার প্লান্ট

সমিতির বর্তমান সদস্য ৮৯ জন। সদস্যদের শেয়ার মূলধন এর পরিমাণ ৯৯৪৩০ টাকা। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে বিআরডিবি হতে কৃষি ঋণ গ্রহণের পরিমাণ ৮.১৩ লক্ষ টাকা। সমিতির বর্তমান সম্পদের মধ্যে আছে ৫ শতক জমির উপর একটি অফিস ভবন, ৪টি গভীর নলকূপ, ৩টি অগভীর নলকূপ ৩টি পাওয়ার টিলার, ১টি গুটি ইউরিয়া সার প্রস্তুত প্লান্ট, ১২০০ ফুট পাকা সেচনালা, ১টি গুদাম, ১৫৭ টি বাড়িতে স্থায়ী পানি সরবরাহ পাইপ লাইনসহ প্রভৃতি। সমিতির বর্তমান বেতনভূক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারির সংখ্যা ১৭ জন। সমিতির সেচ কার্যক্রমের আওতায় আবাদি জমির পরিমাণ ৩৫০ একর।

একটি কৃষক সমিতির প্রচেষ্টায় পাল্টে গিয়েছে মহারাজপুর গ্রামের সার্বিক চিত্র। বর্তমানে মহারাজপুর একটি আত্মনির্ভরশীল আদর্শ গ্রাম। সমিতির সফলতার পেছনে মূখ্য ভূমিকা পালন করেছে বিআরডিবির পাশাপাশি সমিতির বিভিন্ন সময়ের সভাপতি, ম্যানেজার ও সদস্যগনের সহযোগিতামূলক মনোভাব, সততা, উদ্যোম ও বিভিন্ন বিভাগের সাথে সম্বনয়সাধন। বিআরডিবির মাধ্যমে সমিতির প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হওয়ায় সদস্যবৃন্দ বিআরডিবির প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

৩.৩.৪ সফলতার কাহিনীঃ সমবায়ে সমৃদ্ধি

সদস্য পরিচিতি

সদস্যের নাম	সমিতির নাম	কর্মসূচির নাম	উপজেলা	জেলা
মোঃ ছৈয়দুজ্জামান	উত্তর চর কাচিয়া কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ	মূল কর্মসূচি	রায়পুর	লক্ষীপুর

- আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার
- ফসল বহুমূখীকরণ
- মৎস্যচাষ থেকে বার্ষিক আয় ৩ লক্ষ টাকা
- কৃষিতে কর্মস্থান সৃষ্টি
- কৃষক ও সমবায়ী নেতৃত্বের বিকাশ

লক্ষীপুর জেলার রায়পুর উপজেলার মেঘনা নদী পার হয়ে একটি গ্রাম চরকাচিয়া। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র। এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন জনাব মোঃ ছৈয়দুজ্জামান। পিতার মৃত্যুর পর পড়ালেখা অসমাপ্ত রেখেই পরিবারের হাল ধরতে হয়। ফলে না করে তিনি নিজে নতুন কিছু করার স্বপ্ন দেখেন। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৭২ সালে এলাকার প্রান্তিক কৃষকদের নিয়ে গড়ে তোলেন 'উত্তর চর কাচিয়া কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ'। সমিতি গঠনের পর রায়পুর ইউসিসিএ লিঃ এর সদস্যপদ গ্রহণ করেন। সমিতি গঠনের পর তিনি বিআরডিবির ঋণ সহয়তা আর নিজের সামান্য পুঁজি নিয়ে ব্যক্তিগত ও কিছু জমি লিজ নিয়ে কৃষি কাজ শুরু করেন। কৃষি কাজ শুরু করার পর সবসময় তিনি উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ, অধিক ফসল উৎপাদন ও মুনাফার বিষয়ে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর এই উন্নত চাষাবাদের ফলস্বরুপ তিনি বর্তমানে একদিকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী অন্যদিকে এলাকার অনুকরণীয় ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন। জনাব ছৈয়দুজ্জামান শুধু একজন সফল কৃষকই নন তিনি তাঁর খামারে এলাকার ১০ জনের বছরব্যাপী এবং প্রায় শতাধিক লোকের সাময়িক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ফলে বিপুল সংখ্যক পরিবার তাঁর মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছে।

জনাব ছৈয়দুজ্জামান একজন সফল সমবায়ী। ১৯৭২ সালে তাঁর হাতে গড়া উত্তর চর কাচিয়া কৃষক সমবায় সমিতির বর্তমান ম্যানেজার তিনি। তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা শুধু নিজ সমিতিতেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। ১৯৮০ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত তিনি রায়পুর ইউসিসিএ লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯২ সাল থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত উক্ত ইউসিসিএ লিঃ এর সহসভাপতি পদে নির্বাচিত হন। ১৯৯৭ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত এবং ২০১২ হতে অদ্যবধি তিনি রায়পুর ইউসিসিএ লিঃ এর সভাপতি পদে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, মাদক প্রতিরোধ, এলাকার আইন-শৃংখলা রক্ষাসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কর্মকান্ডে স্বতঃস্ফুর্তভাবে জড়িত হওয়ার মাধ্যমে জনাব ছৈয়দুজ্জামান একজন সাধারণ কৃষক থেকে সফল কৃষক ও সমবায়ী নেতৃত্ব হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

জনাব ছৈয়দুজ্জামানের মাছের খামারে ছেলে

বর্তমানে তিনি নিজস্ব ১৫ একর জমির পাশাপাশি আরো ১০ একর জমি লিজ নিয়ে উন্নত পদ্ধতিতে ধান, সয়াবিন, কলা ও সবজিসহ বিভিন্ন প্রকার ফসল চাষাবাদ করছেন। চলতি বছরে তিনি বরো ধান পেয়েছেন ৫০ মেট্রিক টন এবং সয়াবিন পেয়েছেন ২০০ মণ। এছাড়াও তিনি নিজস্ব ০৩ একর জায়গা জুড়ে গড়ে তুলেছেন একটি নারিকেল ও সুপারি বাগান। কৃষি জমি চাষাবাদ থেকে জনাব ছৈয়দুজ্জামানের বার্ষিক আয় প্রায় ২ লক্ষ টাকা। কৃষি ছাড়াও পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে ১১ একরের ০৩ টি পুকুর লিজ নিয়ে বর্তমানে তিনি মাছ চাষ করে বার্ষিক মুনাফা করেন প্রায় ৩ (তিন) লক্ষ টাকা।

তাঁর এ সফলতার পেছনে বিআরডিবির মাধ্যমে অর্জিত সমবায় ও কৃষি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত জ্ঞান, নিজের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও একাগ্রতা বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে। এছাড়া বিআরডিবি, রায়পুর ইউসিসিএ লিঃ এর বিভিন্ন পর্যায়ের সমবায়ী ও কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দ আন্তরিকভাবে সহযোগিতা প্রদান করেছে। এ জন্য তিনি সকলের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। তিনি মনে করেন নিজের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও পারস্পারিক সহযোগিতার মাধ্যমে যে কোন বাধা অতিক্রম করে সফল হওয়া যায়।

৩.৪ মূলধন গঠন

বিআরডিবি সদস্যদের মূলধন গঠনের মাধ্যমে বিনিয়োগ সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সম্পদের মালিকানা নিশ্চিত করার জন্য সমবায় সমিতির সদস্যদের নিয়মিত শেয়ার ক্রয়ে উৎসাহিত করে। এছাড়াও আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক উভয় সমিতি/দলের সদস্যদের নিয়মিত পুঁজি গঠনের জন্য নিয়মিত সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমায় উৎসাহিত করে। বিআরডিবির কার্যক্রমের শুরু থেকে সকল প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত সদস্যদের ক্রমপুঞ্জিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ১১০.৬০ কোটি টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিত সঞ্চয় জমার পরিমাণ ৪৮৪.৮৫কোটি টাকা। এছাড়াও সিভিডিপির আওতায় মূলধন গঠনের পরিমাণ ৪২.৮৭ কোটি লক্ষ টাকা।

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে মূলধন গঠন (লক্ষ টাকায়)

- **বছরে মূলধন গঠন ৫৫৬২.০৪ লক্ষ টাকা**
- **শেয়ার জমা ৭৭০.৫৮ লক্ষ টাকা (১৪%)**
- পুরুষ সদস্যর শেয়ার জমা ৩৫১.৪৭ লক্ষ টাকা (৪১%)
- মহিলা সদস্যের শেয়ার জমা ৪৫৫.১১ লক্ষ টাকা (৫৯%)
- **সঞ্চয় জমা ৪৭৯১.৪৬ লক্ষ টাকা (৮৬%)**
- পুরুষ সদস্যের সঞ্চয় জমা ১২৬৭.৪৯ লক্ষ টাকা (২৬%)
- মহিলা সদস্যের সঞ্চয় জমা ৩৫২৩.৯৭ লক্ষ টাকা (৭৪%)

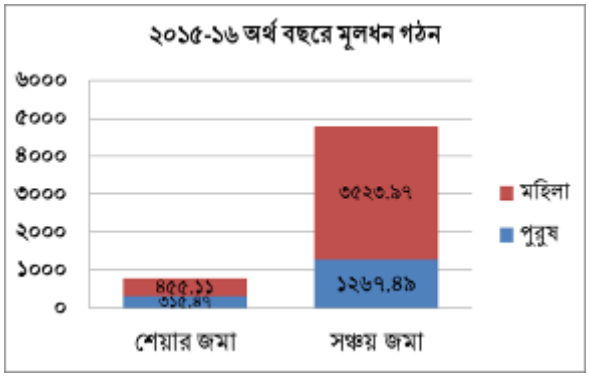

শুরু হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত মূলধন গঠন

পুঁজি গঠন কার্যক্রমের ধরণ	২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে							ক্রমপুঞ্জিত						
	আনুষ্ঠানিক সমিতি		অনানুষ্ঠানিক দল		সর্বমোট সমিতি/দল			আনুষ্ঠানিক সমিতি		অনানুষ্ঠানিক দল		সর্বমোট সমিতি/দল		
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	মোট
শেয়ার জমা	৩১৫.৪৭	৪৫৫.১১	০.০০	০.০০	৩১৫.৪৭	৪৫৫.১১	**৭৭০.৫৮**	৬৫২০.৭৬	৪৫৩৮.৮৬	০.০০	০.০০	৬৫২০.৭৬	৪৫৩৮.৮৬	**১১০৫৯.৬২**
সঞ্চয় জমা	৭৭৮.১৬	১৪৯৩.১০	৪৮৯.৩৩	২০৩০.৮৭	১২৬৭.৪৯	৩৫২৩.৯৭	**৪৭৯১.৪৬**	১১২৪৩.০৭	১১৮২৫.১১	৭০৪৬.৯৫	১৭৩৬৯.৩৮	১৮২৯০.০২	৩০১৯৪.৪৯	**৪৮৪৪৪.৫১**

৩.৪.১ সফলতার কাহিনীঃ **সঞ্চয়ে সমৃদ্ধি**

সমিতি পরিচিতি

সমিতির নাম	রেজিঃ নং ও তারিখ	কর্মসূচির নাম	উপজেলা	জেলা
খানপুর মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ	রেজিঃ নং ৩৯ তারিখ ০১/০২/১৯৮৭	মহিলা উন্নয়ন	দিনাজপুর সদর	দিনাজপুর

- সদস্যদের শেয়ার ও সঞ্চয় জমা
- ৫.০০ লক্ষ টাকা
- মাথাপিছু মূলধন ১২০০০ টাকা
- ২৬ বারে ৯১ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ

বাংলাদেশ ও ভারত সীমান্তের গাঁ ঘেষে দিনাজপুর সদর উপজেলার একটি গ্রাম নাম খানপুর। ৩০ বছর পূর্বে এই গ্রামের মানুষেরা দুবেলা দুমুঠো ভাত পেত না। বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত ছিল গ্রামটি। মৌলিক চাহিদাগুলো থেকে বঞ্চিত ছিল গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ। ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণের ব্যবহার এর ব্যাপক প্রচার ছিল না। তখন গ্রামের মানুষ জানত না কিভাবে নিজের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা যায় এবং মৌলিক চাহিদা পূরণে পরামর্শ পাওয়া যায়। মহিলাদের উন্নয়ন ছিলো সেখানে সুদূরপরাহত বিষয়।

খানপুর মহিলা সমবায় সমিতির জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি

১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের অধীন দিনাজপুর সদর উপজেলার গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ জোরদারকরণ প্রকল্প বর্তমানে মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগের মাঠ সংগঠক ও সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার পরামর্শে গ্রামের কিছু মহিলা গঠন করে করেন 'খানপুর মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ'। সমিতি রেজিস্ট্রেশন নং ৩৯, তারিখ ০১/০২/১৯৮৭ খ্রিঃ। সমিতি গঠনের পর সদস্যবৃন্দ সাপ্তাহিক সভার মাধ্যমে সপ্তাহে মাত্র ২ (দুই) টাকা হিসেবে সঞ্চয় জমার মাধ্যমে মূলধন গঠন করতে শুরু করেন। সদস্যবৃন্দ সাপ্তাহিক সভার মাধ্যমে নিজেদের সুখ, দু:খ ও বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলাপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে মাঠ সংগঠকের পরামর্শ গ্রহণ করেন। বিআরডিবির সহযোগিতায় সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন বিষয় যেমন- খাদ্য ও পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, কৃষি পরামর্শ, বিশুদ্ধ পানির জন্য নলকূপ স্থাপন, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার, সন্তানকে স্কুলে পাঠানো, বৃক্ষরোপণ, ক্ষুদ্র বিনিয়োগ, পুঁজি গঠন, আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড, নারী ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। যার ফলে সদস্যদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৪১ জন। সদস্যদের নিজস্ব মূলধনের (শেয়ার ও সঞ্চয়) পরিমাণ ৫.০০ লক্ষ টাকা। মাথাপিছু মূলধনের পরিমাণ প্রায় ১২০০০ টাকা। ১৯৮৮ সালে সমিতির সদস্যদের প্রথম মাথাপিছু ঋণ গ্রহণের পরিমাণ ছিল ৫০০ টাকা। বর্তমান যা মাথাপিছু ৪৬,০০০ টাকা। সমিতির সদস্যবৃন্দ শুরু থেকে এপর্যন্ত মোট ২৬ বার ঋণ গ্রহণ করেছেন যার পরিমাণ ৯১.০০ লক্ষ টাকা। যা সদস্যদের সঞ্চয় জমা, ঋণগ্রহণ ও ঋণ পরিশোধের ধারাবাহিকতা প্রমাণ করে। সদস্যবৃন্দ গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্পে ঋণ গ্রহণ এবং সঠিক বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজেরা যেমন আত্মনির্ভরশীল হয়েছেন তেমনই পরিবারের আর্থিক দুরবস্থা লাঘবে সহায়তা করতে সক্ষম হচ্ছেন।

খানপুর মহিলা সমবায় সমিতির সদস্যবৃন্দ অত্র এলাকার উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রামের অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলছে। সমিতির কার্যক্রমের মাধ্যমে এলাকার মহিলাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। বাল্যবিবাহ রোধ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার, বিশুদ্ধ পানি পান, নারী নির্যাতন রোধ, যৌতুক প্রথা নির্মূল, প্রভৃতি বিষয়ে মহিলারা একযোগে কাজ করেন। সমিতির সদস্যবৃন্দ মনে করেন মহিলাদের উন্নয়ন মানে বাংলাদেশের উন্নয়ন, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির উন্নয়ন। সমবায় নীতিমালা অনুসরণ, ভালো ম্যানেজার ও সভাপতি নির্বাচন সর্বোপরি বিআরডিবির উপজেলা অফিসের সার্বিক সহযোগিতা ও নির্দেশনার কারণে সমিতির সদস্যবৃন্দ বিপুল পরিমাণ মূলধন সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে।

৩.৫ ঋণ সহায়তা

"Money Begets Money"। কিন্তু সমস্যা হলো প্রাথমিকভাবে মানুষের নিকট অর্থ পৌঁছানো। পল্লীর জনগোষ্ঠী বিশেষ করে কৃষক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য তা আরও কঠিন। সত্তরের দশকে জামানতের অভাবে যখন পল্লীর প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণের সুযোগ ছিল না তখন দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে তদারকি ঋণ সুবিধা চালু হয়। পরবর্তীতে যা আরও পরিমার্জিত হয়ে 'ক্ষুদ্রঋণ' নামে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করে। দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালিত তদারকি ঋণ হিসেবে ফসলী ও বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি বিশেষ করে সেচযন্ত্রের বিপরীতে সমবায়ী কৃষকদের মধ্যে ঋণ সহায়তা চালু করা হয়। এর পাশাপাশি ১৯৭৫ সালে বিআরডিবি মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি চালুর মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের জন্য ঋণ সহায়তা চালু করে। কৃষি সমবায়ের পাশাপাশি আশির দশকে বিআরডিবি বিভিন্ন প্রকার দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে বিআরডিবি ২৬টি প্রকল্প/কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষক, মহিলা ও দরিদ্র শ্রেণির মধ্যে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে ঋণ সহায়তা প্রদান করছে এবং সরকারি পর্যায়ে পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণের সিংহভাগ বিতরণ করে বিআরডিবি। শুরু হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত বিআরডিবি কর্তৃক সদস্যদের মাঝে ক্রমপুঞ্জিত ঋণ সহায়তার পরিমাণ ১৩০৩৬.৩১ কোটি টাকা এবং একই সময়ে আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ ১১৭১৬.৬৫ কোটি টাকা। এছাড়াও সিভিডিপির আওতায় ঋণ সহায়তার পরিমাণ ৩৪.০৮ কোটি টাকা এবং আদায়ের পরিমাণ ২৫.৫২ কোটি টাকা।

৩.৫.১ ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ঋণ সহায়তা

বছরে মোট ঋণ সহায়তা - ১০৬৫.১৪ কোটি টাকা
পুরুষ সদস্যের বিপরীতে - ৪০৮.৩৪ কোটি টাকা (৩৮%)
মহিলাদের সদস্যের বিপরীতে - ৬৫৬.৮০ (৬২%)

বছরে ঋণ গ্রহিতা সদস্য - ৪৮৮২২১ জন
পুরুষ ঋণ গ্রহিতা সদস্য - ১৭৮১৬৮ জন ৩৬%
মহিলা ঋণ গ্রহিতা সদস্য - ৩১০০৫৩ জন (৬৪%)

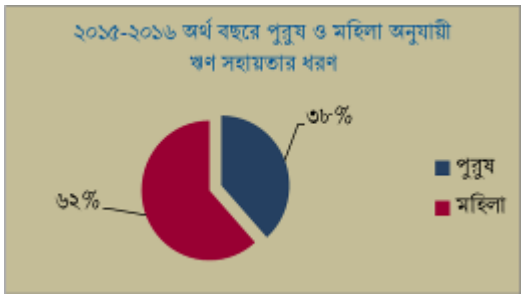

বছরে প্রকল্প/কর্মসূচির ধরণ অনুযায়ী ঋণ সহায়তা

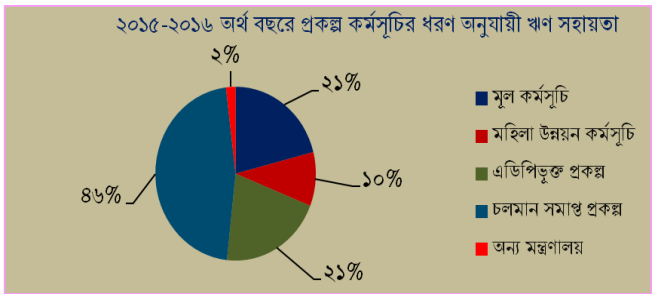

- সমাপ্ত কিন্তু কার্যক্রম চলমান প্রকল্প/কর্মসূচি ৪৬%
- মূল কর্মসূচি - ২১%
- এডিপিভূক্ত প্রকল্প - ২১%
- মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি - ১০%
- অন্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/কর্মসূচি - ৩%

৩.৫.২ শুরু হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত ঋণ সহায়তা

প্রকল্প/কর্মসূচির ধরণ	ঋণ সহায়তা (লক্ষ টাকায়)					
	২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে			ক্রমপুঞ্জিত		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
মূল কর্মসূচি	২২৩৫২.৭৪	৬.৭০	২২৩৫৯.৪৪	৩০৩৩১৯.৩৩	৮৩.১৬	৩০৩৪০২.৪৯
মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি	০.০০	১০৬৭৮.৯৬	১০৬৭৮.৯৬	০.০০	১০৪৯২৮.০৭	১০৪৯২৮.০৭
এডিপিভুক্ত প্রকল্প	৩২৮২.১৭	১৮৭৭৬.৭১	২২০৫৮.৮৮	৪৮৬৯৭.৯৮	২১৫৪৪৭.৬৭	২৬৪১৪৫.৬৫
চলমান সমাপ্ত প্রকল্প	১৩৯৮৭.২৮	৩৫৩৭৫.৫৮	৪৯৩৬২.৮৬	২০৮৮১০.৮১	৪০৬৩০৩.১১	৬১৫১১৩.৯২
অন্য মন্ত্রণালয়	১২১১.৬৬	৮৪১.৮৩	২০৫৩.৪৯	১০২৯৩.৩৪	৫৭৪৭.৫৮	১৬০৪০.৯২
সর্বমোট	**৪০৮৩৩.৮৫**	**৬৫৬৭৯.৭৮**	**১০৬৫১৩.৬৩**	**৫৭১১২১.৪৬**	**৭৩২৫০৯.৫৯**	**১৩০৩৬৩১.০৫**

৩.৫.৩ ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ঋণ আদায়

- বছরে ঋণ আদায় ৯৯৭.৪৮ কোটি টাকা
- সমাপ্ত কিন্তু কার্যক্রম চলমান প্রকল্প/কর্মসূচির ৪৮৩.৮২ কোটি টাকা
- মূল কর্মসূচির ২১৫.০৯ কোটি টাকা
- এডিপিভূক্ত প্রকল্পের ১৮৬.৬১কোটি টাকা
- মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি ৯৪.৬২ কোটি টাকা
- অন্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/কর্মসূচি ১৭.৩৪ কোটি

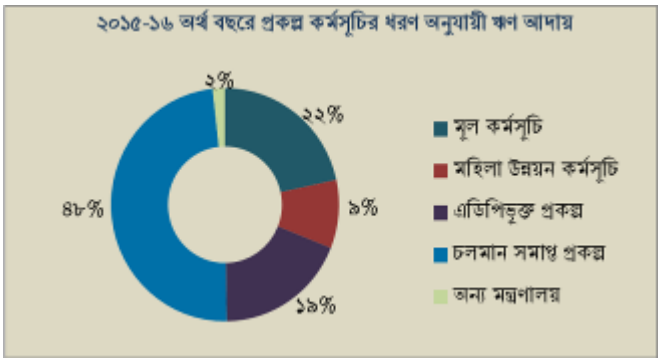

৩.৫.৪ শুরু হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত ঋণ আদায়

প্রকল্প/কর্মসূচির ধরণ	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)					
	২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে			ক্রমপুঞ্জিত		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
মূল কর্মসূচি	২১৪৮৩.৭৪	২৫.৩৭	২১৫০৯.১১	২৭২১৭০.৩৯	৭৪.৪৭	২৭২২৪৪.৮৬
মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি	০.০০	৯৪৬১.৬৩	৯৪৬১.৬৩	০.০	৯৩৮৭০.৭৫	৯৩৮৭০.৭৫
এডিপিভুক্ত প্রকল্প	২৮৮৭.৭৪	১৫৭৭৩.৫৪	১৮৬৬১.২৮	৫২১১৩.২৮	১৮৮৩৩৩.৩১	২৪০৪৪৬.৫৯
চলমান সমাপ্ত প্রকল্প	১৪১৭৮.০৩	৩৪২০৪.০৭	৪৮৩৮২.১০	১৮১১৯৯.৫৫	৩৭২২৭৯.৭৭	৫৫৩৪৭৯.৩২
অন্য মন্ত্রণালয়	১১৯৫.৯৩	৫৩৮.১৩	১৭৩৪.০৬	৭৩১৯.৯৭	৪৩০৩.৯১	১১৬২৩.৮৮
সর্বমোট	৩৯৭৪৫.৪৪	৬০০০২.৭৪	৯৯৭৪৮.১৮	৫১২৮০৩.১৯	৬৫৮৮৬২.২১	১১৭১৬৬৫.৪০

৩.৫.৫ বিগত ৫ বছরে ঋণ সহায়তা ও ঋণ আদায়ের তুলনামূলক চিত্র

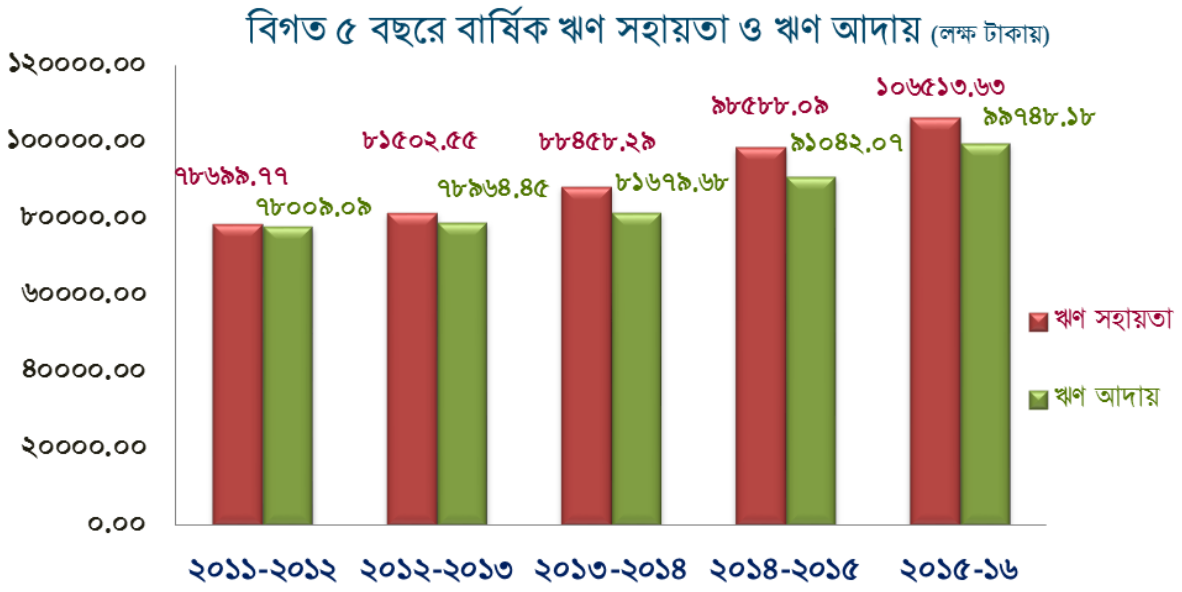

৩.৫.৬ সফলতার কাহিনীঃ যৌথ বিনিয়োগে উন্নত জীবন

সমিতি পরিচিতি

সমিতির নাম	রেজিঃ নং ও তারিখ	প্রকল্পের নাম	উপজেলা	জেলা
কাশিমনগর বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ	১৭/জে তারিখ ২১/০৮/১৯৯৩ খ্রিঃ	পজীপ	মনিরামপুর	যশোর

- জাতীয় সমবায় পুরষ্কার-২০১৪ প্রাপ্ত
- যৌথ বিনিয়োগের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান
- ক্রমপুঞ্জিত ঋণ গ্রহণ ৬৭.২৬ লক্ষ টাকা
- কল্যাণ তহবিল গঠন

যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার অর্ন্তগত একটি অনুন্নত গ্রামের নাম কাশিমনগর। গ্রামে বসবাসকারী প্রায় সাড়ে চার হাজার পরিবারের মধ্যে অধিকাংশই খেটে খাওয়া মানুষ। কর্মসংস্থানের সুযোগ হিসেবে শুধু কৃষি কাজ। অর্থ কষ্ট আর অভাবের যাতনা তাঁদের নিত্যসঙ্গী। এমনই পরিবারের একজন ব্যক্তির নাম মোঃ ইউনুস আলী। তিনি সবসময় কিভাবে গ্রামের দরিদ্র মানুষের উপকার করা যায় সে চিন্তা করতেন।

১৯৯৩ সালের শুরুতে জনাব ইউনুস আলীর পরিচয় হয় পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্পের (সাবেক আরপিসিপি) দায়িত্বপ্রাপ্ত মাঠ সংগঠক জনাব মোঃ আঃ মজিদের সাথে। আঃ মজিদের পরামর্শে গ্রামের ২১ জন বিত্তহীন পুরুষ সদস্যকে নিয়ে বিগত ১৯/০৫/১৯৯৩ খ্রিঃ তারিখে ইউনুস আলী গঠন করেন 'কাশিমনগর বিত্তহীন সমবায় সমিতি'। এরপর সমিতি নিবন্ধন করেন যার নম্বর ১৭/জে তারিখ ২১/০৮/১৯৯৩ খ্রিঃ। সমিতি গঠনের পর সদস্যবৃন্দ নিয়মিত সাপ্তাহিক সভা ও সঞ্চয় জমা করেত শুরু করেন। অতঃপর ১৪/০২/১৯৯৪ খ্রিঃ তারিখে সমিতি মনিরামপুর ইউবিসিসিএ লিঃ এর সদস্যপদ লাভ করে। বিগত ০৪/০৩/১৯৯৪ খ্রিঃ তারিখে ইউবিসিসিএ হতে ২১ জন সদস্যের বিপরীতে ৫২,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে যৌথভাবে ক্ষুদ্রব্যবসা খাতে বিনিয়োগ করেন। প্রথম বছর গৃহীত ঋণ বিনিয়োগ করে ঋণের টাকা পরিশোধ ও ব্যয় বাদে ২০০০০ টাকা মুনাফা হয়। পরবর্তীতে সদস্যবৃন্দ নিয়মিতভাবে ঋণ গ্রহণ করে যৌথভাবে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখেন যা অদ্যাবধি চলমান। ইতোমধ্যে সদস্যবৃন্দ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন সময়ে সমবায় ব্যবস্থাপনা, আয়বর্ধক কর্মকান্ড, বসতবাড়ির আঙিনায় সবজি চাষ, স্যানিটেশন, পরিবার পরিকল্পনা, বিশুদ্ধ পানি পান, স্বাক্ষরতা প্রভৃতি বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

শুরু থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত সমিতির সদস্যবৃন্দ সর্বমোট ৬৭.২৬ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করে যৌথভাবে করাতকল, মুদিদোকান, শাক-সবজি উৎপাদন প্রভৃতি আয়বর্ধক কর্মকান্ডে বিনিয়োগ করেছেন। এর পাশাপাশি তারা গৃহীত ঋণের একটা অংশ ব্যক্তিগত আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে বিনিয়োগ করে লাভবান হয়েছেন। সর্বশেষ ২০১৬ সালে সমিতির সদস্যদের গৃহীত ঋণের পরিমাণ ৫.৮৮ লক্ষ টাকা।

কাশিমনগর বিত্তহীন সমবায় সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে লীজ গ্রহণকৃত করাত কল।

বর্তমানে সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ২৮ জন এবং শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ০.৩০ লক্ষ টাকা। সদস্যদের সঞ্চয় জমার পরিমাণ ১.১৭ লক্ষ টাকা। সমিতির মোট নগদ মূলধনের পরিমাণ ২.৮৭ লক্ষ টাকা। সমিতির বর্তমান সম্পদের মধ্যে রয়েছে ১টি করারত কল, ১টি মুদি দোকান, নিজস্ব ৩৩ শতক জমির উপর সবজি খামার। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে মুনাফার পরিমাণ ১.৪০ লক্ষ টাকা। **সমিতির সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ 'জাতীয় সমবায় পুরষ্কার ২০১৪' লাভ করে।** বর্তমানে সমিতির সদস্যবৃন্দ ভবিষ্যতে ক্ষুদ্র উদ্যোগ ব্যবসায় অধিকতর বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা করছেন।

বর্তমানে সমিতির সদস্যবৃন্দ চরম দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে মানসম্মত জীবন যাপন করছেন। সন্তানদের নিয়মিত স্কুলে প্রেরণের পাশাপাশি সকল সদস্যের পরিবার বিশুদ্ধ খাবার পানি পান ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করছেন। যথাযথভাবে সমবায় সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন অনুসরণ, নিয়মিত সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তি পরিশোধ, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে লাভজনক খাতে যৌথ বিনিয়োগ, বিনিয়োগকৃত কর্মকান্ডে নিজেদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, কল্যাণ তহবিল গঠন করে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র সদস্যের সন্তানের লেখাপাড়ার জন্য সহায়তা করা সমিতির সফলতার অন্যতম কারণ বলে সদস্যবৃন্দ মনে করেন।

৩.৫.৭ সফলতার কাহিনীঃ ফুলে ফুলে স্বপ্নযাত্রা

সদস্য পরিচিতি

সদস্যের নাম	দলের নাম	প্রকল্পের নাম	উপজেলা	জেলা
রেহেনা খাতুন	হাড়িয়া পশ্চিমপাড়া মহিলা সমিতি	ইরেসপো	ঝিকরগাছা	যশোর

- *ফুল চাষের জন্য প্রসিদ্ধ এলাকা*
- *প্রশিক্ষণ ছাড়াই সফল ঋণ বিনিয়োগ*
- *প্রথম বিনিয়োগ ৫ শতাংশ জমিতে*
- *বর্তমান বিনিয়োগ আড়াই বিঘা (লিজ)*
- *সমিতির সদস্যদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি*
- *মাসিক গড় আয় ৩০০০০ টাকা*

যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার গদখালী ইউনিয়নের হাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা রেহেনা খাতুন। স্বামী আনোয়ার হোসেন সামান্য একজন দিন মজুর। স্বামী, দুই সন্তান ও বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ি নিয়ে ছয়জনের অভাব-অনটনের সংসার। স্বামীর স্বল্প আয়ে দারিদ্রের সাথে যুদ্ধ করে কোন রকমে দিনাতিপাত করতেন। স্বামীর রোজগারের পাশাপাশি নিজে রোজগার করে স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন রেহেনা খাতুন। কিন্তু ঠিকমত বুঝে উঠতে পারছিলেন না, কিভাবে পরিবারকে দারিদ্রের অভিশাপ থেকে মুক্তি দিবেন। এমনসময় বিআরডিবির দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্পের (ইরেসপো) মাঠ সংগঠক জেসমিন সুলতানার মাধ্যমে জানতে পারেন গ্রামে প্রায় ৫০ জনকে নিয়ে দুটি মহিলা সমিতি গঠন হচ্ছে। সমিতি ও বিআরডিবি সম্পর্কে জেনে তিনি বিগত ১৮/১২/২০১৩ খ্রি: তারিখে হাড়িয়া পশ্চিমপাড়া মহিলা সমিতির সদস্য হন।

নিজের ফুল বাগানে কর্মব্যস্ত রেহেনা খাতুন

সদস্য হওয়ার পর সমিতিতে নিয়মিত সঞ্চয় জমা করতে থাকেন। এরপর ০৮/০২/২০১৪ খ্রি: তারিখে সমিতি হতে প্রথমবার ১৫,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণের টাকায় বাড়ির পাশে প্রায় ৫ শতক জায়গায় সম্পুর্ণ নিজ উদ্যোগে গাদা ফুলের চাষ শুরু করেন। এ কাজে বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ি ও স্বামী তাঁকে সহায়তা এবং অনুপ্রেরণা যোগাতে থাকেন। তিন মাস পর তার ফুল বাগান থেকে ফুল বিক্রি শুরু হয়। ফুল বিক্রির মাধ্যমে তিনি নিজ কাজের প্রতি আত্মবিশ্বাস খুঁজে পান এবং নিয়মিত বাগানের পরিচর্যা করতে থাকেন। মাঝে মাঝে ফুল বিক্রি করে ঋণের কিস্তি পরিশোধ ও পরিবারকে সহায়তা করতে থাকেন। প্রথম ঋণের সেবামূল্যসহ সমুদয় টাকা পরিশোধ করে দ্বিতীয়বার প্রকল্প হতে ২০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। নিজের কিছু সঞ্চয় ও ঋণের টাকা দিয়ে তিনি আরো জায়গা লিজ নিয়ে গাদা ফুলের পাশাপাশি তিনি কিছু গোলাপের চারা রোপণ করেন। এভাবে সারা বছর গাদা ও গোলাপ ফুল চাষ ও বিক্রি করে তিনি নিজেকে একজন ফুল চাষি হিসেবে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরিবারের অভাব মোচনের একটি ক্ষেত্র তৈরি করেছেন।

বর্তমানে স্বামী ও বৃদ্ধ শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর সহায়তায় হাড়িয়া গ্রামের ৪টি স্থানে প্রায় আড়াই বিঘা জমি লিজ নিয়ে বৃহৎ পরিসরে গাদা, গোলাপ, রজনীগন্ধা ও গ্যালোরিয়া ফুলের খামার গড়ে তুলেছেন। ফুলচাষের পাশাপাশি বর্তমানে বাড়িতে ৬টি ছাগলসহ ৩০-৩৫টি হাঁস-মুরগী পালন করেন। তাঁর স্বামী অপরের ক্ষেতের পরিবর্তে নিজেরে ক্ষেতে কাজ করেন। ফুল চাষে গতিশীলতা আনার জন্য নিজ সমিতির বেশ কিছু সদস্যকেও তিনি সাথে নিয়েছেন। এর মাধ্যমে রেহেনা খাতুন আত্ম-কর্মসংস্থানের পাশাপাশি অন্যের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন।

বর্তমানে রেহেনার পরিবারের মাসিক আয় ৩০,০০০ টাকা। তিনি দুই সন্তানকে স্কুলে পাঠাচ্ছেন। বাড়ির সকলে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার ও বিশুদ্ধ পানি পান করেন। রেহেনা খাতুন ব্যক্তিগত সফলতার বিষয়ে জানান, বিআরডিবির সহায়তা আর নিজের সততা, বিশ্বাস ও কঠোর পরিশ্রম এবং পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতার মাধ্যমে মাত্র ৩ বছরের মধ্যেই নিজের দারিদ্র্যকে জয় করেছেন। এ জন্য তিনি পরিবারের সদস্যসহ বিআরডিবির সংশ্লিষ্টদের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

৩.৬ মানব সম্পদ উন্নয়ন

প্রশিক্ষণ মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা ও মানসিকতাকে পরিবর্তন করে। গ্রামবাংলার পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনসম্পদে রূপান্তরের জন্য বিআরডিবি সূচনালগ্ন থেকেই কাজ করছে। বিআরডিবি সমবায়ের মাধ্যমে পল্লীর জনগণকে একটি সাংগঠনিক শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ করে। অতঃপর সংগঠিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় সমবায় ব্যবস্থাপনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, মতামত প্রকাশের সক্ষমতা বৃদ্ধি, নেতৃত্বের বিকাশ, আয়বর্ধক ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, সাক্ষরতা, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহারসহ প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন করে থাকে। এছাড়াও সমিতি/দলের সাপ্তাহিক সভায় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডসহ স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিশু পুষ্টি, মাতৃস্বাস্থ্য, জন্মনিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং এর কুফল, আর্সেনিক সমস্যা দূরীকরণ, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন ও ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়।

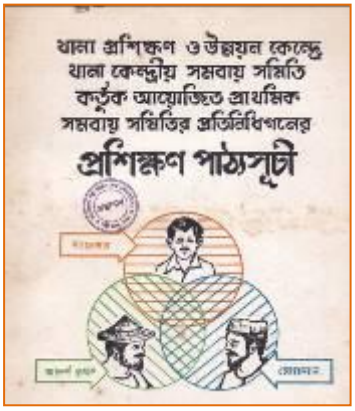

সিরডাপ ইন্টার্নশিপ ছাত্র-ছাত্রীদের একদিনের ওরিয়েনটেশন প্রোগ্রাম

বিআরডিবি পল্লীর মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য উপকারভোগী সদস্যদের দারিদ্র্য বিমোচন ও আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড নির্ভর বিভিন্ন প্রশিক্ষণের পাশাপাশি পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এছাড়া জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম), বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), বিসিএস প্রশাসন একাডেমী, বিয়াম ফাউন্ডেশন, বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয় হতে বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসের কর্মকর্তা এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিআরডিবির নিজস্ব ৩টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসহ উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ অবকাঠামো রয়েছে। এ সকল অবকাঠামো যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে বিআরডিবির/প্রকল্পসমূহ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় উপকারভোগী সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বিআরডিবি মোট ১০৬৪ জন কর্মকর্তা কর্মচারী এবং ২২০০৬৩ জন উপকারভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বিআরডিবির আওতায় উপকারভোগী প্রশিক্ষণের সংখ্যা প্রায় ২৬.৯৪ লক্ষ।

- ক্রমপুঞ্জিত কর্মকর্তা/কর্মচারি প্রশিক্ষণ
  ৪১৭৬৫ জন
- ক্রমপুঞ্জিত উপকারভোগী প্রশিক্ষণ
  ২৬৯৩৮২৯ জন

শুরু হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত বিআরডিবির মানব সম্পদ উন্নয়ন

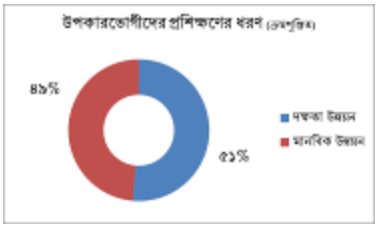

কর্মকর্তা/কর্মচারি						উপকারভোগী					
অর্থবছরে			ক্রমপুঞ্জিত			অর্থবছরে			ক্রমপুঞ্জিত		
দেশে	বিদেশে	মোট	দেশে	বিদেশে	মোট	দক্ষতা উন্নয়ন	মানবিক উন্নয়ন	মোট	দক্ষতা উন্নয়ন	মানবিক উন্নয়ন	মোট
১০৫০	১৪	১০৬৪	৪১০৬৩	৭০২	৪১৭৬৫	১২২০৪৬	৯৮০১৭	২২০০৬৩	১৩৮৩৯৮০	১৩০৯৮৪৯	২৬৯৩৮২৯

৩.৬.১ সফলতার গল্পঃ আত্মকর্মসংস্থানে লোপা

সদস্য পরিচিতি

সদস্যের নাম	দলের নাম	প্রকল্পের নাম	উপজেলা	জেলা
লোপা আক্তার	হাসিম বাজার পল্লী সমাজ	উদকনিক	গাইবান্ধা সদর	গাইবান্ধা

- ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন
- ৬০ দিন ব্লক-বাটিকের প্রশিক্ষণ
- স্থানীয় বাজারে পণ্য সরবরাহকারী
- মাসিক গড় আয় পাঁচ হাজার টাকা।

লোপা আক্তার গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলার খোলাহাটি ইউনিয়নের পশ্চিম কোমরনই দশআনি গ্রামের একজন আজন্ম ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন মহিলা। তার বাবা একজন নির্মাণ শ্রমিক এবং মা একজন গৃহিনী। ৫ (পাঁচ) ভাই-বোনের মধ্যে লোপা চতুর্থ। ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন হলেও লোপা আক্তার ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন। সংসারের অভাব অনটন ও পিতা বৃদ্ধ হওয়ার কারণে ২০১২ সালে ১৮ বছর বয়সে লোপা আক্তারের বিয়ে হয় একই গ্রামের নির্মাণ শ্রমিক জনাব মোঃ মোসলেম মিয়ার সাথে। স্বামীর অভাবের সংসারে দৈনিক গড় আয় ২৪০ টাকা। সংসারের সদস্য ২ জন। তাঁর স্বামীর নিজস্ব জমি বলতে তিন শতক জমিতে বসতবাড়ি। যেখানে একটি টিনের চালাঘরে তারা বসবাস করেন। দৃষ্টি শক্তিতে সমস্যা থাকলেও ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করায় লোপা সবসময় কিছু একটা করার চিন্তা করতেন। এরইমধ্যে 'উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি-২য় পর্যায়' শীর্ষক প্রকল্পের ক্রেডিট সুপার ভাইজার বেগম শারমীন খাতুন গ্রামে বেইজ লাইন সার্ভে করে লোপাকে প্রকল্পের প্রশিক্ষণের জন্য প্রস্তাব দেন। লোপা এ প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করে উক্ত প্রকল্পের আওতায় ব্লক-বাটিক ট্রেডে ৬০ কর্মদিবসের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের সময় লোপা দৈনিক ২৫০ টাকা করে ভাতা পেতেন। সেই টাকা থেকে তিনি শুধু দৈনিক আসা-যাওয়ার খরচ করতেন। ফলে প্রাপ্ত ভাতা ২৫০ টাকা থেকে লোপা দৈনিক প্রায় ১৫০-১৬০ টাকা সঞ্চয় করে প্রশিক্ষণ শেষে ১০,০০০ টাকার একটি তহবিল গঠন করেন। উক্ত টাকা থেকে ব্লক-বাটিকের কাজ করার জন্য কিছু উপকরণ ও কিছু এক রঙের সুতি কাপড় ও কয়েকটি প্রাইডের শাড়ি ক্রয় করে এর উপর ব্লক-বাটিকের বিভিন্ন নকশা করে নিজ গ্রাম ও আশেপাশের গ্রামে বিক্রি করেন। এতে তাঁর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীতে তাঁর নকশাকৃত কাপড় আশেপাশে বিক্রি ছাড়াও বিআরডিবি অফিসের মাধ্যমে প্রকল্পের প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্রে বিক্রির সুযোগ পান। এছাড়া বিআরডিবি অফিসের কর্মকর্তা গাইবান্ধা জেলা সদরের বিভিন্ন ব্লক-বাটিকের কাপড় বিক্রির দোকানের সাথে লোপাকে পরিচয় করিয়ে দেন।

ক্রেতাদের সাথে লোপা আক্তার

লোপা এখন দুভাবে কাজ করেন। নিজে কাপড় কিনে তাতে ব্লক-বাটিকের কাজ করে শহরের বিভিন্ন দোকানে সরবরাহ করে এবং কিছু ক্রেতা সরাসরি তাঁর বাড়ি থেকে কিনে নিয়ে যায়। কিছু ক্রেতা নিজে কাপড় কিনে নিয়ে আসে এবং লোপা সেগুলোতে ক্রেতার পছন্দ অনুযায়ী ব্লক-বাটিকের ডিজাইন করে দেন। ঈদ-উল-ফিতর ও দুর্গাপুঁজার সময় লোপার বিক্রি ও পরিচিতি অনেক বেড়ে যায়। ফলে লোপার আয়ও বেড়ে যায়। বর্তমানে তার মাসিক গড় আয় প্রায় ৫,০০০ টাকা। নিজের কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় লোপা গ্রামের আরও দুইজন দুস্থ মহিলাকে ব্লক-বাটিকের কাজের প্রশিক্ষণ দিয়ে সহকারী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। এদিকে লোপা কাপড় তৈরির জন্য সেলাই মেশিন কিনে সেলাইয়ের কাজ শিখছেন। কাপড় তৈরি করে তাতে ব্লক-বাটিকের কাজ করলে মুনাফার পরিমাণ বেশি হবে বলে সে মনে করে। অন্যদিকে মুনাফার অর্থ দিয়ে লোপা একটি ছোট গরু কিনেছেন। নিজের অবসর সময়ে তিনি গরুর যত্ন করেন। লোপার স্বামীও লোপার কাজে সহযোগিতা করেন। আগামীতে ব্লক-বাটিক ও গরু বিক্রির মুনাফা থেকে স্বামীর জন্য একটি ইজি বাইক কেনার পরিকল্পনা করেছেন। এতে পরিবারের আয়ের বহুমুখিতা বৃদ্ধি পাবে বলে লোপা মনে করেন।

প্রকল্পের কার্যক্রমে যোগদানের পূর্বে লোপার বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ছিল না। বর্তমানে বাড়ির সকলে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করেন। পূর্বে বাড়িতে খাবারের পানির ব্যবস্থা ছিল না অন্যের বাড়ি থেকে পানি নিয়ে এসে ব্যবহার করতেন। এখন লোপা নিজের বাড়িতে নলকূপ স্থাপন করেছেন। লোপা ও তাঁর স্বামী বাড়ির চারপাশে বিভিন্ন ধরণের শাক-সবজি চাষ করেন যা পরিবারের পুষ্টির যোগান দেয়। বাড়িতে বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা না থাকলেও বর্তমানে তিনি মোবাইল ব্যবহার করেন। বর্তমানে লোপার একটি ডিপিএস আছে যেখানে সে মাসে ২০০ টাকা জমা করেন।

প্রকল্প সম্পর্কে লোপা বলে উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়) তাঁর ভাগ্য পরিবর্তন করে সমাজের মাথা উঁচু করে বাঁচতে শিখিয়েছে। লোপা নিজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি ভবিষ্যতে সমাজের অন্যান্য দরিদ্র মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে আরো সফলভাবে কাজ করার জন্য স্বপ্ন দেখেন।

৩.৬.২ সফলতার কাহিনীঃ প্রশিক্ষণে দারিদ্র্য মুক্তি

সদস্য পরিচিতি

সদস্যের নাম	দলের নাম	কর্মসূচি	উপজেলা	জেলা
মোঃ তাজুল ইসলাম	মথুরাপুর গাংলী পাড়া বিত্তহীন দল	পিইপি	মধুখালী	ফরিদপুর

পাটের ব্যাগ তৈরির প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
বর্তমান মাসিক আয় ১৮০০০ টাকা
ক্রমপুঞ্জিত ঋণ গ্রহণ ৪.৫ লক্ষ টাকা
আড়ং এর পণ্য সরবরাহকারী

১৯৯২ সাল। ফরিদপুর জেলাধীন মধুখালী উপজেলার গাজনা ইউনিয়নের অন্তর্গত মথুরাপুর গাংলীপাড়া গ্রাম। গ্রামের বাসিন্দা মোঃ তাজুল ইসলাম পেশায় একজন সাধারণ বর্গাচাষী। নিজের যৎসামান্য এবং অন্যের জমি বর্গা নিয়ে চাষাবাদ করে কষ্টে দিনাতিপাত করে আসছিলেন। এ সময় তিনি বিআরডিবির উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান কর্মসূচির (পিইপি) একজন মাঠ সংগঠকের মাধ্যমে পিইপির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পেরে বিগত ২০/০২/১৯৯২ খ্রিঃ তারিখে 'মথুরাপুর গাংলী পাড়া বিত্তহীন দল' এর সদস্যপদ গ্রহণ করেন। সদস্যপদ গ্রহণের পর তিনি মাসিক ১০ টাকা হারে সঞ্চয় জমা করতে শুরু করেন। শুরু হয় তাজুলের উন্নয়নের পথে চলা।

সদস্য হওয়ার পর মোঃ তাজুল ইসলাম পিইপির আওতায় পাটের ব্যাগ তৈরির প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর বর্গাচাষের পাশাপাশি তিনি পিইপি হতে প্রথম ৩০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে পাটের ব্যাগ তৈরি শুরু করেন। ব্যাগ তৈরি শুরু করার পর তিনি স্থানীয়ভাবে বাজারজাত করার পাশাপাশি পিইপির কারুগৃহে সরবরাহ শুরু করেন। এরপর আর তাঁকে পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। পাটের ব্যাগ তৈরির মাধ্যমে ঘটিয়েছেন তাঁর দারিদ্র্য মুক্তি। বর্তমানে তিনি পাটের তৈরি বিভিন্ন রকমের ব্যাগ ঢাকায় ব্র্যাকের আড়ং ক্রয় সেন্টারে নিয়মিতভাবে সরবরাহ করে আসছেন।

নিজের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শনী বিক্রয় কেন্দ্রে মোঃ তাজুল ইসলাম

জনাব মোঃ তাজুল ইসলামের বর্তমান মাসিক গড় আয় প্রায় ১৮,০০০ টাকা। পিইপির আওতায় বর্তমানে তাঁর জমাকৃত সঞ্চয়ের পরিমাণ ১১১০০ টাকা। পিইপির সদস্য হওয়ার পর তিনি বিশুদ্ধ পানি পান, স্যানিটেশন, দলীয় গতিশীলতা, জেন্ডার উন্নয়ন ও পারিবারিক আইনসহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। পিইপি হতে বিভিন্ন সময়ে তাঁর সর্বমোট গৃহীত ঋণের পরিমাণ ৪.৫০ লক্ষ টাকা। তিনি নিয়মিতভাবে তাঁর নিকট পাওনা সকল ঋণ পরিশোধ করেছেন। তাঁর এই সফলতার জন্য পিইপি - বিআরডিবি অফিস হতে প্রি- গ্রাজুয়েট সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

বর্তমানে তিনি সামাজিকভাবে সুপরিচিত এবং সকল সামাজিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করেন। জনাব তাজুল ইসলাম এখন সন্তানদের নিয়মিত স্কুলে পাঠান, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করেন। তাঁর মতে পিইপির মাধ্যমে সঠিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ, ব্যবসা শুরুর অর্থ ও উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার সুযোগ তাঁর সফলতার অন্যতম কারণ। তিনি বর্তমানে তাঁর ব্যবসাকে আরো বড় করার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির স্বপ্ন দেখছেন। এতে স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি তাঁর আয়ও বৃদ্ধি পাবে। ক্রমউন্নতির জন্য বিআরডিবির প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশসহ উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করেন।

৩.৭ কৃষি প্রযুক্তি উন্নয়নে সেচ ব্যবস্থাপনা

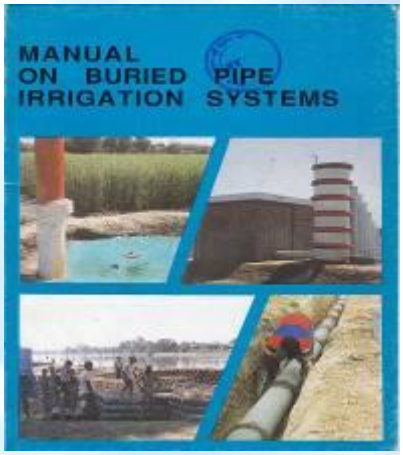

পল্লী উন্নয়নে 'কুমিল্লা মডেল' এর প্রধান চারটি উপাদানের মধ্যে সেচ কার্যক্রম অন্যতম। বিআরডিবির সূচনালগ্ন থেকেই অধিক ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে তৎকালীন সর্বাধুনিক কৃষি প্রযুক্তি নির্ভর চাষাবাদ পদ্ধতির প্রচলনের জন্য কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষকদের সংগঠিত করে বিএডিসি, ব্যাংক ও বিআরডিবির যৌথ প্রচেষ্টায় কৃষকদের মাঝে সেচযন্ত্র বিতরণ করেছে। এক্ষেত্রে বিআরডিবি কৃষকদের সংগঠিত করার মাধ্যমে সেচযন্ত্র গ্রহনে উদ্বুদ্ধ করে বিএডিসি ও ব্যাংকের মধ্যে সংযোগের সাথে সাথে মাঠপর্যায়ের সেচযন্ত্রের পরিচালনায় মূল অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। ব্যাংক বিআরডিবির যৌথ চুক্তির মাধ্যমের সম্পাদিত ব্যাংকিং পরিকল্পনা মোতাবেক বিআরডিবি নিয়ন্ত্রিত ইউসিসিএ গুলোতে ব্যাংক সেচযন্ত্র খাতে মেয়াদী ঋণ বিনিয়োগ করে। বিতরণকৃত সেচযন্ত্রের মাধ্যমে বিআরডিবি দেশের বিপুল পরিমাণ এলাকা চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসে। আশি ও নব্বই দশকে বিআরডিবি সেচযন্ত্র ঋণের মাধ্যমে সমবায়ী কৃষকদের সেচযন্ত্র বিতরণ করে কৃষি উৎপাদনে বিপ্লব ঘটায়।

বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের শুরুর দিকে সরকার বেসরকারি খাতকে গতিশীল করার লক্ষ্যে সেচযন্ত্র বাজারজাতকরণ বেসরকারি খাতের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। এর ফলে বিআরডিবি-বিএডিসি-ব্যাংক এর সম্মিলিত উদ্যোগে সেচযন্ত্র বিতরণ কার্যক্রম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হওয়ায় বিআরডিবির সেচযন্ত্র বিতরণ কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে পড়ে। জুন ২০১৬ পর্যন্ত সেচ সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রমের আওতায় বিআরডিবি মোট ৩৫৫২৮৮টি সেচযন্ত্র বিতরণ করে। বিতরণকৃত সেচযন্ত্রের মধ্যে গভীর নলকূপ ১৮৩৬০টি, অগভীর নলকূপ ৪৪৫২৩টি, শক্তিচালিত পাম্প ১৯৪০৫টি এবং হস্তচালিত পাম্প ২৭৩০০০ টিসহ । এছাড়া সেচযন্ত্র খাতে মোট বিরণকৃত ঋণের পরিমাণ ২১০৭৮.৩৭ কোটি টাকা।

বিআরডিবির মাধ্যমে বিতরণকৃত সেচযন্ত্রসমূহ দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে অনেক নলকূপ অকেজো হয়ে যায়। ফলে অকেজো নলকূপের মধ্যে মেরামতযোগ্য নলকূপগুলোকে সচল করার লক্ষ্য বিআরডিবি বিগত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ 'সেচ সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২০টি জেলার ৬১ টি উপজেলায় বিআরডিবিভুক্ত ৫২৪ টি অচল/অকেজো কিন্তু মেরামত যোগ্য গভীর নলকূপ মেরামত করে সচলকরণ ও সেচ এলাকা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে দারিদ্র্য বিমোচন করা হবে। প্রকল্পের আওতায় মোট সচলকৃত গভীর নলকূপের সংখ্যা ৩০০টি।

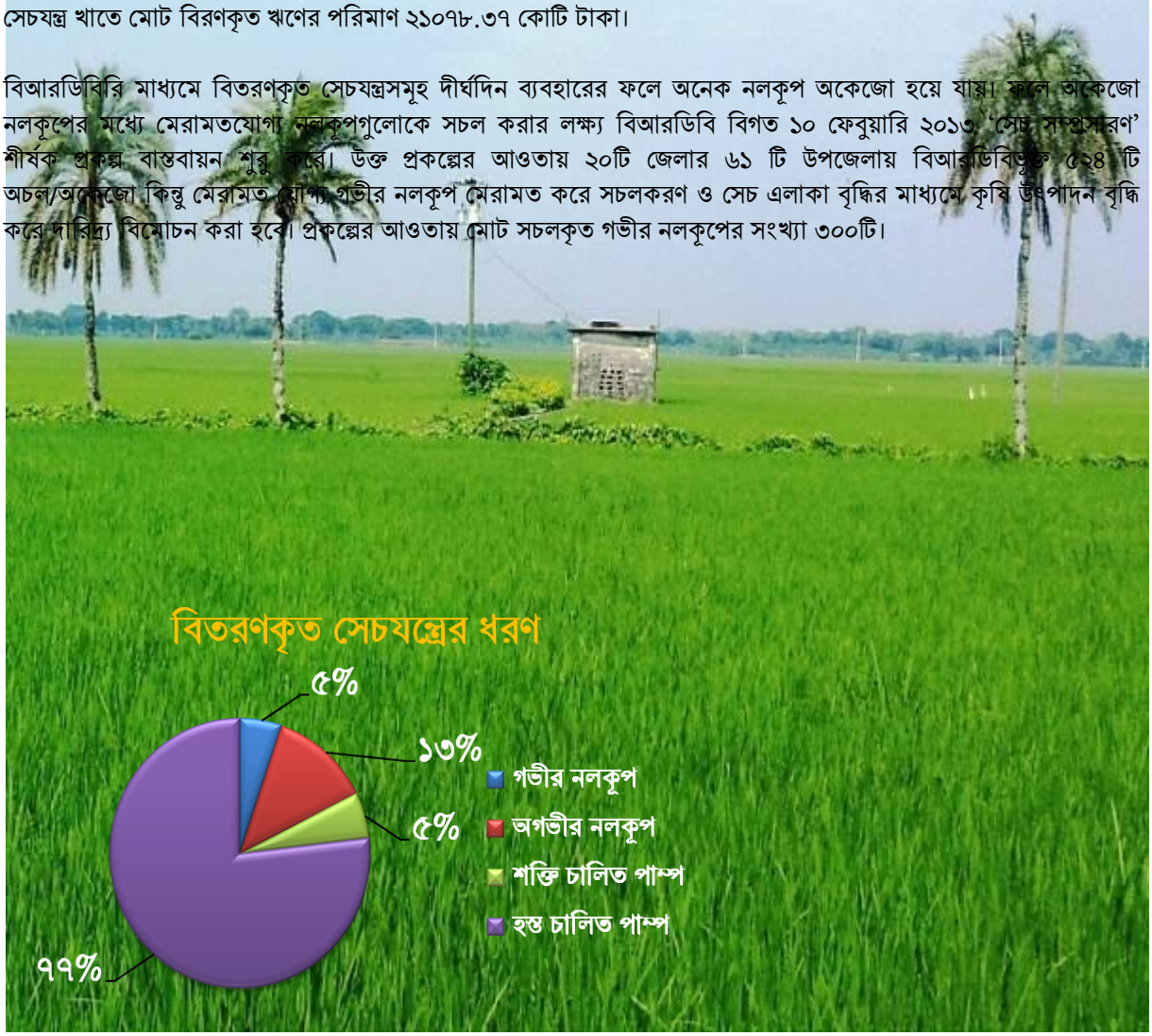

৩.৮ বিপণন সংযোগ সৃষ্টি

বিআরডিবি উপকারেভোগী সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের যথাযথ মান নিশ্চিত করা, সংরক্ষণ, উৎপাদকের ও ভোক্তার ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির জন্য বিপণন সংযোগ কার্যক্রম পরিচালনা করে। পণ্য সংরক্ষণের জন্য বিআরডিবির বিভিন্ন অবলুপ্ত প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৬৮টি গুদামঘর রয়েছে। এছাড়াও কারুপল্লী, কারুগৃহ, শান্তি, পল্লী বাজার ব্রান্ড নামে ৮টি প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে।

বিআরডিবির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনী কাম সেলস্ সেন্টার পরিচিতি

৩.৮.১ কারুপল্লী

'কারুপল্লী' দারিদ্র্য দূরীকরণে বিআরডিবির একটি ব্যতিক্রমধর্মী কার্যক্রম। প্রকৃতপক্ষে এটি গ্রামের অসহায় ও বিত্তহীন সদস্যদের উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প ও অন্যান্য পণ্যের বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র। ১৯৮৯ সালের এপ্রিল মাসে বিআরডিবির উদ্যোগে জাপান ওভারসীজ কোঅপারেশন ভলান্টিয়ার্সের (জেওসিভি) কারিগরী ও আর্থিক সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয় কারুপল্লী। করুপল্লীর প্রধান উদ্দেশ্য হলো বিআরডিবির সুবিধাভোগী এবং অসহায় ও বিত্তহীন গোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণে মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতা কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন হস্তশিল্পজাত পণ্য উৎপাদন এবং তা দেশি ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিপণন সুবিধা প্রদানে সহায়তা করা। বর্তমানে বিআরডিবির প্রধান কার্যালয় পল্লী ভবন, ৫, কাওরান বাজার, ঢাকায় কারুপল্লীর একটি প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র রয়েছে। প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র ছাড়াও karupalli.brdb.gov.bd ই-কর্মাস সাইটের মধ্যমে কারুপল্লীর পণ্য বিক্রয় করা হয়।

৩.৮.২ পল্লী বাজার

বিআরডিবি বাস্তবায়নাধীন দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো) প্রকল্পটি বর্তমান সরকারের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত একটি প্রকল্প। প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ নারীদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে 'পল্লী বাজার' ব্রান্ড নামে ঢাকা, খুলনা ও যশোরে ০৩ (তিন) টি সেলস্ সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। সেলস্ সেন্টারসমূহ প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মচারিদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। একইসাথে বর্তমান সময়ে অনলাইন মার্কেটিং জনপ্রিয় হওয়ায় প্রকল্পের ই-কমার্স সাইট; www.pallibazar.com.bd চালু করা হয়েছে। পল্লী বাজারে যে সকল পণ্য বিক্রয় করা হয় সেগুলি হলো - নকশি কাঁথা, বেড কভার, হাতের কাজের থ্রিপিচ, শাড়ী, পাঞ্জাবী, ফতুয়া, শিশুদের বিভিন্ন ধরনে পোশাক, কুশন কভার, ওয়ালমেট, পাটজাত দ্রব্য, শোপিচ এবং উৎসব বা ঋতুভেদে নানা ধরনের হাল ফ্যাশনের পোষাক।

৩.৮.৩ উদকনিক প্রকল্পের প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র

উদকনিক প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের উৎপাদিত বিভিন্ন ধরণের হস্তশিল্প, কৃষি-অকৃষি পণ্যের বিক্রয় ও প্রদর্শনীর জন্য রংপুর জেলায় প্রদর্শনী কাম বিক্রয় কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রটির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার ৫ টি জেলার ৩৫ টি উপজেলার সদস্যদের ন্যায্যমূল্যে কাঁচামাল সরবরাহ এবং উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্যসমূহ প্রদর্শনী ও বিক্রয় নিশ্চিত করা হয়। বিক্রয়কেন্দ্র ছাড়াও পণ্যসমূহ প্রকল্পের ই-কমার্স সাইটের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়। উদকনিক প্রকল্পের প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্রের প্রধান পণ্যসমূহ হলো - নকশি কাঁথা ও নকশি টুপি, নকশি বেড কাভার, কুশন কাভার, পাটজাত পণ্য, গহনা সামগ্রী, রংপুরের প্রসিদ্ধ শতরঞ্জি, জামা, পাঞ্জাবী, ব্যাগ, শাড়ি, বিভিন্ন উৎসব এবং ঋতুভেদে নানা ধরণের হাল ফ্যাশানের পোশাক প্রভৃতি।

৩.৯ গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কার

গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার কার্যক্রমের আওতায় কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী উপজেলায় নির্মিত কাঠের সেতু

বিআরডিবির গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার কার্যক্রম অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত লিংক মডেল পদ্ধতিতে সম্পাদিত পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। লিংক মডেল পদ্ধতিতে পল্লী অঞ্চলে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি (জিসি) গঠন করা হয়। ২০ থেকে ৩০ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটি প্রতি মাসে গ্রামে বসে সভা করেন। এ সভায় গ্রামের উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সকল সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের (স্কিম) প্রস্তাব তৈরি করে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন সমন্বয় সভায় (ইউসিসিএম) উপস্থাপন করা হয়। ইউসিসিএমএ অনুমোদিত হলে গ্রামের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা হয়। এ সকল স্কিম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে (তিন) ধরনের উৎস থেকে ব্যয় নির্বাহ করা হয়। স্কিমের মোট ব্যয়ের ৭০% (অনধিক ৭০,০০০) টাকা প্রকল্প থেকে, ২০% সংশ্লিষ্ট গ্রামের উপকারভোগী জনগণ এবং ১০% সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের তহবিল থেকে প্রদান করা হয়। এ পদ্ধতিতে স্কিম বাস্তবায়ন করা হলে সরকারের কম টাকায় অনেক বেশি উন্নয়ন করা সম্ভব হয় এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ থাকে মর্মে প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। পিআরডিপি-৩ এর আওতায় ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে এ ধরনের ৬৩টি ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কারমূলক স্কিম বাস্তবায়ন করা হয়। ইতঃপূর্বে পিআরডিপি-২ এর আওতায় মোট ২৮১০ টি স্কিম বাস্তবায়ন করা হয়।

গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কার কার্যক্রমের আওতায় খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলায় নির্মিত রাস্তা

৩.১০ সম্প্রসারণ কার্যক্রম

বিআরডিবিভুক্ত সদস্যদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে বৃক্ষরোপণ, মৎস্য চাষ, উন্নত চুল্লী স্থাপন, জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপন, পশুপাখির টিকাদান ও বিভিন্ন সামাজিক সচেতনামূলক কর্মকান্ড।

জুন ২০১৬ পর্যন্ত সম্প্রসারণ কার্যক্রম

বৃক্ষরোপণ		জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপন		উন্নত চুল্লী স্থাপন		পশুপাখির টিকাদান		মাছের পোনা বিতরণ		নারিকেলের চারা রোপণ	
২০১৫-২০১৬	ক্রমপুঞ্জিত	২০১৫-২০১৬	ক্রমপুঞ্জিত	২০১৫-২০১৬	ক্রমপুঞ্জিত	২০১৫-২০১৬	ক্রমপুঞ্জিত	২০১৫-২০১৬	ক্রমপুঞ্জিত	২০১৫-২০১৬	ক্রমপুঞ্জিত
৫০.৩৮ লক্ষ	২৩০০.৪৯	৩৮০৯০	২০৭৬৭৯৮	৮৮৭	৪৯৫২৯৪	২.৯৮ লক্ষ	৩২১৩.৬৭ লক্ষ	১৯.৪০	৪৫৭১.২৩	৪৩৮টি	১৫০৯৫৪২টি

গাজীপুরের কালিয়াকৈয়র উপজেলায় সদস্যদের মধ্যে গাছের চারা বিতরণ

৩.১১ নারী ক্ষমতায়নে বিআরডিবি

নারীরা যুগ যুগ ধরে শোষিত, বঞ্চিত ও অবহেলিত হয়ে আসছে। বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে শ্রেণী, ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, দক্ষতা এক কথায় সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মধ্যে অসমতা রয়েছে। নারী সংসারের সকল কাজ করে কিন্তু সিদ্ধান্ত নেয় পুরুষ। বাস্তবিক অর্থে সমাজ ও দেশ গঠনে তাঁকে সম্পৃক্ত করা হয় না। বরঞ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল ক্ষেত্রে তাঁদের প্রতি বৈমষম্যমূলক আচরণ, অবমূল্যায়ন ও বঞ্চিত করা হচ্ছে। বৈষম্যমূলক আইন, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর জন্য নারীরা তাঁদের অধিকার আদায়ের অনুশীলনে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। অথচ নারী পুরুষের মধ্যে সমতা আনয়ন সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সামাজিক উন্নয়ন ও গনতান্ত্রিক মূল্যবোধ অনুশীলনের পূর্বশর্ত।

ক্ষমতায়ন এমন একটি পদ্ধতি যা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমনঃ সামাজিক, আর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা দলের ক্ষমতার পরিবর্তনে ভারসাম্য আনয়ন করে। ক্ষমাতায়ন শক্তিধরের নিকট থেকে ক্ষমতা শক্তিহীনের নিকট করে। বৈষম্যমূলক সম্পদ বন্টন, সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রনহীনতা, নারীর ক্ষমতার অবস্থানকে ভারসাম্যহীন করে তোলে। সুতারাং ঐ সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মধ্যে সমতা আনয়নই ক্ষমতায়নের অর্থ বা মূল লক্ষ্য। এক কথায় আমরা বলতে পারি, এটা কোন একমূখী প্রক্রিয়া নয়, এটা দ্বিপাক্ষিক প্রক্রিয়া। সংক্ষেপে নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন বলতে বুঝায়, নারীর মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণ, সাংবিধানিক গ্যারান্টিসহ রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের সকলস্তরে তথা পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসীমায় নারীর অংশগ্রহণ ও অধিকার নিশ্চিতকরণ। প্রশাসন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং উন্নয়নের মূল ধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্দু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রথম পদক্ষেপ গৃহীত হয়। এলক্ষ্যে বিআরডিবির নারীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তাবায়ন করছে।

বিআরডিবি ১৯৭৫ সাল থেকে সর্বপ্রথম নারীদের সর্বক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ এবং তাঁদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি (মউ) চালু করে। প্রথম পর্যায়ে ১৩০ টি উপজেলায় এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়। এ প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হলো বাংলার সুবিধা বঞ্চিত মহিলাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পরামর্শ প্রদান ও আর্থিক ভাবে স্বাবলম্বী করা।

নারী উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড পুরুষদের পাশাপাশি পল্লী এলাকার অসহায়, দুঃস্থ, বিধবা, এতিম, দারিদ্র বিওহীন নারীদের আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক দলভুক্ত করে তাঁদেরকে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড প্রশিক্ষণ ও সঞ্চয় জমার মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি গঠনে সহায়তা করা, ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করার ফলে তারা উপার্জনমূখী নানা কর্মকান্ড পরিচালনা করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে। বিআরডিবি গ্রামীণ নারীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে তাঁদেরকে কর্মমুখী ও আত্মর্নিভরশীল করে তুলছে। ফলে এসকল নারী পরিবার ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূণ ভূমিকা পালন করছে।

মোবাইল মেরামত প্রশিক্ষণ

বিআরডিবি নারীদেরকে প্রকৃত ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাস, আর্থ-সামাজিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, সম্পদের অধিকার রক্ষা, আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জীবনযাত্রার গুনগত মান উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, সচেতনতা বৃদ্ধি সর্বপরি নারীদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি এবং নারীদের প্রতাক্ষ/পরোক্ষভাবে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করতে ইরেসপো, গ্রামউকসক, মবিকেউস, দুপউস ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিআরডিবি কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম যেমন বসতবাড়ীতে শাক-সবজি ও ফলমুলের চাষ, বেত ও বাঁশের কাজ, গরু মোটাতাজাকরণ, ছাগল পালন, হাঁস-মুরগী ও কবুতর পালন, মৃৎশিল্প, তাঁতশিল্প, চিড়া-মুড়ি ভাজা ইত্যাদি কার্যক্রমের উপর বিআরডিবি প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাঁদের দক্ষ, কর্মঠ ও দায়িত্বশীল হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করছে। এসব প্রকল্প/কর্মসূচির মাধ্যমে পল্লীর সুবিধা বঞ্চিত মহিলারা আজ আত্মনির্ভরশীল হয়েছে এবং দারিদ্র্য বিমোচন অনেকাংশ কমেছে।

বিআরডিবির মহিলা উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় সরকারের পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নারী স্বাস্থ্যশিক্ষা, মাতৃকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা, নারীর স্বাস্থ্য উন্নয়ন বিষয়ক সেবা, পরিবার পরিকল্পনা সেবা, বাল্য বিবাহ রোধ, নারী নির্যাতন রোধ, যৌতুক প্রথা র্নিমূল, সঠিক সময়ে সন্তান নেয়া, বৃক্ষরোপণ ও স্যানিটেশন ইত্যাদি সর্ম্পকে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ছাড়াও মহিলাদের বাড়ীতে বসে আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তবে সময়ের সাথে সাথে এর পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে বিআরডিবি মহিলাদের প্রথাগত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি

ভোকেশনাল ও কারিগরী প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (বিদেশগামী নারীদের জন্য), বৃদ্ধিকল্পে পরামর্শ ও সহযোগিতা করে যাচ্ছে। জুন ২০১৬ সাল পর্যন্ত বিআরডিবি ২৪.২৬ লক্ষ গ্রামীণ মহিলাকে ৮০৭৬০ টি সমিতি/দলের মাধ্যমে সংগঠিত করে বিভিন্ন প্রকার সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। এসময়ে বিআরডিবির মহিলা সদস্যদের শেয়ার-সঞ্চয় জমার মাধ্যমে মূলধন গঠনের পরিমাণ ৩৪৭.৩৩ কোটি টাকা এবং বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে বিনিয়োগের জন্য মহিলাদের বিপরীতে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ৭৩২৫.১০ কোটি টাকা।

একটি দেশের নারী সমাজকে পশ্চাদৎপদ রেখে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন কোনভাবেই সম্ভব নয়। নারীদের উন্নয়নে বর্তমান সরকার যে কার্যকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে যেমনঃ সকল স্তরে নারী উন্নয়নের লক্ষ্য নির্ধারণ, স্থানীয় সরকার ও জাতীয় পর্যায়ে নারীদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধিকরণ, সচেতনতা সৃষ্টি ও জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ, নারীর সহায়তা এবং সেবা দান প্রভৃতি যা সত্যিই প্রশংসনীয়। সরকারের পাশাপাশি বিআরডিবি নারীদের উন্নয়নে দারিদ্র্য বিমোচনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিগত পাঁচ বছরে নারীরা অনেকদূর এগিয়েছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তাঁদের অবদান বেড়েছে। কৃষি, ক্ষুদ্র কুটির শিল্প, মোটরসাইকেল মেরামত, গাড়িচলনা, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও সামাজিক বনায়ন বা বৃক্ষরোপণের দিকে নারীকে আরো বেশী উৎসাহিত করতে এবং নারীদেরকে নিজের পায়ে দাড়াঁনোর জন্য আধুনিক কলা কৌশল ও তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নারীদেরকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত রাখছে। শুধু তাই নয় নারীদের নেতৃত্ব বিকাশে বিআরডিবি শুরু থেকেই কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের আমলে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নারীদের অংশ গ্রহণ বিআরডিবির অবদান অনস্বীকার্য। সমবায়ী নারী নেত্রীরাই স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পদে নির্বাচিত হয়ে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অবদান রাখছে।

মনোয়ারা বেগম - সফল নারী উদ্যোক্তা

টাঙ্গাইল সদর উপজেলার শহরতলীতে এনায়েতপুর গ্রাম। টাঙ্গাইল পৌর এলাকায় অবস্থিত হলেও একেবারেই অবহেলিত একটি জনপদ। স্বামী মুক্তিযোদ্ধা বেলায়েত হোসেন ও দুই মেয়ে এবং এক ছেলে নিয়ে মনোয়ারা বেগম পাটকাঠির বেড়ার ঘরে বসবাস করতেন। দারিদ্রের সাথে সংগ্রামরত মনোয়ারা বেগমের স্বামী ও নিজের কায়িক পরিশ্রমলব্ধ আয় দ্বারা 'দিন এনে দিন খায়' অবস্থায় তারা দিনাতিপাত করতেন।

- বোতাম তৈরির প্রশিক্ষণ গ্রহণ
- পণ্য সরবরাহকারীঃ *কারুপল্লী, অরণ্য, বাংলার মেলা, কারু সমন্বয়, রিহা টেক্সটাইল*
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি ৮ জন
- মাসিক গড় আয় ৬০০০০ টাকা

এ অবস্থায় স্থানীয় বিআরডিবি অফিসের মাঠসংগঠকের পরামর্শে ১৯৮৬ খ্রি: মনোয়ারা বেগম মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গ্রামে ২০ জন দরিদ্র মহিলা নিয়ে 'পূর্ব এনায়েতপুর মহিলা সমবায় সমিতি' গঠন করেন। সমিতির রেজিস্ট্রেশন নম্বর ৪৮, তারিখ ২৪/০৪/১৯৮৯ খ্রি:। সমিতি গঠনের পর তিনি নিয়মিত উঠান বৈঠকে যোগদান ও সঞ্চয় জমা করতে থাকেন। সদস্য হওয়ার পর বিআরডিবি হতে প্রথমে ১০০০ টাকা ঋণের মাধ্যমে একটি গাভী কিনে পালন করা শুরু করেন। গাভীর দুধ বিক্রির অর্থ দিয়ে নিয়মিত কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করেন। কিন্তু দারিদ্রের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি।

১৯৯১ খ্রিঃ জাপানী অর্থায়নে বিআরডিবির উদ্যোগে 'টাঙ্গাইল মহিলা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট' এ নারিকেলের খোলস দিয়ে বোতাম তৈরির উপর তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। অতপর বিআরডিবি থেকে সমিতির মাধ্যমে ৫০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে বোতাম তৈরির জন্য একটি হস্তচালিত মেশিন ক্রয় করে বোতাম তৈরি শুরু করেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় তাঁর উৎপাদিত বোতাম বাজারজাতকরণের সময়। কিছুতেই তিনি প্রস্তুতকৃত বোতাম বিক্রি করতে পারছিলেন না। এ বিষয়ে তিনি টাঙ্গাইল সদর উপজেলায় গিয়ে বিআরডিবির সহযোগিতা চান। তৎকালীন উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার জনাব মীর আব্দুল কুদ্দুস তাঁকে বিআরডিবির কারুপল্লীর সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেন।

মনোয়ারা বেগমের ভাগ্যের চাকা ঘুরে যায়। প্রস্তুতকৃত সমস্ত বোতাম বিক্রি হয়ে যায় কারুপল্লীতে। এরপর মনোয়ারা বেগম নিয়মিতভাবে বোতাম তৈরি করে কারুপল্লীতে সরবরাহ করতে থাকেন। এরই মধ্যে তিনি উৎপাদনে বৈচিত্র নিয়ে আসেন। তাঁর সৃজনশীল প্রতিভা কাজে লাগিয়ে বোতাম তৈরির পাশাপাশি নারিকেলের খোলস (আইচা) দিয়ে বিভিন্ন ধরণের সৌখিন শো-পিচ তৈরি করে কারুপল্লীসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সরবরাহ করতে থাকেন। ক্রমেই তাঁর উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা বাড়তে থাকে। বর্তমানে তাঁর উৎপাদিত পণ্য কারুপল্লী, ঢাকার অরণ্য ও বাংলার মেলা, সিরাজগঞ্জের কারু সমন্বয়, রাঙ্গামাটির রিহা টেক্সটাইল এন্ড বুটিকসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অগ্রিম অর্ডারে বিক্রি হচ্ছে। সম্প্রতি তিনি পণ্য তৈরির তিনটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র ক্রয় করেছেন। কারখানার কাঁচামাল তিনি ব্যবহার করছেন স্থানীয় আইসক্রিম কারখানায় ব্যবহৃত নারিকেলের ফেলে দেয়া খোলস (আইচা) যা তিনি প্রতি পিস এক টাকা হিসেবে ক্রয় করেন। মূলধন হিসেব নিজস্ব সঞ্চয়ের পাশাপাশি বিআরডিবি থেকে গৃহিত ঋণের টাকা ব্যবহার করেছেন। তাঁর বোতাম তৈরির কারখানায় বর্তমানে স্বামী ও ছেলের কর্মসংস্থান ছাড়াও সমিতির ছয় জন সদস্যকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন।

বর্তমানে মনোয়ারা বেগমের মাসিক গড় আয় ৬০,০০০ টাকা। পর্ণকুটিরের পরিবর্তে মনোয়ারা বেগম দুটি বড় টিনের ঘর তৈরি করেছেন। দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন এবং এক ছেলে এইচ.এস.সি পাশ করে স্থানীয় বৈল্লা বাজারে ইলেকট্রিক সামগ্রীর দোকান করেছেন। জীবন সংগ্রামী মনোয়ারা বেগম এখন একজন স্বাবলম্বী মহিলা। মনোয়ারা বেগমের ইচ্ছা তাঁর উৎপাদিত দ্রব্যাদি বিদেশে রপ্তানি করবেন। এ বিষয়ে তিনি পর্যাপ্ত মূলধন ও সহযোগিতার জন্য বিআরডিবির কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা কামনা করেন।

সহকর্মীদের সাথে কারখানায় ব্যস্ত মনোয়ারা বেগম।

৩.১২ বিআরডিবি ও আইসিটি

২০০৯ সালে জাতীয় দারিদ্র হার হ্রাস কৌশলপত্রে (NSAPR) বাংলাদেশের উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্বপ্রাপ্ত অনুঘটক হলো আইসিটি। পল্লী এলাকার অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে আইসিটিকে অন্যতম সহায়ক (Tool) হিসেবে গণ্য করে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার ক্ষেত্রে 'ভিশন-২০২১' ও 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর কর্ম-পরিকল্পনাসমূহ বিবেচনায় নিয়ে বিআরডিবির উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। সেবা প্রদান পদ্ধতির উন্নয়নসাধনের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস ও পল্লী এলাকায় বসবাসরত পুরুষ ও মহিলাদের ভাগ্যোন্নয়নে বিআরডিবি আর্বিভাবেই আইসিটিকে অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে। পল্লী এলাকার তৃণমূল পর্যায়ের নেতৃত্বের বিকাশে উৎসাহ প্রদান এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দারিদ্র্য হ্রাসের ক্ষেত্রে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর কৌশলপত্র অনুযায়ী বিআরডিবির কর্মকান্ডে আইসিটির প্রয়োগ উল্লেখযোগ্য। ২০১০ সালে যুগ্মপরিচালক (আরইএম) এর নেতৃত্বে বিআরডিবির আইসিটি সেল গঠন করা হয় এবং প্রোগ্রামিং শাখার মাধ্যমে এ সেলের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ সেল সরকারের আইসিটি নীতিমালা-২০১৫ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিআরডিবির আইসিটি নীতি, কৌশল ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে থাকে।

৩.১২.১ বিআরডিবির উন্নয়ন প্রচেষ্টায় আইসিটির প্রভাব

এটা প্রত্যাশিত যে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর ভিশনসমূহ বাস্তবায়িত হলে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। ফলে দেশের সকল নাগরিক সমতা ভিত্তিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমভাবে ক্ষমতাবান হতে পারবে। বিআরডিবির আইসিটি নীতির কারণে পল্লী এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সকল উদ্যোগে আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছে। ফলে বিআরডিবি দ্রুত, কম খরচে এবং কম ভিজিটে গুণগতমানের সেবা প্রদানের মাধ্যমে পল্লী এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার গুণগত মানে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে।

৩.১২.২ ডিজিটাল বিআরডিবির কৌশলগত অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রসমূহ ও অগ্রগতি

(ক) আইসিটি প্রশিক্ষণ

বিআরডিবি কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের আইসিটি প্রশিক্ষণের বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করে আসছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ১২০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারিকে কম্পিউটার ব্যবহার, ৪০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারিকে ই-ফাইল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ২৫০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারিকে বাংলা ইউনিকোড ও নিকষ ফন্ট ব্যবহার এবং বিভিন্ন মৌলিক প্রশিক্ষণে ২০৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারিকে আইসিটি (কম্পিউটার পরিচালনা) বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় সুবিধাভোগীদের কম্পিউটার পরিচালনা, মোবাইল ও কম্পিউটার মেরামত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(খ) ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ও টোল ফ্রি আইপি টেলিফোন সংযোগ

বিআরডিবির সদরদপ্তরে ওয়াই-ফাই (Wi-Fi) প্রযুক্তির সুবিধাসহ ১৮ এমবিপিএস গতি সম্পন্ন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ চালু এবং সকল জেলা ও উপজেলাদপ্তরে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ চালু করা হয়েছে। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর/সংস্থার সাথে সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ০৩ টি টোল ফ্রি আইপি টেলিফোন সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।

(গ) ওয়েবসাইট ও ই-মেইল

বিআরডিবির সকল কার্যক্রম জনসম্মুখে প্রকাশের প্লাটফর্ম হিসেবে একটি Interactive ওয়েবসাইট (www.brdb.gov.bd) চালু আছে। দেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল প্রকার মৌলিক তথ্য, বিআরডিবির কার্যক্রম ও নাগরিক সেবা সংক্রান্ত তথ্য, দাপ্তরিক সংবাদ ও অফিস আদেশসমূহ, প্রয়োজনীয় ফরম, প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালা ইত্যাদি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। বিআরডিবির ওয়েবসাইটের বর্তমান টেমপ্লেট পরিবর্তন করে নতুন ওয়েব পোর্টাল তৈরি ও ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টালে যুক্ত করার কাজ চলমান আছে। এছাড়া বিআরডিবির ৪৭৯টি উপজেলা ও ৬৪টি জেলাদপ্তরের ওয়েব পোর্টাল ন্যাশনাল

বিআরডিবি ওয়েবসাইটের হোম পেজ

ওয়েব পোর্টালে যুক্ত করা হয়েছে। সহজ ইলেকট্রনিক যোগাযোগের লক্ষ্যে বিআরডিবির সদরদপ্তর, জেলা ও উপজেলা দপ্তরসমূহের জন্য ৭৫০টি অফিসিয়াল ওয়েবমেইল (যেমন: ddprog.brdb.gov.bd) ব্যবহার করা হচ্ছে। যেকোন স্থান থেকে বিআরডিবির কার্যক্রম বিষয়ে বা অন্য যে কোন বিষয়ে জানা বা মতামত প্রদানের জন্য ওয়েব সাইটে কমেন্ট বক্স যুক্ত করা হয়েছে। বিআরডিবির ওয়েবসাইটে বার্ষিক ভিজিটরের সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ।

(ঘ) পিডিএস

বিআরডিবির কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের চাকরিকালীন সকল রেকর্ড সংরক্ষণের লক্ষ্যে অনলাইন ভিত্তিক পিডিএস সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। একজন কর্মকর্তা/কর্মচারির চাকরি সংক্রান্ত রেকর্ড বুক হিসেবে পিডিএস কাজ করবে। কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের অনলাইন সফটওয়্যারে রেজিষ্ট্রেশন আবেদন ও সফটওয়্যারের Administrator কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে এ সফটওয়্যারে প্রবেশ (Access) করা এবং ব্যক্তিগত/চাকরি সংক্রান্ত তথ্য এন্ট্রি করা যায়। উল্লেখ্য পিডিএস সফটওয়্যারের অধিকতর উন্নয়ন কাজ অব্যাহত রয়েছে।

(ঙ) এমআইএস

অনলাইন এমআইএস সফটওয়্যার ব্যবহার করে বিআরডিবির এমআইএস রিপোর্টিং ব্যবস্থা প্রবর্তণ করা হয়েছে। এ সফটওয়্যারের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায় থেকে অনলাইন এন্ট্রিকৃত ডাটা সদরদপ্তরে প্রক্রিয়াকরণ এবং আউট সোর্সিং সার্ভারে এ ডাটা সংরক্ষণ করা হয়। উল্লেখ্য এমআইএস সফটওয়্যারের অধিকতর উন্নয়ন কাজ অব্যাহত আছে।

(চ) সার্ভিস প্রোফাইল বুক

বিআরডিবির সকল সেবা সম্পর্কে জানতে সার্ভিস প্রোফাইল বুক তৈরি করা হয়েছে। এতে বিআরডিবির প্রোফাইল, নাগরিক সেবাসমূহের পরিচিতি ও সেবা প্রদান পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। ওয়েবসাইটের http://brdb.gov.bd/images/Demo/book_no_17_brdb.pdf লিংকে বিআরডিবির সার্ভিস প্রোফাইল বুক এর সফটকপি পাওয়া যায়। এই লিংকে গিয়ে যে কেউ বিআরডিবির সেবাসমূহ ও সেবা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারেন এবং কর্মস্থলে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে কর্মকর্তা/কর্মচারিগন এ লিংকের সাহায্য নিতে পারেন।

(ছ) সেবা প্রদান পদ্ধতি সহজিকরণ (SPS)

তথ্য ও প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দ্রুত, কম খরচে এবং কম যাতায়াতে (Visit) নাগরিক সেবা সরবরাহ করার লক্ষ্যে বিআরডিবি সেবা প্রদান পদ্ধতি সহজিকরণে কাজ করে আসছে। সেবা প্রদানে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় ইতোমধ্যে কর্মকর্তাগণ সেবা পদ্ধতি সহজিকরণে বেশ কিছু উদ্ভাবনী আইডিয়া (Idea) তৈরি করেছেন। এগুলোর মধ্যে 'ঋণ বিতরণ সহজিকরণ' আইডিয়াটি প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করে বিদ্যমান ঋণ বিতরণ পদ্ধতিকে সহজ করে দ্রুত, কম খরচে এবং কম যাতায়াতে (TCV) ঋণ বিতরণ পদ্ধতি প্রবর্তণের জন্য কাজ চলছে।

(জ) নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন

মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ ও এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি ও উদ্ভাবনী সংস্কৃতিকে উৎসাহ প্রদানে বিআরডিবির উদ্যোগ প্রশংসনীয়। নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের জন্য বিআরডিবির ৭৫ জন কর্মকর্তাকে এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় 'নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন', মেন্টরিং ও ToT প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দের গৃহীত মোট ১২ টির মধ্যে ০৩টি ইনোভেশন আইডিয়া ০৩টি উপজেলায় পাইলটিং চলছে। মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী বিআরডিবির সদরদপ্তরে ইনোভেশন কমিটি গঠন করা হয়েছে। গঠিত কমিটি কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের ইনোভেশন আইডিয়া গ্রহণে উৎসাহ প্রদান করে থাকে।

সিভিল সার্ভিস ইন ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশান-২০১৬ এ সফল ইনোভেশান আইডিয়া বাস্তবায়ন স্বীকৃতি সনদ গ্রহণ করছেন ইউআরডিও সিংগাইর, মানিকগঞ্জ

(ঝ) মাইক্রোফাইন্যান্স সফটওয়্যার (MFS)

বিআরডিবির বাস্তবায়নাধীন ইরেসপো প্রকল্পে MFS প্রবর্তণ করা হয়েছে। এটি মূলত সদস্যদের ডাটাবেইজ, MIS and AIS সমন্বিত সফটওয়্যার যার মাধ্যমে সদস্যদের তথ্য, সঞ্চয় ও ঋণের তথ্য এবং যাবতীয় হিসাব সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়। বিআরডিবি এ সফটওয়্যারটিকে মূল কর্মসূচিসহ অন্যান্য প্রকল্পে চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

(ঞ) সোস্যাল মিডিয়ার ব্যবহার

উদ্ভাবনী উপায়ে কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিআরডিবি কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের উদ্ভাবনী আইডিয়া সৃর্জন ও তা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি (Share) করার জন্য সোস্যাল মিডিয়ার ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করে থাকে। সোস্যাল মিডিয়া 'ফেসবুক' জীবনের অনেক ক্ষেত্রে ও নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনের অন্যতম অবলম্বন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বিআরডিবির অফিসিয়াল গ্রুপ পেজ facebook.com/groups/brdb.gov নাগরিক সমাজ ও কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের মধ্যে চিন্তাভাবনার ভাগাভাগিতে (Sharing) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এতে করে বিআরডিবির নাগরিক সেবাসমূহ স্বল্প সময়ে, অল্প খরচে এবং কম যাতায়াতে সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। বিআরডিবির ৪৭৯ উপজেলা ও ৬৪ টি জেলাদপ্তরের 'ফেসবুক পেজ' খোলা হয়েছে। সকল উপজেলা ও জেলাদপ্তর এবং বিআরডিবির কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ অফিসিয়াল গ্রুপ পেজ এ যুক্ত আছেন। দেশের যে কোন নাগরিক 'ফেসবুক পেজ' এ যুক্ত হতে পারেন।

(ট) ই-ফাইল (নথি) ব্যবস্থাপনা

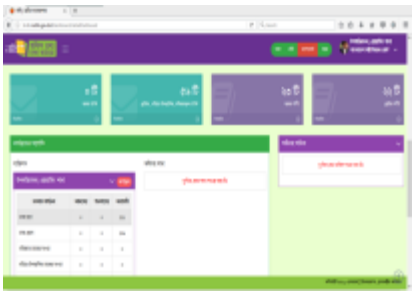

সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মস্থলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে বিআরডিবি এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় সদরদপ্তরে ই-ফাইলিং কার্যক্রম শুরু করেছে। ফাইলে লাল ফিতার দৌরাত্ন কমানোর লক্ষ্যে কাগজের কম ব্যবহারের (less paper not paper less) মাধ্যমে সেবাগ্রহিতা বান্ধব অফিস তৈরি করা ই-ফাইল এর অন্যতম উদ্দেশ্য। সদরদপ্তরের ০৩ জন কর্মকর্তাকে ই-ফাইলিং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ToT প্রশিক্ষণ ও ১২০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারিকে ই-ফাইল ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ১৭টি শাখায় ই ফাইলের মাধ্যমে দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে।

(ঠ) কর্পোরেট মোবাইল সীম ও ফিল্ডফোর্স লোকেটর সফটওয়্যার ব্যবহার

সদরদপ্তর, জেলাদপ্তর ও উপজেলা দপ্তর সমূহের মধ্যে টেলিফোন নেটওয়ার্ক সচল রয়েছে। কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের মধ্যে আন্ত:যোগাযোগ ও সুবিধাভোগীদের সাথে নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রক্ষার জন্য ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সদসদপ্তর ও মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের মধ্যে ২২৫০টি কর্পোরেট মোবাইল সিম সরবরাহ করা হয়েছে। মোবাইল অপারেটর বাংলালিংক এর সহযোগিতায় কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের অবস্থান জানার মাধ্যমে মাঠ কার্যক্রম অনুসরণের জন্য ফিল্ডফোর্স লোকেটর সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে।

(ড) ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম

সদরদপ্তরে স্থাপিত ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেমের মাধ্যমে উপজেলা ও জেলাদপ্তর এবং প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটগুলোর সাথে যুক্ত হওয়া যায়। সদরদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনা, মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে আলোচনা, জেলাদপ্তরসমূহের মাসিক সমন্বয় সভায় যুক্ত হওয়া এবং পল্লী এলাকার সুবিধাভোগীদের সাথে মত বিনিময় ইত্যাদি ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সদরদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে যুক্ত হয়ে তাৎক্ষণিক সমস্যা সমাধানের নির্দেশনা পাচ্ছেন। বিআরডিবির মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে এটা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। সম্প্রতি সদরদপ্তর থেকে সরাসরি ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে পল্লী এলাকায় বসবাসরত বিআরডিবির সুবিধাভোগীদের সাথে মত বিনিময় ও প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(ত) ডিজিটাল হাজিরা ব্যবস্থাপনা ও সিসি ক্যামেরা স্থাপন

সদরদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের সময়মতো অফিসে হাজিরা ও প্রস্থান নিশ্চিতকল্পে সম্প্রতি ফিংগার প্রিন্ট মেশিনে ডিজিটালাইজড হাজিরা ব্যবস্থা প্রবর্তণ করা হয়েছে। এছাড়া সদরদপ্তরের নিরাপত্তা, কর্মকর্তা/কর্মচারি ও সদরদপ্তরে আগত সেবাগ্রহিতা/অতিথিদের গতিবিধি সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষেণ করার জন্য প্রবেশ দ্বারসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ফ্লোর, করিডোর ও শাখায় সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।

(থ) **ই-বুলেটিন প্রকাশ:** সদরদপ্তরের জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক বুলেটিন ওয়েবসাইটে ই-বুলেটিন হিসেবে প্রকাশ করা হয়। এতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান/কর্মকান্ডের প্রতিবেদন, কার্যক্রমভিত্তিক সংবাদ, কর্মক্ষেত্রে কর্মকর্তাবৃন্দের সাফল্য ও স্বীকৃতি, সুবিধাভোগীদের সাফল্য কথা এবং পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণাপত্র/লেখাসমূহ প্রকাশ করা হয়।

২৮ মে ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে ই-ফাইল (নথি) ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দুইদিনের প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করছেন বিআরডিবির মহাপরিচালক জনাব মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ূম।

৪. বিআরডিবির সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহ

৪.১ ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)

ক্র নং	প্রকল্পের নাম	তহবিলের উৎস	প্রকল্প বরাদ্দ			এডিপি প্রকৃত বরাদ্দ			সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অর্থবছরে অর্থ ছাড়			ক্রমপুঞ্জিত অর্থ ছাড়			অর্থবছরে ব্যয়			ক্রমপুঞ্জিত অর্থ ব্যয়		
			মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প	জিওবি	১৩১৩৯.০০	১৩১৩৯.০০		৩৭০০.০০	৩৭০০.০০		৩১০০.০০	৩১০০.০০		৩১০০.০০	৩১০০.০০		৯৬৩২.০০	৯৬৩২.০০		৩০৯৮.৭৫	৩০৯৮.৭৫		৯৬২৭.৯৫	৯৬২৭.৯৫	
২	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে অপ্রধান শস্য উৎপাদন,সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়)	জিওবি	৬০৯৩.০০	৬০৯৩.০০		১৫৪৪.০০	১৫৪৪.০০		১৪৪৪.০০	১৪৪৪.০০		১৪৪৪.০০	১৪৪৪.০০		৫৪৯৩.০০	৫৪৯৩.০০		১৪৩২.১৭	১৪৩২.১৭		৫৩৬৬.৬৯	৫৩৬৬.৬৯	
৩	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (পজীপ) - ২য় পর্যায়	জিওবি এডিবি	৩৩১৪২.০০	১৯০৮৫.৪৫	১৪০৫৬.৬২	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০		৬৫৬৫.০০	৩৭০০.০০	২৮৬৫.০০	৬৫৬৫.০০	৩৭০০.০০	২৮৬৫.০০	২০৬৩১.০০	১১৫৩৬.০০	৯০৯৫.০০	৬৫৬১.০০	৩৬৯৬.০০	২৮৬৫.০০	২০১৮৯.০৮	১১০৯৪.০৮	৯০৯৫.০০
৪	সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি	জিওবি	১৯০৬.০০	১৯০৬.০০		১০৬০.০০	১০৬০.০০		৫৫৪.০০	৫৫৪.০০		৫৩০.০০	৫৩০.০০		১৮৭০.৩৪	১৮৭০.৩৪		৫১৫.০০	৫১৫.০০		১৩৬৬.২০	১৩৬৬.২০	
৫	ইনিশিয়েটিভ ফর ডেভেলপমেন্ট, এমপাওয়ারমেন্ট, এওয়ারনেস এন্ড লাইভলিহুড প্রজেক্ট কুড়িগ্রাম (আইডিইএল)	জিওবি	২০৪৩.৭৫	২০৪৩.৭৫		৫০০.০০	৫০০.০০		৪০০.০০	৪০০.০০		৪০০.০০	৪০০.০০		১৩০৮.০০	১৩০৮.০০		৩৯৯.৯২	৩৯৯.৯২		১২৮৩.৭৪	১২৮৩.৭৪	
৬	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি ২য় পর্যায়	জিওবি	৯৪৮৭.০০	৯৪৮৭.০০		১২০০.০০	১২০০.০০		১৩০০.০০	১৩০০.০০		১৩০০.০০	১৩০০.০০		২৪০০.০০	২৪০০.০০		১২৯৯.৮০	১২৯৯.৮০		২৩৯৬.৪২	২৩৯৬.৪২	
৭	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ৩য় পর্যায়	জিওবি	২৩১৬৭.০	২৩১৬৭.০					২০০.০০	২০০.০০		২০০.০০	২০০.০০		২০০.০০	২০০.০০		১৯৯.৩৫	১৯৯.৩৫		১৯৯.৩৫	১৯৯.৩৫	
	সর্বমোট	৮৮৯৭৭.৭৫	৭৪৯২১.২	১৪০৫৬.৬২	৪৮০০৪	৪৮০০৪	০	১৩৫৬৩	১০৬৯৮	২৮৬৫	১৩৫৩৯	১০৬৭৪	২৮৬৫	৪১৫৩৪.৩৪	৩২৪৩৯.৩৪	৯০৯৫	১৩৫০৫.৯৯	১০৬৪০.৯৯	২৮৬৫	৪০৪২৯.৪৩	৩১৩৩৪.৪৩	৯০৯৫	৮৮৯৭৭.৭৫

** উল্লেখিত প্রকল্পসমূহ ছাড়াও পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বাস্তবায়িত 'সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি-২য় পর্যায়)' এর একটি অংশ বিআরডিবির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৪.১.১ দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৩১৩৯.৮২ লক্ষ টাকা
অর্থের উৎসঃ জিওবি
প্রকল্প মেয়াদঃ জানুয়ারি/২০১২-ডিসেম্বর/২০১৬
প্রকল্প এলাকাঃ খুলনা ও বরিশাল বিভাগের ১৫টি জেলার ৫৯টি উপজেলা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্প এলাকার অসহায়, দরিদ্র মহিলাদের দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলোঃ

ক) মানব সম্পদের সচেতনতা বৃদ্ধি, উদ্বুদ্ধকরণ ও উন্নয়ন করা;
খ) জীবন-যাত্রার মানোন্নয়নের জন্য আয়-বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করা;
গ) পল্লী এলাকার দরিদ্র মহিলাদের সংগঠন সৃষ্টি করা।

আর্থিক অগ্রগতিঃ

প্রকল্প ব্যয়	২০১৫-২০১৬ সালের অগ্রগতি (জুন ২০১৬ পর্যন্ত)					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
১৩১৩৯.৮২	৩১০০.০০	৩১০০.০০	৩০৯৮.৭৫	৯৯.৯৫%	৯৯.৯৫%	৯৬৩২.০০	৯৬২৭.৯৫

বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০১৫-২০১৬)	বার্ষিক অগ্রগতি (২০১৫-২০১৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (টি)	২৭৮৪	৪২০	৪২২	২৩২৯
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৭৬২৫০	১০৫০০	১০৬৪২	৫৮৫২২
৩	মূলধন গঠন (লক্ষ টাকা)	১৬১৪.০০	৪০০.০০	৪০৩.২৭	১০৯৭.২৫
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	৫০০০০	৮৮০৩	৮৮০৩	৪৩৩৪৬
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	-	৫৫০০.০০	৫৫৩৫.৬৪	২০২০৯.৯১

প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুনঃ *http://www.iresppw-brdb.gov.bd/*

ইরেসপো প্রকল্পের আতওতায় ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কোরাপাড়ায় সাবিনা বেগমের মুদি দোকান

৪.১.২ দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়)।

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৬০৯৩.৬১ লক্ষ টাকা
অর্থের উৎসঃ জিওবি
প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই/২০১১-জুন/২০১৬
প্রকল্প এলাকাঃ ৬৪ জেলার ২৫৬টি উপজেলা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) ক্ষুদ্র, প্রান্তিক চাষী এবং বর্গাচাষী কৃষকদের সংগঠনভুক্ত করে অপ্রধান শষ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণে উদ্বুদ্ধকরণ;
খ) আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং পুষ্টিমান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অপ্রধান শস্যের গুরুত্ব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা;
গ) সুবিধা বঞ্চিত মহিলা জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা;
ঘ) অপ্রধান শষ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে সহায়তা;
ঙ) উপকারভোগী সদস্যদের পুঁজি গঠনে সহায়তা;
চ) প্রকল্প এলাকার দরিদ্র চাষীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রযুক্তিগত বৈজ্ঞানিক তথ্যের ব্যবহার শিক্ষা দেয়া; এবং
ছ) ফসল বাজারজাতকরণে মধ্যস্বত্বভোগীদের স্থলে উৎপাদক ও ভোক্তাদের মাঝে সরাসরি বিপণন সুযোগ সৃষ্টি।

আর্থিক অগ্রগতিঃ

প্রকল্প ব্যয়	২০১৫-২০১৬ সালের অগ্রগতি (জুন ২০১৬ পর্যন্ত)					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
৬০৯৩.৬১	১৪৪৪.০০	১৪৪৪.০০	১৪৩২.১৭	৯৯.১৮%	৯৯.১৮%	৫৪৯৩.০০	৫৩৬৬.৬৯

বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০১৫-২০১৬)	বার্ষিক অগ্রগতি (২০১৫-২০১৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	দল গঠন (টি)	৭৬৮০	১০১৬	৯৫১	৭৬২৫
২	সদস্য ভর্তি (জন)	২৩০৪০০	৫৫৪৩২	৪২৭৭৮	২১৭৯৯৬
৩	প্রশিক্ষণ (জন)	২৪১০৬২	৩৯২৮০	৩২০৮২	২০৩০১৮
৪	প্রদর্শনী খামার(টি)	২৫৬০	৫৬৮	৫৬৮	২৫৬০
৫	পুজি গঠন(লক্ষ টাকা)	১৭৫৭.০০	৫০০.০০	১৩.০১	৬৮৫.৯৯

প্রকল্পের আওতায় সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলায় প্রর্শদর্শনী প্লট ও হবিগঞ্জ জেলার লাখাই উপজেলায় মাঠ দিবস

৪.১.৩ পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (পজীপ) ২য় পর্যায়।

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৩৩১৪২.০৭ লক্ষ টাকা
অর্থের উৎসঃ জিওবি (১৯০৮৫.৪৫ লক্ষ টাকা), ইউবিসিসিএর আয় (১৪০৫৬.৬২ লক্ষ টাকা)
প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই/২০১২-জুন/২০১৭
প্রকল্প এলাকাঃ ৪২টি জেলার ১৯০টি উপজেলা

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) বিত্তহীন সমবায় সমিতির মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের পুঁজি গঠন ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে প্রশিক্ষণ প্রদান;
খ) দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে বিত্তহীনদের আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান;
গ) দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থান, আয় ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্ষমতায়ন;
ঘ) দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় সংগঠন ইউবিসিসিএর আর্থিক স্বয়ম্ভরতা অর্জন;
ঙ) দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়বৃদ্ধিপূর্বক সরকারের PRS এর লক্ষ্যসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন;
চ) সরকারের PRS, MDG's এবং উন্নয়ন কৌশলের সাথে সংগতি রেখে ৩৬০০০০ বিত্তহীন সদস্যদের আয় বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ।

আর্থিক অগ্রগতিঃ

প্রকল্প ব্যয়	২০১৫-২০১৬ সালের অগ্রগতি (জুন ২০১৬ পর্যন্ত)					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
৩৩১৪২.০৭	৬৫৬৫.০০	৬৫৬৫.০০	৬৫৬১.০০	৯৯.৯৩%	৯৯.৯৩%	২০৬৩১.০০	২০১৮৯.০৮

বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০১৫-২০১৬)	বার্ষিক অগ্রগতি (২০১৫-২০১৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (টি)	৫৮৫৫	১৯৮৮	৬৯১	১৯৭৩১
২	সদস্য ভর্তি (জন)	২১০৮৬৮	৭৪১৩৭	২৭০৭২	৬৮২৯৮৩
৩	শেয়ার জমা (লক্ষ টাকা)	২৩৬.৪০	৮০.০০	১৬৮.৪৫	৩০৮০.০০
৪	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	৪৯৭.৪৬	৯০০.০০	৮২০.১২	১৪৫১৪.৩৪
৫	প্রশিক্ষণ (জন)	৩৩৮৬০৯	১৪৪৫০০	১৪৪৫০০	২৩৫৭১৩
৬	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	২৬২২২.৩৩	১৯০৫৩.৮৬	১৬৩৭৮.০৫	২৪২৯৯৩.৩৯
৭	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	----	২৫৭৩৫.১৮	১৪৩৯৩.৭০	২২৪১০৪.৪০

প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুনঃ *http://rlp.brdb.gov.bd/*

প্রকল্পের সদস্যদের উঠান বৈঠক

প্রকল্পের সদস্যদের আয়বর্ধক কার্যক্রম

৪.১.৪ সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি।

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৯৮৩.০৬ লক্ষ টাকা
অর্থের উৎসঃ জিওবি (১৮৩৫.৯৬ লক্ষ টাকা), কৃষক সমবায় সমিতি (১৪৭.১০ লক্ষ টাকা)
প্রকল্প মেয়াদঃ জানুয়ারি/২০১৩-ডিসেম্বর/২০১৬
প্রকল্প এলাকাঃ ৫টি বিভাগের ২০টি জেলার ৬১টি উপজেলা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যে বিআরডিবির আওতায় মেরামতযোগ্য গভীর নলকূপ মেরামত ও চালুকরণ।

আর্থিক অগ্রগতিঃ

প্রকল্প ব্যয়	২০১৫-২০১৬ সালের অগ্রগতি (জুন ২০১৬ পর্যন্ত)					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
১৯০৫.৭৪	৫৫৪.০০	৫৩০.০০	৫১৫.০০	৯২.৯৬%	৯৭.১৬%	১৮৭০.৩৪	১৩৬৬.২০

বাস্তব অগ্রগতিঃ

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৫০টি গভীর নলকূপ মেরামতের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই ৪৫টি গভীর নলকূপ মেরামতের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অর্থবছরে বাস্তবায়নের হার ৯০%।

৪.১.৫. ইনিশিয়েটিভ ফর ডেভেলপমেন্ট, এমপাওয়ারমেন্ট, এওয়ারনেস এন্ড লাইভলিহুড প্রজেক্ট কুড়িগ্রাম (আইডিইএল)।

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২০৪৩.৭৫ লক্ষ টাকা
অর্থের উৎসঃ জিওবি
প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই/২০১২-জুন/২০১৬
প্রকল্প এলাকাঃ কুড়িগ্রাম জেলার ৯টি উপজেলা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের সচেতনতা সৃষ্টি, আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ন, কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে-

ক) সচেতনতা সৃষ্টি, উদ্বুদ্ধকরণ এবং মানব-সম্পদ উন্নয়ন;
খ) পারিবারিক ও সামাজিক সুপ্ত শক্তি/সক্ষমতার উন্নয়ন;
গ) ব্যক্তিগত, কম্যুনিটি ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য পল্লীর মানুষকে সংগঠিত করে মানব সংগঠন সৃষ্টি এবং সকল প্রকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সমন্বয় নিশ্চিত করা;
ঘ) আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমের উদ্যোগের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

আর্থিক অগ্রগতিঃ

প্রকল্প ব্যয়	২০১৫-২০১৬ সালের অগ্রগতি (জুন ২০১৬ পর্যন্ত)					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
২০৪৩.৭৫	৪০০.০০	৪০০.০০	৩৯৯.৯২	৯৯.৯৮%	৯৯.৯৮%	১৩০৮.০০	১২৮৩.৭৪

বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০১৫-২০১৬)	বার্ষিক অগ্রগতি (২০১৫-২০১৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	প্রশিক্ষণ (জন)	১৭৫৩৫	২৮০০	২৮২০	১৩০২০
২	প্রশিক্ষণোত্তর সম্পদ সহায়তা (জন)	১৬৪১০	৪১০০	৪১০০	১১৮৬৫

প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুনঃ *http://ideal.brdb.gov.bd/*

৪.১.৬. উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি ২য় পর্যায়।

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৯৪.৮৮ লক্ষ টাকা
অর্থের উৎসঃ জিওবি
প্রকল্প মেয়াদঃ এপ্রিল/২০১৪ - মার্চ/২০১৯
প্রকল্প এলাকাঃ রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী ও লালমনিরহাট জেলার ৩৫টি উপজেলার ১০৫টি ইউনিয়ন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) প্রকল্প এলাকায় দারিদ্র্য হ্রাস;
খ) উত্তরাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সকল মৌসুমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
গ) আত্ন-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি;
ঘ) গরীব উৎপাদনকারীদের তৈরি পণ্যের জন্য বাজারজাতকরণের সুবিধা সৃষ্টি;
ঙ) স্থানীয় সম্পদ ও জনশক্তিকে অকৃষি ও অন্যান্য কার্যক্রমে নিয়োজিতকরণ।

আর্থিক অগ্রগতিঃ

প্রকল্প ব্যয়	২০১৫-২০১৬ সালের অগ্রগতি (জুন ২০১৬ পর্যন্ত)					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
৯৪৮৭.৫৯	১৩০০.০০	১৩০০.০০	১২৯৯.৮০	৯৯.৯৮%	৯৯.৯৮%	২৪০০.০০	২৩৯৬.৪২

বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০১৫-২০১৬)	বার্ষিক অগ্রগতি (২০১৫-২০১৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	দল গঠন (টি)	৬২৫	৩৫	৫২	৫১২
২	সদস্য ভর্তি (জন)				
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)		৮.০০	১০.২১	৬৮.২৪
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	৩৩৬০০	৬৭২০	৫০৪০	৮৪০০
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৯০০.০০	৩৫০.০০	১৪৫.১৯	৯৪২.৩৫
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৯০০.০০	৩৫০.০০	১৫৯.৭৩	৫৬৭.৯১

প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং ৬% হারে প্রশিক্ষণোত্তর সহায়তা প্রাপ্তির পর কাকলি বেগম, তেলীপাড়া, লালমনিরহাট সদর-এর পরিবর্তিত জীবন

৪.১.৭. অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)।

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৩১৬৭.১৫ লক্ষ টাকা (জিওবি-১৯৯২৭.১৫ এবং ইউনিয়ন পরিষদ ও সুবিধাভোগী ৩২৪০.০০)
অর্থের উৎসঃ জিওবি
প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২০
প্রকল্প এলাকাঃ ৬৪টি জেলার ২০০টি উপজেলার ৬০০টি ইউনিয়ন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) গ্রাম উন্নয়নে সম্পৃক্ত সকলের সহযোগিতা ও সমন্বয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা;
খ) গ্রামবাসীগণের চাহিদা অনুসারে উন্নয়নমূলক সেবা প্রদান ও প্রাপ্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
গ) গ্রামবাসীগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
ঘ) সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সকল সেবা ও সহায়তা সাধারণ জনগণের নিকট পৌঁছানো নিশ্চিত করা;
ঙ) গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়নে গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ ও মেরামত;
চ) ইউনিয়ন পরিষদকে One Stop Service Delivery Station হিসেবে পরিণত করা;
ছ) উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;
জ) গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলার মধ্যে Vertical Linkage এবং সেবা গ্রহণকারী ও সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে Horizontal Linkage স্থাপন করা।

আর্থিক অগ্রগতিঃ

প্রকল্প ব্যয়	২০১৫-২০১৬ সালের অগ্রগতি (জুন ২০১৬ পর্যন্ত)					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
১৯৯২৭.১৫	২০০.০০	২০০.০০	১৯৯.৩৫	৯৯.৬৭%	৯৯.৬৭%	২০০.০০	১৯৯.৩৫

বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০১৫-২০১৬)	বার্ষিক অগ্রগতি (২০১৫-২০১৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	ভিডিসি	৫৪০০	৯০০	৯০০	৯০০
২	ভিডিসিএম	৩২৪০০০	৯০০	৯০০	৯০০
৩	ইউসিসি	৬০০	১০০	১০০	১০০
৪	ইউসিসিএম	৩৬০০০	২০০	২০০	২০০
৫	ভিডিসি স্কীম	১০৮০০	৬৩	৬৩	৬৩

প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুনঃ http://prdp.brdb.gov.bd/

প্রকল্পের আওতায় বীরশ্রেষ্ঠ জাহাঙ্গীরনগর ইউনিয়ন পরিষদ, বাবুগঞ্জ, বরিশাল জেলায় অনুষ্ঠিত ওয়ার্ড সভা

৪.১.৮ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-২য় পর্যায়

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-২য় পর্যায় প্রকল্পটি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের একটি প্রকল্প যা বিভাগের অধীনস্থ চারটি সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। বিআরডিবি তন্মধ্যে একটি সংস্থা। জড়িত অপর ৩টি সংস্থা হচ্ছে বার্ড, আরডিএ ও সমবায় বিভাগ।

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৪২৪.৪০৯ লক্ষ টাকা
অর্থের উৎসঃ জিওবি
প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকাঃ বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার ৬৬টি উপজেলার ৪২৭৫টি গ্রাম। এরমধ্যে বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ১৭টি জেলার ১৭টি উপজেলার ১১১০টি গ্রাম।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) গ্রাম ভিত্তিক একক সমবায় সংগঠনের আওতায় গ্রামের সকল পেশা ও শ্রেণীর জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক তথা সামগ্রিক উন্নয়ন সাধন;

খ) প্রতিটি সমিতির নিজস্ব প্রশিক্ষিত বিষয় ভিত্তিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মী সৃজন এবং তাদের মাধ্যমে সরকারি সেবা দৃশ্যমানভাবে গ্রামে পৌঁছানো নিশ্চিত করা;

গ) স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার, নিজস্ব পুঁজি বিনিয়োগ এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় গ্রামকে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

আর্থিক অগ্রগতিঃ

প্রকল্প ব্যয়	২০১৫-২০১৬ সালের অগ্রগতি (জুন ২০১৬ পর্যন্ত)					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
২৪২৪.৪০৯	৩৪৮.৪২০	৩৪৮.৪২০	৩১০.৭০৪	৮৯%	৮৯%	২৩৮১.৬৫	২৩১৫.৩৭৬

বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০১৫-২০১৬)	বার্ষিক অগ্রগতি (২০১৫-২০১৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (টি)	১১১০	-	-	১১১০
২	সদস্য ভর্তি (জন)	১৬৬৫০০	১২০০০	১৬৮৪৮	১৯৬০৩৬
৩	মূলধন গঠন (লক্ষ টাকা)	৩০৪৩.৮৬	৩৫০.০০	৬২১.৮৫	৪২৮৭.২৮
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	১৫৭৬৯৫	৬৯৫০	৭৯৫৮	১৫৮৬০৩
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	২৯৮১.১০	১১৯.১৪	৫৪৬.০৯	৩৪০৮.০৫
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	২৯৮১.১০	১১৯.১৪	৪১৭.৪৭	২৫৫১.৯৫

সিভিডিপির আওতায় ফরিদপুরে সুফলভোগীদের ২১ দিন ব্যাপী প্লাম্বিং এন্ড পাইপ ফিটিংস বিষয়ক প্রশিক্ষণ

৪.২ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত চলমান কর্মসূচিসমূহ

ক্রঃ নং	কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	প্রকল্প এলাকা ও মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ (উৎসসহ)	মন্তব্য
১	সার বিতরণ ও ঋণ কার্যক্রম	**এলাকাঃ** ২০ জেলার ২২ টি উপজেলা **মেয়াদঃ** জুলাই ১৯৭৯ হতে জুন ১৯৮৭ পর্যন্ত	১৭৩.৭২ লক্ষ টাকা (এফএও/ইউএনডিপি)	**বাস্তবায়নকারীঃ** সরেজমিন বিভাগের বাজারজাতকরণ শাখা
২	দুঃস্থ পরিবার উন্নয়ন সমিতি (দুপউস)	**এলাকাঃ** ২৩ টি জেলার ২২ উপজেলা **মেয়াদঃ** জুলাই ১৯৮২ হতে জুন ১৯৯৩ পর্যন্ত	আরএলএফসহ ১৭০.৭৭ লক্ষ টাকা (ইউনিসেফ)	**বাস্তবায়নকারীঃ** সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা
৩	মহিলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় উন্নয়ন সমিতি (মবিকেউস)	**এলাকাঃ** ঢাকা, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী জেলার মোট ২০ টি উপজেলা **মেয়াদঃ** জুলাই ১৯৮৫ হতে জুন ১৯৯৩ পর্যন্ত	২৬৫৯.০৪ লক্ষ টাকা (ইউনিসেফ)	**বাস্তবায়নকারীঃ** সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা।
৪	উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি)	**এলাকাঃ** বৃহত্তর ফরিদপুর জেলাধীন ৫টি জেলার ২৭টি উপজেলা **মেয়াদঃ** জুলাই ১৯৮৬ হতে জুন ২০০৩ পর্যন্ত	৯০৪১.৭৮ লক্ষ টাকা (সিডা ও জিওবি)	
৫	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক)	**এলাকাঃ** ২২টি জেলার ১২৩ উপজেলা **মেয়াদঃ** জুলাই, ১৯৯৩ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত	১৭,০৬৬.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)	প্রকল্পের ওয়েব সাইট *www.rpap.brdb.gov.bd/*
৬	টাঙ্গাইল জেলায় সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি ও সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদার প্রকল্প	**এলাকাঃ** টাঙ্গাইল জেলায় ১১টি উপজেলা **মেয়াদঃ** জুলাই ১৯৯৪ হতে জুন ১৯৯৯ পর্যন্ত	২১৮.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)	**বাস্তবায়নকারীঃ** সরেজমিন বিভাগের সেচ শাখা
৭	সরিষাবাড়ি পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এসআরডিপি)	**এলাকাঃ** জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ি উপজেলা **মেয়াদঃ** জানুয়ারি ১৯৯৬ হতে ডিসেম্বর ১৯৯৮ পর্যন্ত	২৬.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)	**বাস্তবায়নকারীঃ** সরেজমিন বিভাগের বাজারজাতকরণ শাখা
৮	পল্লী প্রগতি প্রকল্প	**এলাকাঃ** ৪৭৬টি উপজেলার ৪৭৬টি ইউনিয়ন **মেয়াদঃ** জুলাই ২০০০ হতে জুন ২০০৮ পর্যন্ত	১৪৯৬৬.৭৮ লক্ষ টাকা (জিওবি)	প্রকল্পের ওয়েব সাইট *http://www.pppbd.org/*
৯	সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)	**এলাকাঃ** দেশের ৬৪ টি জেলার ৪৪৩ টি উপজেলা **মেয়াদঃ** ২০০৩ সাল হতে চলমান	১৮৪.২৫ কোটি টাকা (জিওবি)	রাজস্ব বাজেটের আওতায় অনুন্নয়ন খাতে ছাড়কৃত আবর্তক ঋণ তহবিল **বাস্তবায়নকারীঃ** সরেজমিন বিভাগের সম্প্রসারণ শাখা
১০	গ্রামীণ মহিলাদের উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (গ্রামউক)	**এলাকাঃ** ৩টি জেলার ৩টি উপজেলা **মেয়াদঃ** জানুয়ারি ২০০৪ হতে ডিসেম্বর ২০০৫ পর্যন্ত	২৯.১০ লক্ষ টাকা (এএআরডিও)	**বাস্তবায়নকারীঃ** সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা
১১	গ্রামীণ মহিলাদের উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি (গ্রামউকসক)	**এলাকাঃ** ৩টি জেলার ৩টি উপজেলা **মেয়াদঃ** জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১০ পর্যন্ত	২৮.০০ লক্ষ টাকা (এএআরডিও)	**বাস্তবায়নকারীঃ** সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা

৪.৩ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/কর্মসূচি

ক্রঃ নং	কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	প্রকল্প এলাকা ও মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ (উৎসসহ)	মন্ত্রণালয়ের নাম	মন্তব্য
১	পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প	**এলাকাঃ** পার্বত্য অঞ্চলের ৩টি জেলার ২৫টি উপজেলা **মেয়াদঃ** জুলাই ১৯৯২ থেকে জুন ১৯৯৬ পর্যন্ত	৪২৬.৩১ লক্ষ টাকা, (জিওবি)	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	**বাস্তবায়নেঃ** সরেজমিন বিভাগের সেচ শাখা
২	প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রকল্প (ব্যানপিএইচসি-০০৬)	**এলাকাঃ** হাট হাজারী-চট্টগ্রাম, ফকিরহাট - বাগেরহাট, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল। (প্রতিটি উপজেলায় ২টি করে ইউনিয়ন) **মেয়াদঃ** জুলাই ১৯৯২ হতে ২০০০ পর্যন্ত	১৬.০২ লক্ষ টাকা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়	**বাস্তবায়নেঃ** প্রোগ্রামিং শাখা,পরিকল্পনা, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণবিভাগ
৩	দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনকল্পে বিশেষ বহুমূখী উন্নয়ন প্রকল্প (দুএদাবি)	**এলাকাঃ** ১২টি জেলার ১২টি উপজেলা **মেয়াদঃ** জুলাই ২০০০ হতে জুন ২০০৩ পর্যন্ত	৮৭০.০০ লক্ষ টাকা (ইফাদ)	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	**বাস্তবায়নেঃ** সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা
৪	অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি	**এলাকাঃ** বিআরডিবিভূক্ত দেশের সকল উপজেলা **মেয়াদঃ** জুলাই ২০০৫ হতে জুন ২০০৯ পর্যন্ত	৩৭৫০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	**বাস্তবায়নেঃ** সরেজমিন বিভাগের বাজারজাতকরণ শাখা
৫	আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২	**এলাকাঃ** ৩৯টি জেলার ১০৫টি উপজেলা **মেয়াদঃ** এপ্রিল ২০০৭ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত	৯.২৭ লক্ষ টাকা (জিওবি)	ভূমি মন্ত্রণালয়	**বাস্তবায়নেঃ** প্রশিক্ষণ বিভাগ
৬	গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্প	**এলাকাঃ** ৫৩টি জেলার ১৩৭টি উপজেলা **মেয়াদঃ** জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত	১০৬৫.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)	ভূমি মন্ত্রণালয়	**বাস্তবায়নেঃ** সরেজমিন বিভাগের সম্প্রসারণ শাখা

অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচির আওতায় ময়মনসিংহ সদর উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ঋণ সহায়তা প্রদান

৫. সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ

ক্র:নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস
১	২	৩	৪	৫
০১	আইআরডিপি মূল প্রকল্প (প্রাথমিক পর্যায়)	১৯৭০ - ১৯৭৩	২১৭.৯৫	জিওবি
০২	বরিশাল সেচ এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা জরিপ প্রকল্প	১৯৭২ - ১৯৭৩	২৫.০০	ইউএসএআইডি
০৩	আইআরডিপি - কেয়ার গুদাম প্রকল্প	১৯৭৩ - ১৯৭৬	৪৯০.০০	কেয়ার
০৪	আইআরডিপি মূল প্রকল্প (প্রথম পর্যায়)	১৯৭৩ - ১৯৭৮	২৪৬.১২	জিওবি
০৫	আইআরডিপি-এমসিসি, আইআরডিপি আইভিএস এবং আইআরডিপি - হিড প্রকল্প	১৯৭৩ - ১৯৭৬	৩২৫.০০	জিওবি, কেয়ার
০৬	আইআরডিপি - কেয়ার (সিইএআই) প্রকল্প	১৯৭৪ -১৯৮০	৩২৪.০০	জিওবি -কেয়ার
০৭	বেঞ্চ-মার্ক জরিপ প্রকল্প	১৯৭৪ - ১৯৭৫	২৫.০০	ইউএসএআইডি
০৮	১৪৫ থানা /উপজেলা পল্লী ভবন নির্মাণ প্রকল্প	১৯৭৪ -১৯৭৮	৫৬৩.০০	ইউএসএআইডি
০৯	হস্ত চালিত নলকূপ সেচ প্রকল্প	১৯৭৫ - ১৯৭৮	৮৪৯.০০	ইউনিসেফ
১০	সমন্বিত শিক্ষা ও কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (সিইএডিপি)	১৯৭৫ - ১৯৭৮	৩২৫.০০	কেয়ার
১১	পল্লী অর্থায়নে পরীক্ষামূলক প্রকল্প	১৯৭৫ - ১৯৭৮	১১১.১৭	ইউএসএআইডি
১২	গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা পরিকল্পনা পাইলট প্রকল্প (১ম পর্যায়)	১৯৭৫ - ১৯৮০	১৬৭.০০	IDA, CIDA
১৩	প্রশিক্ষণ কাম উৎপাদন কেন্দ্র (টিসিপিসি)	১৯৭৫ - ১৯৮০	৭০.২৫	সিডা
১৪	থানা প্রশিক্ষণ ইউনিট (টিটিইউ)	১৯৭৫ -১৯৮১	১৬৮.০০	জিওবি, আইডিএ
১৫	যুব উন্নয়নে পাইলট প্রজেক্ট	১৯৭৫ - ১৯৭৭	১৯.৯৬	জিওবি
১৬	গুদাম নির্মাণ পাইলট প্রকল্প	১৯৭৬ - ১৯৮০	৫৬৪.২৭	জিওবি
১৭	থানা ওয়ার্কশপ কাম কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১৯৭৬ - ১৯৮০	৭১.৭৮	জিওবি
১৮	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-১ (আরডি-১)	১৯৭৬ - ১৯৮৪	৩৭৫৮.২৫	আইডিএ
১৯	কুষ্টিয়া টার্গেট দল জরিপ পরিচালনা প্রকল্প	১৯৭৬ - ১৯৭৭	২৫৭.৫৯	ডাচ
২০	আইআরডিপি সদর কার্যালয় নির্মাণ প্রকল্প	১৯৭৭ - ১৯৮৪	৩৪১.৩৫	জিওবি
২১	যুব কর্মসূচি	১৯৭৭ - ১৯৭৮	৮০.০০	জিওবি
২২	বরিশাল সেচ প্রকল্প, বিআরডিবি অংশ	১৯৭৭ - ১৯৯০	৩৭০৫.০০	বিশ্ব ব্যাংক
২৩	মুহুরি সেচ প্রকল্প, বিআরডিবি অংশ	১৯৭৭ - ১৯৯০	২১৭.৪১	বিশ্ব ব্যাংক
২৪	কর্ণফুলি সেচ প্রকল্প, বিআরডিবি অংশ	১৯৭৭ - ১৯৯০	৫৪৩৬.০০	বিশ্ব ব্যাংক
২৫	চাঁদপুর সেচ প্রকল্প, বিআরডিবি অংশ	১৯৭৭ - ১৯৯০	৭০৪.২৪	বিশ্ব ব্যাংক
২৬	সিরাজগঞ্জ সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এসআইআরডিপি)	১৯৭৭ - ১৯৮৫	৭২৪৮.৭৩	ADB, UNDP, UNICEF
২৭	আইআরডিপি মূল প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়)	১৯৭৮ - ১৯৮০	১২৭৭.৬৯	জিওবি
২৮	নোয়াখালী সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এনআইআরডিপি-১)	১৯৭৮ - ১৯৮৪	৩৩৩০.৭৯	ডানিডা
২৯	সার ও ঋণ বিতরণ পাইলট প্রকল্প (ফাও-নরওয়ে)	১৯৭৮ - ১৯৮০	৬৭.০১	এফএও, নরওয়ে
৩০	জাতীয় যুব সমবায় কমপ্লেক্স	১৯৮০ -১৯৮২	১৪৯.৪৩	জিওবি
৩১	সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি-৩য় পর্যায়)	১৯৮০ -১৯৮৫	৪৮০৩.৪৯	ওডিএ ,আইডিএ
৩২	গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	১৯৮০ -১৯৮৫	৩৫৬.৯২	আইডিএ
৩৩	বাংলাদেশ যুব সমবায় কর্মসূচি	১৯৮০ -১৯৮৫	১৫৪৯.৪৩	জিওবি
৩৪	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	১৯৮০ -১৯৮৫	১৬০.০৪	জিওবি
৩৫	৩য় ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রকল্প (এসএসআইপি)	১৯৮১ -১৯৮৩	১৪৮.৮৭	জিওবি
৩৬	হস্ত চালিত নলকূপ প্রকল্প (এইচ টি ডব্লিউ)	১৯৮১ - ১৯৮৭	৪৮২২.১৩	IDA, UNICEF
৩৭	সার বিতরণ প্রকল্প (এফএও)	১৯৮১ - ১৯৮৭	৪১০.৮৭	FAO,UNDP
৩৮	পল্লী দারিদ্র্য কর্মসূচি (আরপিপি- নরমাল)	১৯৮২ - ৯৮৮	২৪৩৮.৫৯	বিবি, অগ্রণী ব্যাংক
৩৯	দক্ষিণ পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এসডব্লিউআরডিপি)	১৯৮২ - ১৯৯০	১৮০১.৮১	IDA,IFAD
৪০	ভোলা সেচ প্রকল্প (বিআইপি)	১৯৮২ - ১৯৯০	৮৪১.৫০	এডিবি,ইইসি
৪১	বিশেষ মহিলা প্রকল্প	১৯৮২ -১৯৮৫	৭৬.৫০	সিআইডিএ
৪২	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি-২)	১৯৮৩ -১৯৯০	১১৬৮৮.৩৩	IDA, SIDA,ODA, UNDP
৪৩	গভীর নলকূপ প্রকল্প-২ (ডিটিডব্লিউ)	১৯৮৩ -১৯৯২	১৪৭৬.৫৭	ওডিএ, আইডিএ
৪৪	২য় পল্লী নলকূপ প্রকল্প (এসটিপি)	১৯৮৩ -১৯৯০	২১৫.৭৪	এডিবি

ক্র:নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস
৪৫	ভূমিহীন ও বিত্তহীনদের সেচযন্ত্র বিতরণ প্রকল্প	১৯৮৩ -১৯৮৫	১১২.৩৩	এফ ফাউন্ডেশন
৪৬	নোয়াখালী সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (এনআইআরডিপি-২)	১৯৮৪ - ১৯৯০	১০৫৯৫.৫৬	ডানিডা
৪৭	টাঙ্গাইল কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচি (টিএডিপি)	১৯৮৪ -১৯৯০	১৮৬৪.০০	জিটিজেড
৪৮	সমন্বিত নারী ও শিশু সহযোগিতা উন্নয়ন প্রকল্প	১৯৮৫ -১৯৯৩	২৬৫৯.০৪	ইউনিসেফ
৪৯	গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	১৯৮৫ - ১৯৯০	১৪২৪.২১	সিআইডিএ
৫০	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি -৯, ১ম পর্যায়)	১৯৮৫ - ১৯৯২	৬১৬৮.৭২	ইইসি
৫১	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি-৫-পিইপি) ১ম পর্যায়	১৯৮৬ -১৯৯০	১৪৭৬.৪৩	SIDA, NOARD
৫২	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি ১২)	১৯৮৮ -১৯৯৬	১০৭৫৪.০৬	সিআইডিএ
৫৩	ভোলা যান্ত্রিক সেচ প্রকল্প	১৯৮৯ - ১৯৯০	১৬.২৫	এ ডাচ সিটিজেন
৫৪	পুনঃ পুকুর খনন প্রকল্প	১৯৯০ - ১৯৯১	৮৮.৭৮	ডাবিল্নউ এফ পি
৫৫	টাঙ্গাইল পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (টিআরডিপি)	১৯৯০ - ১৯৯৩	২৪১৭.৪৯	জিটিজেড
৫৬	সমবায়ের মাধ্যমে চাষাবাদ পাইলট প্রকল্প	১৯৯০ - ১৯৯৬	৩২৮.৬৮	জিওবি
৫৭	গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়)	১৯৯০ - ১৯৯৬	২৪৯৯.৩০	সিআইডিএ,আইডিএ
৫৮	বিআরডিবি উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ প্রকল্প	১৯৯০ - ১৯৯১	১৫৮.১২	ওডিএ
৫৯	প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ সহায়ক শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	১৯৯০ - ১৯৯১	৬৩৩.২০	ওডিএ
৬০	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি-৫ পিইপি ২পর্যায়)	১৯৯০ - ১৯৯৬	৪৩২৪.২৪	SIDA, NOARD
৬১	বন্যা ও সাইক্লোন প্রবণ এলাকায় ন্যূনতম ব্যয়ে পল্লী বাড়ি নির্মাণ প্রকল্প	১৯৯১ - ১৯৯২	২০৬.২৫	জিওবি
৬২	পল্লী দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কৌশলের প্রায়োগিক গবেষণা কর্মসূচি	১৯৯১ - ১৯৯৩	৩.২৩	ইএসসিএপি
৬৩	এফডব্লিউইপি-২	১৯৯১ - ১৯৯৮	১৬৯.৪৪	ILO, UNFPA
৬৪	সাইক্লোন প্রবণ এলাকার পরিবারের জন্য বিশেষ প্রকল্প	১৯৯১ - ১৯৯৯	১৮০.০০	আইএফএডি
৬৫	মডেল পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এমআরডিপি)	১৯৯২ - ২০০০	১৯৭৬.৯৫	জাপান
৬৬	চট্টগ্রামের সাইক্লোন ও বন্যা প্রবল এলাকায় সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ প্রকল্প	১৯৯২ - ১৯৯৬	১০৯৯.৭৫	জাপান
৬৭	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি-৯ ২য় পর্যায়)	১৯৯২ - ২০০০	৬৮০৮.৬৬	ইইসি
৬৮	আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প (চট্টগ্রাম পাহাড়ী এলাকা)	১৯৯২ - ১৯৯৬	১৭৯৭৬.৮২	এডিবি,জিওবি
৬৯	প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রকল্প	১৯৯২ - ২০০০	১৫.০০	জিওবি
৭০	বিআরডিবি -জাইকা মেহেরপুর ছাগল পালন প্রকল্প	১৯৯২ - ২০০০	২.৭১	জাইকা
৭১	উত্তর পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এনডব্লিউআরডিপি)	১৯৮৩ -১৯৯২	৩১৭৪.৭৮	ADB, IFAD
৭২	দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প (আরপিএপি ১ম পর্যায়)	১৯৯৩ -১৯৯৮	৬৬৫৫.০০	জিওবি
৭৩	পল্লী দরিদ্র সমবায় প্রকল্প (আরপিসিপি)	১৯৯৩ -১৯৯৮	১০২১৭.৪৮	এডিবি
৭৪	টাঙ্গাইল জেলার সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি ও সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ	১৯৯৪ - ১৯৯৯	২১৮.০০	জিওবি
৭৫	বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লী দরিদ্র সমবায় সহায়তা প্রকল্প	১৯৯৫ - ২০০০	২৫০০.০০	জিওবি
৭৬	দ্বিতীয় ভোলা সেচ প্রকল্প	১৯৯৬ -১৯৯৮	১৭৮২৫.০৫	এডিবি
৭৭	সরিষাবাড়ি পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এসআরডিপি)	১৯৯৬ -১৯৯৮	৯০.৩৩	জিওবি
৭৮	পল্লী বিত্তহীন প্রকল্প (আরবিপি)	১৯৯৬ -২০০০	১১৮৫০.০০	সিআইডিএ
৭৯	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আর ডি-৫, পিইপি, ৩য় পর্যায়)	১৯৯৬ -২০০৩	৮৮৭৯.০০	এসআইডিএ
৮০	পল্লী দারিদ্র্য প্রকল্প	১৯৯৬ -১৯৯৮	২৮৯.৩৮	এসআইডিএ
৮১	কুড়িগ্রাম দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প	১৯৯৭ - ২০০০	৮৬৫.০০	এনওআরএডি
৮২	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (BPATC), কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রকল্প	১৯৯৭ - ২০০০	১৬১৮.৩৭	জিওবি
৮৩	সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রকল্প-১	১৯৯৭ - ২০০২	১৯৪৮.৫০	ইউএনডিপি
৮৪	সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রকল্প-৩	১৯৯৭ - ২০০২	২৭৫২.৬৬	ইউএনডিপি
৮৫	সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রকল্প-২	১৯৯৭ - ২০০২	২৬৭৭.৪৯	ইউএনডিপি
৮৬	পিইপির গবেষণা কর্মসূচি	১৯৯৮ -২০০০	০০.০০	এসআইডিএ
৮৭	বিআরডিবির সমর্থন কর্মসূচি	১৯৯৮ -২০০০	৮৩০.০০	এসআইডিএ
৮৮	দরিদ্র মহিলাদের জন্য আত্ম কর্মসংস্থান কর্মসূচি	১৯৯৮ -২০০৩	১০০০.০০	জিওবি
৮৯	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সংশোধিত ২য় পর্যায়)	১৯৯৮ -২০০৫	১৭০৬৬.০০	জিওবি
৯০	রুরাল লাইভলিহুড প্রজেক্ট	১৯৯৮- ২০০৭	৩১৫৬৫.০০	এডিবি/জিওবি/ইউবিসিসিএ

ক্র:নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস
৯১	দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনকল্পে বিশেষ বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্প(দুএদাবি)	২০০০ - ২০০১	৮৭০.০০	জিওবি
৯২	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (পরিচালনা পর্যায়)	২০০০ - ২০০৪	৯৩৩.০৯	জিওবি
৯৩	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (টিএপিপি)	২০০০ - ২০০৪	৯৩৭.৮৭	জাইকা
৯৪	বিআরডিটিআই ভৌত অবকাঠামো ও প্রশিক্ষণ সুবিধাদী সম্প্রসারণ প্রকল্প	২০০০ -২০০৫	৫৬১.৬৭	জিওবি
৯৫	পল্লী প্রগতি প্রকল্প (পিপিপি)	২০০১ - ২০০৯	১৪০০২.৮০	জিওবি
৯৬	সামাজিক ক্ষমতায়ন -২ প্রকল্প (সংশোধিত) (কনসলিডেশন ফেজ)	২০০২ - ২০০৪	৭৫৪.০০	ইউএনডিপি
৯৭	আর্সেনিক মিটিগেশন কার্যক্রম ফর পিইপি মেম্বারস	২০০৩ -২০০৪	৯৯.৫০	এসআইডিএ
৯৮	এ্যাডভোকেসি অন রিপ্রডাকটিভ হেলথ এন্ড জেন্ডার ইস্যুজথ্রো রুরাল কোঅপারেটিভস	২০০৩ -২০০৫	১৪৫.০০	ইউএনএফপিএ
৯৯	উত্তর পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এনডাব্লিউ আরডিপি)	২০০৩ -২০০৬	১৫০০০.০০	জিওবি
১০০	সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)	২০০৩ -২০০৬	২২১২.০০	জিওবি
১০১	দারিদ্র্য বিমোচনে মহিলাদের আত্ম কর্মসংস্থান কর্মসূচি	২০০৩ -২০০৬	৫০০০.০০	জিওবি
১০২	গ্রামীণ মহিলাদের জন্য উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন কর্মসূচি	২০০৪ - ২০০৫	২৯.১০	এএআরডিও
১০৩	অংশীদারিত্বমূলক লিংক মডেল গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প	২০০৪ - ২০০৫	৬৪.৭৯	জাইকা
১০৪	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্য অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি	২০০৫ -২০০৯	১৯৫০.৮০	জিওবি
১০৫	অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি	২০০৫ -২০০৯	২৫০০.০০	জিওবি
১০৬	অংশীদারিত্বমূলক লিংক মডেল গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প-২	২০০৫ - ২০১০	১৯৫০.৮০	জাইকা
১০৭	সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)	২০০৭ - ২০০৯	৯৫০.৮০	জিওবি
১০৮	দরিদ্র মহিলাদের উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি	২০০৭ - ২০০৯	২৮.০০	এএআরডিও
১০৯	উত্তরাঞ্চলের হত দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (উহদকনিক) - ১ম পর্যায়	২০০৭ - ২০১১	২৪৭৮.৪৩	জিওবি
১১০	আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প-২	২০০৭ - ২০১৭	৯৭৪.০০	জিওবি
১১১	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (পরিচালনা পর্যায়)	২০০৯ -২০১৩	৪৯০০.০০	জিওবি
১১২	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়নের উপর টিএ কর্মসূচি, ভালুকা, ময়মনসিংহ	২০১০ - ২০১১	১৩.৫০	জিওবি, কৈকা
১১৩	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়নের উপর টিএ কর্মসূচি, পীরগঞ্জ, রংপুর	২০১০ - ২০১১	১৩.৫০	জিওবি, কৈকা
১১৪	অপ্রধান			

৬. বিআরডিবির কার্যক্রম মূল্যায়ন

সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন গবেষণা সংস্থা ও দল কর্তৃক বিআরডিবির কার্যক্রম মূল্যায়ন করা হয়েছে। বিগত দশ বছরে বিআরডিবির সামগ্রিক কর্মকান্ড মূল্যায়ন ও সমীক্ষায় প্রাপ্ত কিছু ফলাফল/মতামত নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	সমীক্ষার বিবরণ	প্রাপ্ত ফলাফল/মতামত
১	সমীক্ষার নাম: পজীপ এর অভিঘাত নিরূপণ (Impact study)। গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আইএমইডি সময়: ২০০৬	(১) সরকারের 'দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল পত্র' এর লক্ষ্য অর্জনে পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (পজীপ) বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। প্রকল্পটির কার্যক্রম সারা দেশে বিস্তৃত করার বিষয়টি সরকারের বিবেচনা করা উচিত। (২) প্রকল্পের মাধ্যমে উপকারভোগীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে।
২	সমীক্ষার নাম: বিআরডিবির কার্যক্রম মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: বিআইডিএস সময়: ২০১০	(১) বিআরডিবি সুবিধাভোগীদের দারিদ্র্য বিমোচনে সফলভাবে সহযোগিতা করে আসছে। বিআরডিবির কর্ম এলাকায় দারিদ্র্যের হার ১১% যা কর্ম এলাকা বর্হিভূত তথা জাতীয় গড় চেয়ে কম। (২) জিডিপিতে বিআরডিবির অবদান (১.৯৩%)। (৩) বিআরডিবি সুবিধাভোগীদের সম্পদ আহরণে সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নত জীবনযাত্রা এবং নারী ক্ষমতায়নে সহযোগিতা করছে।
৩	সমীক্ষার নাম: 'দ্বি-স্তর' সমবায় ব্যবস্থার মূল্যায়ন। গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আইএআরডি সময়: ২০১০	(১) সত্তর থেকে আশির দশকে টিসিসিএ ও কেএসএস এর মাধ্যমে ঋণ ও কৃষি উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিআরডিবির অবদান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।
৪	সমীক্ষার নাম: জনসেবার মানোন্নয়নে পিআরডিপি-২ প্রকল্পের অভিঘাত নিরুপন। গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আইএমইডি সময়: ২০১০	(১) জনসেবার্থে সরকারি/বেসরকারি সংস্থাসমূহের সেবার মান বৃদ্ধিতে পিআরডিপি-২ প্রকল্পটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। (২) হোল্ডিং ট্যাক্স প্রদানে জনগণকে উৎসাহী করতে জোরালো ভূমিকা পালন করছে। (৩) ইউনিয়ন পরিষদের উন্মুক্ত বাজেট সভানুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
৫	সমীক্ষার নাম: পিইপি এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন। গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আইএমইডি সময়: ২০১১	(১) জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ৭৩% উপকারভোগী উন্নত ও নতুন পেশায় সম্পৃক্ত হয়েছেন; (২) সুবিধাভোগীদের সম্পদ ১৪% থেকে ৬২%এ উন্নীত হয়েছে, বার্ষিক আয় ৬০০% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার ৫% থেকে ৯৯% এ উন্নীত হয়েছে।
৬	সমীক্ষার নাম: সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচির অভিঘাত নিরূপণ। গবেষণা প্রতিষ্ঠান: স্টারলিং ইউনির্ভাসিটি, ইউকে। সময়: ২০১১।	(১) সুবিধাভোগীদের দারিদ্র্য দূরীকরণে আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে বিআরডিবি স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করে যাচ্ছে; (২) ভূমিহীনদের তুলনায় প্রান্তিক কৃষক সম্প্রদায় বিআরডিবির ঋণ সুবিধা বেশি পাওয়ায় কৃষি উন্নয়নে বিআরডিবির প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে, (৩) নেতৃত্ব বিকাশে বিআরডিবি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করায় সমাজ উন্নয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জন অংশগ্রহণের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে; (৪) অন্যান্য সংস্থার তুলনায় বিআরডিবির সুবিধাভোগীগণ ক্ষুদ্রঋণের টাকা অধিক হারে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে বিনিয়োগ করে থাকে।
৭	সমীক্ষার নাম: পিআরডিপি-২ এর অন্তর্বর্তী মূল্যায়ন। গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আরডিসিডি মূল্যায়ন দল। সময়: ২০১২	(১) প্রকল্পের প্রশিক্ষণ, গ্রাম কমিটি সভা ও ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভার মাধ্যমে কর্মএলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে; (২) বিআরডিবির কর্ম এলাকার জনগণ কর্ম এলাকার বাইরের জনগণের চেয়ে অধিক পরিমানে সরকারি/বেসরকারি সেবা সংস্থার সেবা পেয়েছে; (৩) গ্রামবাসী, সরকারি/বেসরকারি সেবা সংস্থা ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হওয়ায় সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম সহজেই বাস্তবায়িত হচ্ছে।
৮	সমীক্ষার নাম: পজীপ ২য় পর্যায় এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন। গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আরডিসিডি মূল্যায়ন দল। সময়: ২০১৫	(১) প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অপেক্ষাকৃত ভালো। বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ঋণের ব্যবহার সঠিকভাবে করা হয়েছে, নিজস্ব পুঁজি গঠনে (শেয়ার ও সঞ্চয়), সদস্যবৃন্দ উদ্বুদ্ধ হয়েছে, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণ, সামাজিক সচেতনতামূলক কাজে সদস্যবৃন্দ উপকৃত হয়েছে বলে পরিলক্ষিত হয়। (২) প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে উপকারভোগীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। (৩) দেশের সার্বিক উন্নয়নে গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে হলে এ প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান থাকা প্রয়োজন।

৭. বিআরডিবির স্থাবর সম্পদ

৭.১ সদরদপ্তর ও ঢাকা মহানগরে অবস্থিত সম্পত্তি/স্থাপনা

ক্রঃ নং	দপ্তরের নাম/অবস্থান	অবকাঠামেরা বিবরণ	জমির পরিমাণ	মন্তব্য
১	সদর কার্যালয়, ৫ কাওরান বাজার, ঢাকা।	৭ তলা ভবন	০.৩ একর	সকল জায়গার খাজনা হালনাগাদ পরিশোধ
২	পল্লী কানন, উত্তরা মডেল টাউন।	৮টি আবাসিক ভবনে ১৩৮টি ফ্ল্যাট।	১.৩৫ একর	
৩	রামপুরা, ঢাকা (বিটিভি ভবন ও হাতিরঝিল সংলগ্ন), মৌজা-উলন।	খালি জমি	৭.৬৩ একর	

৭.২ জেলায় অবস্থিত সম্পত্তি/স্থাপনা

ক্রঃ নং	দপ্তরের নাম/ অবস্থান	জমির পরিমাণ	অকাঠামোর বিবরণ		
			অফিস বিল্ডিং	স্টাফ কোর্য়ার্টার	গুদাম ও অন্যান্য
১	পটুয়াখালী	০.৭৭ একর	এক তলা ভবন	-	ইউটিইউ ভবন
২	রাজশাহী	০.৩৩ একর	-	-	-
৩	টাঙ্গাইল	৩.১৬ একর	এক তলা ভবন-১টি দুই তলা ভবন-২টি	স্টাফ কোয়ার্টার-১টি	-
৪	নোয়াখালী	১.৬৮ একর	তিন তলা ভবন-১টি	স্টাফ কোয়ার্টার-৩টি	অডিটোরিয়াম-১টি ক্যান্টিন-১টি
৫	কুমিল্লা	১.০০ একর	দুই তলা ভবন-১টি	-	-
৬	ফরিদপুর	০.১০ একর	দুই তলা ভবন-১টি	-	-
৭	ভোলা	২.৮৭ একর	তিন তলা ভবন-১টি	দুইতলা ভবন-২টি	দুইতলা বাংলো-১টি
৮	বিআরডিটিআই	১০.৬২ একর	প্রশাসনিক ভবন-২টি হোস্টেল ভবন-৪টি	আবাসিক ভবন-৫টি	অডিটোরিয়াম-১টি ক্যাফেটেরিয়া-১টি ও মসজিদ-১টি

৭.৩ উপজেলায় অবস্থিত সম্পত্তি/স্থাপনা

ক্রঃ নং	সম্পদের ধরণ	সম্পদের বিবরণ		মন্তব্য
		সংখ্যা/পরিমাণ	কাঠামোর ধরণ	গুদাম ও অন্যান্য
১	বিভিন্ন উপজেলায় জমির পরিমাণ	৫৭.২৭ একর		
২	অফিস ভবন	৩৮৮টি	এক তলা ভবন ২৯৬টি, দুই তলা ভবন ৯১টি ও তিন তলা ভবন ১টি।	
৩	টিটিইউ	১৮টি	দুই তলা ভবন ২৩টি	
৪	কোয়ার্টার (জোড়াবাড়ি)	৩৫৭টি	দুই তলা ভবন (প্রতিটিতে ৪টি ইউনিট)	
৫	গুদাম	১৬৮টি		
৬	ওয়ার্কসপ কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১০টি		
৭	মার্কেট/দোকান	৮৯টি	৩৯টি দোকান	

৮. বিআরডিবির গুরুত্বপূর্ণ টেলিফোন নম্বর

৮.১ সদরদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দের টেলিফোন নম্বর (পিএবিএক্স এর জন্য +৮৮০-২-৮১৮০০৩০ থেকে ৮১৮০০৩৪)

ক্রঃ নং	পদবী	টেলিফোন	পিএবিএক্স	মোবাইল ফোন	ইমেইল
মহাপরিচালকের দপ্তর					
১	মহাপরিচালক	৮১৮০০০২	১০১		dg@brdb.gov.bd
২	মহাপরিচালকের পিএস		১০২	০১৯৯১১৩২১০০	psdg@brdb.gov.bd
৩	উপপরিচালক (জনঃ ও সমঃ)	৮১৮০০১৮	১০৩	০১৯৯১১৩২০৪০	ddprc@brdb.gov.bd
প্রশাসন বিভাগ					
৪	পরিচালক (প্রশাসন)	৮১৮০০০৪	১০৪	০১৯৯১১৩২০০১	dradmn@brdb.gov.bd
৫	যুগ্মপরিচালক (প্রশাসন)	৮১৮০০০৯	১১৩	০১৯৯১১৩২০০৭	jdadmn@brdb.gov.bd
৬	উপপরিচালক (প্রশাসন)	৮১৮০০১৭	১১৪	০১৯৯১১৩২০১৭	ddadmin@brdb.gov.bd
৭	উপপরিচালক (প্রশাসন-২)	৮১৮০০২১	১০৭	০১৯৯১১৩২০১৮	ddadmn2@brdb.gov.bd
অর্থ বিভাগ					
৮	পরিচালক (অর্থ)	৮১৮০০০৫	১২৪	০১৯৯১১৩২০০২	drfinance@brdb.gov.bd
৯	যুগ্মপরিচালক (অর্থ ও হিসাব)	৮১৮০০১১	১২৫	০১৯৯১১৩২০০৮	jdfinance@brdb.gov.bd
১০	যুগ্মপরিচালক (নিঃ ও পরিঃ)	৮১৮০০১৫	১৫২	০১৯৯১১৩২০০৯	jdaudit@brdb.gov.bd
১১	উপপরিচালক (হিসাব)	৮১৮০০২৪	১২৭	০১৯৯১১৩২০১৯	ddaccts@brdb.gov.bd
১২	উপপরিচালক (বাজেট)	৮১৮০০২২	১২৮	০১৯৯১১৩২০২০	ddbudget@brdb.gov.bd
১৩	উপপরিচালক (নিরীক্ষা)	৮১৮০০২৬	১৫৯	০১৯৯১১৩২০২১	ddaudit@brdb.gov.bd
১৪	উপপরিচালক (পরিদর্শন)	৮১৮৯৬৯৯	১৫৮	০১৯৯১১৩২০২২	ddinspect@brdb.gov.bd
সরেজমিন বিভাগ					
১৫	পরিচালক (সরেজমিন)	৮১৮০০০৬	১৫৭	০১৯৯১১৩২০০৩	drfs@brdb.gov.bd.
১৬	যুগ্মপরিচালক (সিসিএম)	৮১৮০০১৩	১৬৫	০১৯৯১১৩২০১১	jdccm@brdb.gov.bd
১৭	যুগ্মপরিচালক (সম্প্রঃ ও বিঃ প্রঃ)	৮১৮০০১২	১১৭	০১৯৯১১৩২০১০	jdesp@brdb.gov.bd
১৮	যুগ্মপরিচালক (মহিলা উন্নয়ন)	৮১৮০০১৬	১৪২	০১৯৯১১৩২০	jdwdev@brdb.gov.bd
১৯	উপপরিচালক (ঋণ)	৮১৮০০২৩	১১৫	০১৯৯১১৩২০২৯	ddcredit@brdb.gov.bd
২০	উপপরিচালক (সমবায়)	৮১৮০০২৯	১৬৮	০১৯৯১১৩২০২৩	ddcoop@brdb.gov.bd
২১	উপপরিচালক (মার্কেটিং)	৮১৮৯৬৯৮	১৩০	০১৯৯১১৩২০৩০	ddmarketing@brdb.gov.bd
২২	উপপরিচালক (সেচ)	৮১৮০১৩২	১৬০	০১৯৯১১৩২০২৮	ddirrigation@brdb.gov.bd
২৩	উপপরিচালক (সম্প্রসারণ)	৮১৮৯৭৫১	১৬৬	০১৯৯১১৩২০২৪	ddextension@brdb.gov.bd
২৪	উপপরিচালক (বিঃ প্রকল্প)	৮১৮৯৭৫০	১৩১	০১৯৯১১৩২০২৫	ddspproject@brdb.gov.bd
২৫	উপপরিচালক (মহিলা উন্নয়ন)	৮১৮০০২৭	১৩৮	০১৯৯১১৩২০২৬	ddwdevelop1@brdb.gov.bd
২৬	উপপরিচালক (মহিলা উন্নয়ন-২)	৫৫০১৩২৫৯	১৪০	০১৯৯১১৩২০২৭	ddwdevelop2@brdb.gov.bd
পরিকল্পনা বিভাগ					
২৭	পরিচালক (পরিকল্পনা)	৮১৮০০০৭	১৩৭	০১৯৯১১৩২০০৪	drplan@brdb.gov.bd.
২৮	যুগ্মপরিচালক (আরইএম)	৮১৮০০১৪	১৩৫	০১৯৯১১৩২০১৩	jdrem@brdb.gov.bd
২৯	যুগ্মপরিচালক (পরিকল্পনা)	৮১৮০০১০	১৩৯	০১৯৯১১৩২০১২	jdconst@brdb.gov.bd
৩০	উপপরিচালক (পরিকল্পনা)	৮১৮০০২০	১২৯	০১৯৯১১৩২০৩৪	ddplan@brdb.gov.bd
৩১	উপপরিচালক (গবেষণা ও মূল্যায়ন)	৮১৮৯৬৯৭	১৩৬	০১৯৯১১৩২০৩৩	ddevalu@brdb.gov.bd
৩২	উপপরিচালক (মনিটরিং)	৮১৮০০১৯	১৪১	০১৯৯১১৩২০৩২	ddmonitor@brdb.gov.bd
৩৩	উপপরিচালক (প্রোগ্রামিং)	৮১৮০০২৫	১৪৩	০১৯৯১১৩২০৩১	ddprog@brdb.gov.bd
প্রশিক্ষণ বিভাগ					
৩৪	পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	৮১৮০০০৮	১৪৯	০১৯৯১১৩২০০৫	drtraining@brdb.gov.bd
৩৫	উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ)	৮১৮৯৫০৯	১৫০	০১৯৯১১৩২০৩৫	ddtraining@brdb.gov.bd

৮.২ প্রকল্প/কর্মসূচি দপ্তরসমূহের টেলিফোন নম্বর

ক্রঃনং	পদবী	টেলিফোন	পিএবিএক্স	মোবাইল ফোন	ইমেইল
১	প্রকল্প পরিচালক (পপ্রপ্র)	৮১৮০০৪৪	১২৬	০১৯২২৬৪৪৮৫৮	
২	প্রকল্প পরিচালক (পজীপ)	৮১৮০০৩৭	১১২	০১৯৩১৯৯৯৭৭৭	pdrlp2brdb@gmail.com
৩	উপপ্রকল্প পরিচালক (পজীপ, প্রশাসন)	৮১৮০০৩৬	১২২	০১৯৩১৯৯৯৬০০	
৪	উপপ্রকল্প পরিচালক (পজীপ, অর্থ)	৮১৮০০৩৬	১২৩	০১৯৩১৯৯৯৯০৭	
৫	আঞ্চলিক পরিচালক (পজীপ, ঢাকা)	৮১৮০০৩৮	১৫৬	০১৯৩১৯৯৯২৮৬	rpddhaka@gmail.co,
৬	আঞ্চলিক পরিচালক (পজীপ, চট্টগ্রাম)	০৩১৬৭১৯৪৮		০১৯৩১৯৯৯৩১৮	rpdrlpctg@gmail.com
৭	আঞ্চলিক পরিচালক (পজীপ, রাজশাহী)	০৭২১-৭৭৪৫৩৮		০১৯৩১৯৯৯২৮৬	
৮	আঞ্চলিক পরিচালক (পজীপ, সিলেট)	০৮২১-২৮৭০৪৭৫		০১৯৩১৯৯৯৩১১	rdofficerlp2sylhet@gmail.com
৯	আঞ্চলিক পরিচালক (পজীপ, যশোর)	০৪২১৬৪১৩৮		০১৯৩১৯৯৯২৯৬	rdrlp2jess@gmail.com
১০	প্রকল্প পরিচালক (পদাবিক)	৮১৮০০৩৫	১০৫	০১৯৫৯৯২৬৬৬৬	info@rpapbrdb.gov.bd
১১	উপপরিচালক (পদাবিক)	৮১৮০০৩৫	১০৯	০১৯৯১১৩২০৪৭	
১২	প্রকল্প পরিচালক (পিআরডিপি-৩)	৮১৮০০৪৬	১৫১	০১৭০৮৫১৫১৭১	prdp3.brdb@yahoo.com
১৩	উপপরিচালক (পিআরডিপি-৩)	৮১৮০০৪০	১৭৮	০১৯৯১১৩২০৪৫	
১৪	প্রকল্প পরিচালক (উহদকনিক, রংপুর)	০৫২১৫৫৩৪৮		০১৭৫০৯৯৩৯৮৩	pduhdkonik@gmail.com
১৫	উপপ্রকল্প পরিচালক (উহদকনিক)	৮১৮০০৪৭	১৯২	০১৭১১১৪৮৪৫৫	saruarbrdb@gmail.com
১৬	নির্বাহী পরিচালক (পিইপি, ফরিদপুর)	০৬৩১৬৪৫৯৮		০১৭১৮৩৪২৩১৪	pepf@btcl.net.bd
১৭	প্রকল্প পরিচালক (ইরেসপো)	৮১৮০১৪৪	১৮৮	০১৯৫৫৫০৯৫৫৫	iresppwad@gmail.com
১৮	উপপ্রকল্প পরিচালক (ইরেসপো)	৮১৮০১৪৩	১৯১	০১৯৫৫৫০৯৫০৩	

৮.৩ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের টেলিফোন নম্বর

ক্রঃ নং	পদবী	টেলিফোন	মোবাইল ফোন	ইমেইল
১	পরিচালক, বিআরডিটিআই	০৮২১-২৮৭০৪৭০	০১৯৯১১৩২০০৬	drbrdti@brdb.gov.bd
২	যুগ্মপরিচালক, বিআরডিটিআই	০৮২১-২৮৭০২২১	০১৯৯১১৩২০১৫	
৩	এনআরডিটিসি, নোয়াখালী	০৩২১৬১০৫৬		
৪	মহিলা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, টাঙ্গাইল	০৯২১৬৩৬৯৭	০১৯৯১১৩৩৭২১	lmtctangil@yahoo.com

৮.৪ জেলার উপপরিচালকগবৃন্দের টেলিফোন নম্বর

ক্রঃ নং	জেলার নাম	দাপ্তরিক ফোন	মোবাইল নম্বর	ই-মেইল
১	পঞ্চগড়	০৫৬৮৬১৩৪২	০১৯৯১১৩২১-০১	ddpanchagar@brdb.gov.bd
২	ঠাকুরগাঁও	০১৭১৯০২৬৮৬৯	০১৯৯১১৩২১-০২	ddthakurgaon@brdb.gov.bd
৩	দিনাজপুর	০৫৩১৬৩২৭৪	০১৯৯১১৩২১-০৩	dddinajpur@brdb.gov.bd
৪	নীলফামারী	০৫৫১৬১৬১৩	০১৯৯১১৩২১-০৪	ddnilphamari@brdb.gov.bd
৫	লালমনিরহাট	০৫৯১৬১৪৯৩	০১৯৯১১৩২১-০৫	ddlalmonirhat@brdb.gov.bd
৬	কুড়িগ্রাম	০৫৮১৬১৬৪৩	০১৯৯১১৩২১-০৭	ddkurigram@brdb.gov.bd
৭	রংপুর	০৫২১৬৫৬২৮	০১৯৯১১৩২১-০৬	ddrangpur@brdb.gov.bd
৮	গাইবান্ধা	০৫৪১৬১২৯৮	০১৯৯১১৩২১-০৮	ddgaibanda@brdb.gov.bd
৯	জয়পুরহাট	০৫৭১৬২৬১৮	০১৯৯১১৩২১-০৯	ddjoypurhat@brdb.gov.bd
১০	বগুড়া	০৫১৬৬৩৫৫	০১৯৯১১৩২১-১০	ddbogra@brdb.gov.bd
১১	সিরাজগঞ্জ	০৭৫১-৬২৬৪৯	০১৯৯১১৩২১-১৫	ddsirajgonj@brdb.gov.bd
১২	পাবনা	০৭৩১৬৬৫৭৪	০১৯৯১১৩২১-১৬	ddpabna@brdb.gov.bd
১৩	নাটোর	০৭৭১৬২৬১৯	০১৯৯১১৩২১-১২	ddnator@brdb.gov.bd
১৪	নওগাঁ	০৭৪১৬২৪০০	০১৯৯১১৩২১-১১	ddnaogaon@brdb.gov.bd
১৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	০৭৮১৫২০৯৪	০১৯৯১১৩২১-১৩	ddcngonj@brdb.gov.bd
১৬	রাজশাহী	০৭২১৬১৩০	০১৯৯১১৩২১-১৪	ddrajshahi@brdb.gov.bd
১৭	কুষ্টিয়া	০৭১৬২৪৮৬	০১৯৯১১৩২১-১৭	ddkushtia@brdb.gov.bd
১৮	মেহেরপুর		০১৯৯১১৩২১-১৮	ddmeherpur@brdb.gov.bd

ক্রঃ নং	জেলার নাম	দাপ্তরিক ফোন	মোবাইল নম্বর	ই-মেইল
১৯	চুয়াডাঙ্গা	০৭৬১৮১১২৭	০১৯৯১১৩২১-১৯	ddchuadanga@brdb.gov.bd
২০	ঝিনাইদহ	০৪৫১৬২১৮৫	০১৯৯১১৩২১-২০	ddjhenaidha@brdb.gov.bd
২১	মাগুরা	০৪৮৮৫১২১২	০১৯৯১১৩২১-২১	ddmagura@brdb.gov.bd
২২	যশোর	০৪২১৬৫৮১৮	০১৯৯১১৩২১-২৩	ddjessore@brdb.gov.bd
২৩	নড়াইল	০৪৮১৬২৪৯৮	০১৯৯১১৩২১-২২	ddnarail@brdb.gov.bd
২৪	সাতক্ষীরা	০৪৭১৬৩৮৬৪	০১৯৯১১৩২১-২৪	ddsatkhira@brdb.gov.bd
২৫	খুলনা	০৪১৭২৩১৬৯	০১৯৯১১৩২১-২৫	ddkhulna@brdb.gov.bd
২৬	বাগেরহাট	০৪৬৮৬২৫৭৯	০১৯৯১১৩২১-২৬	ddbagerhat@brdb.gov.bd
২৭	বরগুনা	০৪৪৮৬২৫৫৫	০১৯৯১১৩২১-৩২	ddborguna@brdb.gov.bd
২৮	পটুয়াখালী	০৪৪১৬২৩৮৪	০১৯৯১১৩২১-৩১	ddpatuakhali@brdb.gov.bd
২৯	ভোলা	০৪৯১৬১৬৪৩	০১৯৯১১৩২১-৩০	ddbhola@brdb.gov.bd
৩০	বরিশাল	০৪৩১২১৭৬০৮৯	০১৯৯১১৩২১-২৯	ddbarisal@brdb.gov.bd
৩১	ঝালকাঠি	০৪৯৮৬২৬৪২	০১৯৯১১৩২১-২৮	ddjhalokati@brdb.gov.bd
৩২	পিরোজপুর	০৪৬১৬২৬৯৬	০১৯৯১১৩২১-২৭	ddpirojpur@brdb.gov.bd
৩৩	গোপালগঞ্জ	০২৬৬৮৫৬০১	০১৯৯১১৩২১-৪৭	ddgopalgonj@brdb.gov.bd
৩৪	মাদারীপুর	০৬৬১৬১৪৫০	০১৯৯১১৩২১-৪৮	ddmadaripur@brdb.gov.bd
৩৫	শরীয়তপুর	০৬০১৬১৪২৬	০১৯৯১১৩২১-৪৯	ddShariatpur@brdb.gov.bd
৩৬	ফরিদপুর	০৬৩১৬২৬৬২	০১৯৯১১৩২১-৪৫	ddfaridpur@brdb.gov.bd
৩৭	রাজবাড়ি	০৬৪১৬৫৩৮৯	০১৯৯১১৩২১-৪৬	ddrajbari@brdb.gov.bd
৩৮	মানিকগঞ্জ	০২৭৭১০৪২৯	০১৯৯১১৩২১-৩৯	ddmanikgonj@brdb.gov.bd
৩৯	ঢাকা	৭৪৫৪০৪৮	০১৯৯১১৩২১-৪০	dddhaka@brdb.gov.bd
৪০	মুন্সিগঞ্জ	০২৭৬১১২৩১	০১৯৯১১৩২১-৪৪	ddmunshigonj@brdb.gov.bd
৪১	নারায়নগঞ্জ	৭৬৯১১৬৪	০১৯৯১১৩২১-৪৩	ddnarayangonj@brdb.gov.bd
৪২	নরসিংদী	০২৯৪৬২৪৫০	০১৯৯১১৩২১-৪২	ddnarsingdi@brdb.gov.bd
৪৩	গাজীপুর	০২৯২৬১৬৩৬	০১৯৯১১৩২১-৪১	ddgazipur@brdb.gov.bd
৪৪	টাঙ্গাইল	০৯২১৬৪০৪৩	০১৯৯১১৩২১-৩৭	ddtangail@brdb.gov.bd
৪৫	জামালপুর	০৯৮১৬২৩২৫	০১৯৯১১৩২১-৩৬	ddjamalpur@brdb.gov.bd
৪৬	শেরপুর	০৯৩১৬১৬৫৪	০১৯৯১১৩২১-৩৫	ddsherpur@brdb.gov.bd
৪৭	ময়মনসিংহ	০৯১৬৭২০৩	০১৯৯১১৩২১-৩৪	ddmymensingh@brdb.gov.bd
৪৮	কিশোরগঞ্জ	০৯৪১৬১৮২৩	০১৯৯১১৩২১-৩৮	ddkishoreganj@brdb.gov.bd
৪৯	*নেত্রকোনা*	০৯৫১-৬১৮৭৪	০১৯৯১১৩২১-৩৩	ddnetrokona@brdb.gov.bd
৫০	সুনামগঞ্জ	০৮৭১৬৩৪৭২	০১৯৯১১৩২১-৫০	ddsunamganj@brdb.gov.bd
৫১	সিলেট	০৮২১২৮৭০৪৭৬	০১৯৯১১৩২১-৫১	ddsylhet@brdb.gov.bd
৫২	মৌলভীবাজার	০৮৬১৫৩০৮৪	০১৯৯১১৩২১-৫২	ddmbazar@brdb.gov.bd
৫৩	হবিগঞ্জ	০৮৩১৬৩৪৪৩	০১৯৯১১৩২১-৫৩	ddhabigonj@brdb.gov.bd
৫৪	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০৮৫১৫৮২৪৭	০১৯৯১১৩২১-৫৪	ddbbaria@brdb.gov.bd
৫৫	কুমিল্লা	০৮১৭৬১১২	০১৯৯১১৩২১-৫৫	ddcomilla@brdb.gov.bd
৫৬	চাঁদপুর	০৮৪১৬৩৫৬৭	০১৯৯১১৩২১-৫৬	ddchandpur@brdb.gov.bd
৫৭	নোয়াখালী	০৩২১৬২২৪১	০১৯৯১১৩২১-৫৮	ddnoakhali@brdb.gov.bd
৫৮	লক্ষীপুর	০৩৮১-৬২১৩৪	০১৯৯১১৩২১-৫৭	@brdb.gov.bd
৫৯	ফেনী	০৩৩১৬১০৯৯	০১৯৯১১৩২১-৫৯	ddfeni@brdb.gov.bd
৬০	চট্টগ্রাম	০৩১৬৭০৬৯০	০১৯৯১১৩২১-৬০	ddchittagong@brdb.gov.bd
৬১	কক্সবাজার	০৩৪১-৬৩৫১৫	০১৯৯১১৩২১-৬১	ddCoxsbazar@brdb.gov.bd
৬২	বান্দরবান	০৩৬১৬২৩১৬	০১৯৯১১৩২১-৬৪	ddbban@brdb.gov.bd
৬৩	রাঙ্গামাটি	০৩৫১৬২১৪০	০১৯৯১১৩২১-৬৩	ddrangamati@brdb.gov.bd
৬৪	খাগড়াছড়ি	০৩৭১৬১৮৬৫	০১৯৯১১৩২১-৬২	ddkchari@brdb.gov.bd

৯. জাতীয় দিবস উদযাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বিআরডিবি দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে। সদরদপ্তরে দোয়া মাহফিল শেষে এতিমদের মাঝে বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব ড. প্রশান্ত কুমার রায়। ১৫ আগস্ট ২০১৬।

মহান বিজয় দিবস ২০১৫ উপলক্ষ্যে তৎকালীন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন। ১৬ ডিসেম্বর ২০১৫।

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৬ উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ। ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬।